কণারকের বিবরণ

নির্মল কুমার বসু

B
726.1
B299k

INDIAN INSTITUTE OF
ADVANCED STUDY
SIMLA

কণারকের বিবরণ

কণারকের বিবরণ

শ্রীনির্মল কুমার বসু

কলিকাতা
পুরোগামী প্রকাশনী
১৯৬০

প্রথম প্রকাশ—১৩৩৩

দ্বিতীয় মুদ্রণ—১৩৬৭

Library IIAS, Shimla
B 726.1 B 299 K
00009498

B
726.1
B 299 K

প্রকাশক
সুকুমার চৌধুরী
১০০/১, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ
কলিকাতা-৪

INDIAN ... OF ADVANCED STUDY
9498
5-5-66

মুদ্রাকর
শ্রীদেবী গুপ্ত
কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫, শান্তিঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৩

মূল্য পাঁচ টাকা বারো আনা

উৎসর্গ

আমাদের দেশে যাঁহারা বিজ্ঞানদৃষ্টির ও নূতন চিন্তা করার প্রবৃত্তির অভাবকে দুঃখ নিবারণের পথে প্রধান অন্তরায় বলিয়া চিনিয়াছেন; যাঁহারা তুচ্ছ সমস্যাকে প্রধান সমস্যা মনে না করিয়া বরং সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ শিক্ষিত জনগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবনের মন্থর ও পঙ্কিল ভাবকে ধুইয়া তাহার পরিবর্ত্তে একটি প্রাণবান্ ও শুভ আদর্শের প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের উদ্দেশে এই পুস্তক নিবেদন করিলাম॥

বিষয়-সূচী

ভূমিকা

ঐতিহাসিক প্রবেশক ১

স্থপতীয় বিভাগ ১৩

মূর্ত্তি বিভাগ ৪১

নিকটস্থ দেবদেবীর মন্দির ৮৭

পরিশিষ্ট ৯৮

পারিভাষিক অভিধান ১০৮

ভূমিকা

কণারকের সম্বন্ধে বই ও প্রবন্ধের কোন অভাব নাই। প্রায় প্রত্যেক বৎসর নূতন একটা না একটার সন্ধান পাই। সুতরাং বর্ত্তমান গ্রন্থটি লেখা নিতান্ত বাহুল্য বলিয়া মনে হইতে পারে।

হয়ত হইয়াছেও তাহাই। কিন্তু চার বৎসর আগে যখন কণারক লইয়া কাজ আরম্ভ করি, তখন শুধু বাহুল্য বাড়ানর সম্ভাবনাই দেখিতে পাইলে, নিশ্চয়ই পিছাইয়া যাইতাম! এইটুকুই আমার কৈফিয়ৎ।

সেই সময়ে মনে হইত কণারক সম্বন্ধে যাঁহারা কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের তথ্য সংগ্রহ ঠিক সম্পূর্ণ নহে এবং তাহার বর্ণনার মধ্যেও ভুল আছে। সেইজন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে কণারক সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য নিঃশেষে সংগ্রহ করিয়া তাহার একটা নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারিলে হয়ত একটা কাজ হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য কতটা সফল হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আমি কোনরূপ শ্রমস্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হই নাই এই আমার একটা আনন্দ। এই কয় বৎসর ধরিয়া আমি নিরন্তর কণারকে গমন করিয়াছি, এবং অনেকবার মন্দিরের সমস্ত জিনিষ তন্নতন্ন করিয়া দেখিয়াছি। মূর্ত্তিগুলি সব গুনিয়া তাহার শ্রেণীবিভাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অবশ্য এতটা পরিশ্রমের হয়ত দরকার ছিল না, অথবা তাহা যে সার্থক হইয়াছে এমন কথাও বলি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস জ্ঞান আহরণের বৈজ্ঞানিক প্রণালী আমাদের নিকট যতটা পরিশ্রম দাবী করে, ততটা দিতে আমরা প্রায়ই কুণ্ঠিত হই। এইজন্য আমার কর্ম্মক্ষেত্র ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে যে বিজ্ঞানের শাসন মানিয়া চলিয়াছি ইহাই আমার আনন্দ ছিল।

বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে একটি কথা মনে হয় যে কণারক সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ কর্ম্মীদের অনেক সিদ্ধান্ত তথ্যসাক্ষ্যের উপর তেমন সুপ্রতিষ্ঠিত নহে। অবশ্য তাঁহাদের ভুল ধরিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, তবু কর্ম্মক্ষেত্রের বিশালতার জন্য ছোট ছোট বিষয়ে তাঁহাদের ভুল করা খুব স্বাভাবিক। এই সমস্ত বিষয়ে আমি বিরুদ্ধ মত দিতে পশ্চাৎপদ হই নাই এবং তথ্যের দিক হইতে আমার মতকে যথাসম্ভব সমর্থন করার চেষ্টা করিয়াছি।

কিছুদিন কাজ করার পর উড়িয়া শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে দুইখানি পুঁথি আমার হাতে আসে। মন্দিরের বর্ণনায় এই পুঁথির পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছি। অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, যে পুরীর শিল্পীরা এখনও ঠিক এই পরিভাষা ব্যবহার করে, এইজন্য শ্রীমনোমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত পরিভাষার বদলে এইটীকেই ব্যবহার করিয়াছি।

লেখার কয়েকটি ভুল দেখাইয়া দিয়া অধ্যাপক শ্রীহারাণচন্দ্র চাকলাদার ও শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন। বিষয়বিন্যাস সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়া বন্ধুবর শ্রীঅমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র মহাশয় ও ছাপানোর প্রায় সমস্ত ভার লইয়া অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। যে সকল বন্ধুর সংসর্গে কণারকে অবস্থান আমার পক্ষে এত সুখের হইয়াছিল, এই সুযোগে তাঁহাদের সকলকে প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানাইতেছি। বস্তুতঃ তাঁহাদের সাহচর্য্য না পাইলে কণারকে থাকা বা সেখানে কোনো কাজ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত।

শ্রীনির্ম্মল কুমার বসু

মুখবন্ধ

কণারকের বিবরণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সে সময়ে অল্প লোকেই কণারক যাইতেন। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কণারক যাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে এবং মন্দিরের সম্বন্ধে কৌতূহলের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কণারকের সূর্য্যমন্দিরের বিষয়ে দু তিনখানি বই ও কিছু কিছু চিত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও মন্দিরের যে বর্ণনা চৌত্রিশ বৎসর আগে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহার কিছু মূল্য এখনও থাকিতে পারে ভাবিয়া পুস্তকের বর্তমান প্রকাশক উৎসাহভরে ইহার পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এজন্য তিনি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পুনর্মুদ্রণকালে প্রথম সংস্করণের সামান্য কয়েকখানি পৃষ্ঠা বাদ দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে পথের সংবাদ ছিল। আজ তাহার প্রয়োজন নাই। অবশিষ্ট পুস্তক প্রায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

৩ পৌষ শক ১৮৮২
৩৭এ বোসপাড়া লেন
কলিকাতা—৩

নির্ম্মল কুমার বসু

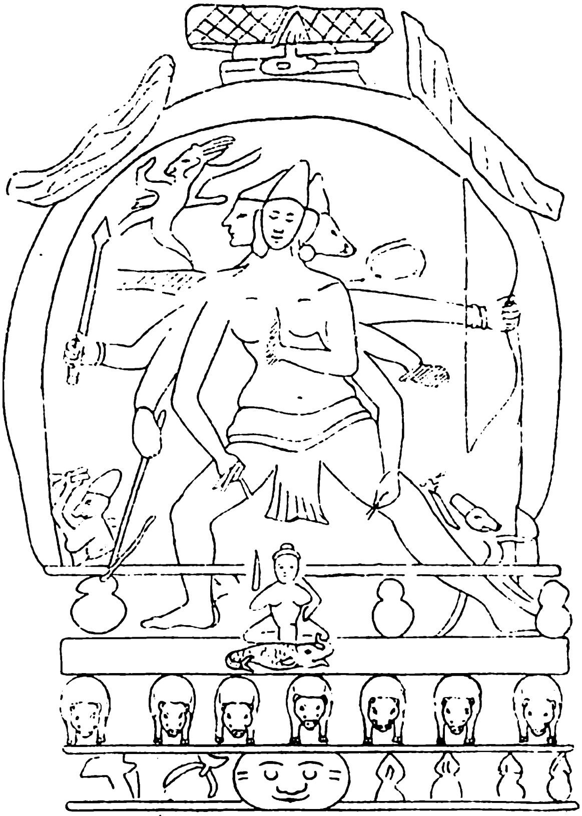

মারীচী দেবী

ঐতিহাসিক প্রবেশক

ভারতে সূর্য্যমূর্ত্তি (মিত্র) পূজার ইতিহাস—ভারতবর্ষে সূর্য্য-পূজা বৈদিক যুগ হইতে চলিয়া আসিলেও সম্ভবতঃ সূর্য্যদেবের মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল না। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর কাছাকাছি কোনো সময়ে পারস্য হইতে মিত্রপূজক 'মগ' নামধারী কোনও জাতি অথবা পুরোহিতের দল ভারতবর্ষে আসে [১]। তাহারা বোধ হয় ভারতীয় কোনও রাজার আহ্বানে (শাম্ব[২]) আসিয়া প্রথমে চন্দ্রভাগার তীরে মূলতান (মূলস্থানপুর) নগরে উপনিবেশ স্থাপন করে। মূলতানের প্রথম সূর্য্য মন্দির সম্ভবতঃ এই সময়ে তৈয়ারি হয় [৩]। এই মগেরা সূর্য্যের যে মূর্ত্তি (মিত্র) পূজা করিত, তাহার কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। প্রথম, সূর্য্যদেবের পায়ে হাঁটুর তলা পর্য্যন্ত জুতা থাকিত। তাঁহার কোমরে 'অভ্যঙ্গ' নামে কটিবন্ধ থাকিত ও তিনি উত্তর দেশীয়ের মত বস্ত্র পরিতেন। ক্রমে ক্রমে এই সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়ে, এবং তাহার সঙ্গে সূর্য্যপূজক মগ পুরোহিতেরাও ভারতের বিভিন্ন স্থানে যায়। তাহারা ছাড়া আর কাহারও সূর্য্যপূজায় অধিকার ছিল না [৪]। এই মগ ব্রাহ্মণেরা, ভারতের সর্ব্বত্র পৌরোহিত্য করিতে হইলে যত সংখ্যায় আসা দরকার তত সংখ্যায় প্রথমেই বোধ হয় আসে নাই এবং উত্তর কালে যখনই নূতন জায়গায় মগের দরকার হইত তখনই যে পারস্য হইতে নূতন লোকের আমদানি হইত, ইহা একেবারে অসম্ভব। বস্তুতঃ এরূপ মনে করিবার কারণ আছে যে ভারতের কোন কোন জাতি এই মগ ব্রাহ্মণদের সহিত সুযোগ বুঝিয়া পরে ভিড়িয়া পড়িয়াছিলেন [৫]। যাহাই হউক, ভারতের চারিদিকে ক্রমশঃ সূর্য্য-পূজা ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। খ্রীষ্টীয় একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ

শতাব্দীতে এই সূর্য্যপূজা খুব প্রসার লাভ করে [৬]। সে সময়ে অন্যান্য রাজার সহিত বাংলার সেন রাজাদের মধ্যেও সূর্য্যদেবের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দেখা যায়। গয়া জেলায় গোবিন্দপুর গ্রামে ১১৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শাকদ্বীপ হইতে শাম্ব কর্ত্তৃক আনীত মগ ব্রাহ্মণদের সন্ধান পাওয়া যায়। উড়িষ্যার কণারকও এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত [৭]। ময়ূরভঞ্জে ও বালেশ্বরে সূর্য্যপূজার যে সকল বিক্ষিপ্ত নিদর্শন এখনও আছে [৮] সেগুলি কোন্ সময়ের তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। যাহাই হউক, ক্রমে ভারতবর্ষময় সূর্য্যদেবের নামে কতকগুলি ক্ষেত্র স্থাপিত হইল—কণারক, মূলতানের সূর্য্যমন্দির ইত্যাদি [৯]। পুণ্ড্রার্ক, বরুণার্ক প্রভৃতি নামে যে সকল সূর্য্যমন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলি এই পর্য্যায়ভুক্ত কিনা তাহা জানি না।

ঠিক কোন্ সময় হইতে সূর্য্যমূর্ত্তি পূজার প্রভাব কমিয়া আসে তাহাও জানা যায় না। তবে মনে হয়, বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অবনতি আরম্ভ হয়। এখন এই সূর্য্যপূজা একেবারে পড়িয়া গিয়াছে, কেবল হিন্দুধর্ম্মের নানা অনুষ্ঠানের স্তূপের মধ্যে অতি ক্ষীণভাবে ইহার স্রোত এখনও বহিয়া চলিয়াছে। মাঘী-সপ্তমীতে এখনও কণারকে মেলা বসে এবং সেই দিনই বাংলা দেশেও গঙ্গাস্নানের বিধি আছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কেহ কেহ মাথায় সাতটি অর্কপত্র রাখিয়া পূজা করিয়া গঙ্গাস্নান করেন। কেহ বা অন্য কিছু করেন [১০]। এই সাতটি অর্কপত্র কি কণারক প্রভৃতি সপ্তার্কের স্মৃতি বহন করিয়া আছে ?

কণারকের পুরান নাম—ভারতবর্ষে সূর্য্যমূর্ত্তি পূজার ইতিহাসে কণারকের স্থান বুঝিয়া আমরা কণারকের উপরেই এবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব। উড়িষ্যার রাজা দ্বিতীয় নরসিংহদেব ১২৭৮-১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। তাঁহার এক তাম্রশাসনে তিনি স্বীয় পিতামহ প্রথম নরসিংহদেবে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যে তিনি ‘কোণাকোণে’

সূর্য্যদেবের জন্য একটী কুটির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই কোণাকোণ সহরের (গ্রামের ?) অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা যিনি, তিনি হইলেন কণারক। তেমনই পুণ্ড্রের অধিষ্ঠাতৃ সূর্য্যদেব পুণ্ড্রার্ক নাম পাইয়াছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু এক সময়ে কণারক দেখিতে আসেন। সেই প্রসঙ্গে জয়রাম কবি তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন :—

কণার্ক দেখিল তথা চারি যোজনে।
চিত্রোৎপলা দেখিল নীলাচল ভুবনে॥

প্রাচী মাহাত্ম্যে প্রাচীনদীর এক নাম 'চিত্রোৎপলা' এইরূপ প্রকাশ [১১]। কণারকের কাছে যে এক সময়ে একটি নদী ছিল এবং তাহার উপরে ভেলায় করিয়া মন্দির তৈয়ারির জন্য পাথর আসিত, তাহার প্রমাণ পরে দেওয়া হইয়াছে। এই লুপ্ত নদীর কাছে চিত্রাগ্রামে চিত্রেশ্বর ঠাকুর আছেন। ইহা ছাড়া নিকটে উপুলা নামে অপর একটি গ্রাম আছে। উপুলা হইতে কিছু দূরে উৎপলেশ্বর ঠাকুর চিত্রেশ্বরের মত আজও পূজা পাইয়া আসিতেছেন। প্রাচী-মাহাত্ম্যের ও চৈতন্যমঙ্গলের চিত্রোৎপলা যে এই নদী ও তাহার তীরস্থ গ্রাম, তাহা সত্য বলিয়া মনে হয়। পরে মূলতানের পার্শ্ববর্ত্তী চন্দ্রভাগার অনুকরণে কণারকেও এক চন্দ্রভাগার সৃষ্টি হইল। তাহা এখনও বর্ত্তমান এবং অনেকে ভুল করিয়া ইহাকেই শাম্ব-উপাখ্যানের ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন। হয়ত মূলতানের মন্দির ধ্বংস হওয়ার পরে কণারকের এই মিথ্যা নামকরণ আরও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

মন্দিরের নির্ম্মাতা কে?—বিষণস্বরূপ মহাশয় তাঁহার পুস্তকে পুরীর মাদলা পাঁজি হইতে যে অংশ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন [১২] তাহা হইতে জানা যায় যে কেশরী বংশের এক রাজা পুরন্দর কেশরী এইখানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করান এবং পূজার জন্য আঠটি ব্রাহ্মণশাসন স্থাপনা করেন। অবশ্য তাহার আগে শাম্ব যে সেখানে অনেক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন

তাহাও লেখা আছে, তবে এই অংশ সহজে বাদ দেওয়া যায়। যাহাই হউক পুরন্দর কেশরীর বহু কাল পরে গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গভীম দেব কণারকের দেবতার জন্য ভোগের কড়ি বাড়াইয়া দেন। তাঁহার পুত্র নরসিংহদেব নূতন করিয়া একটি মন্দির নিজের রাজত্বের ১৮শ বর্ষে নির্ম্মাণ করান। নরসিংহদেবের রাজত্ব কাল ১২৩৮—১২৬৪ পর্য্যন্ত বলিয়া ৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন [১৩]। মন্দির নির্ম্মাণের ঠিক তারিখ লইয়া বিবাদ আছে। তবে আমাদের সে বিবাদে বিশেষ প্রয়োজন নাই। আমরা কণারকের বর্ত্তমান মন্দির ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তৈয়ারি হইয়াছে জানিয়াই খুশি হইব।

মন্দিরে পূজা—বর্ত্তমান মন্দির যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ও সেখানে নিশ্চয়ই যাত্রীদের যাতায়াত ছিল তাহা পুস্তকের মধ্যে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এখন আমরা এই মন্দিরের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করিব। চৈতন্যদেবের তিরোধান ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে [১৪]; অতএব এই সময়ের পূর্ব্বে যখন তিনি কণারকে গিয়াছিলেন তখন বোধ হয় পূজা হইত। চৈতন্যদেব কি পরিত্যক্ত মন্দির দেখিতে যাইবেন? অবশ্য যাইতে কোন বাধা নাই। যাহাই হউক, তাহার পরে ১৬শ শতাব্দীর শেষ-ভাগে (আইন্-ই অক্‌বরী) আবুল ফজল কণারকের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে মন্দিরে পূজা হইত কিনা তাহা বুঝা যায় না।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের পরে আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৬২৭) কণারকের উল্লেখ পাই [১৫]। সেই বৎসর পুরীর রাজা নরসিংহদেব কণারকের পরিত্যক্ত মন্দির দেখিতে যান ও তাহার মাপ লওয়ান। সেই মাপের বর্ণনা যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে। এখানে শুধু মহারাজার কণারকগমনের বৃত্তান্ত তুলিয়া দেওয়া হইল—

"শ্রীরামচন্দ্রদেব মহারাযঙ্ক নাতী পুরুসোত্তম দেব মহারাযঙ্ক পুত্রা শ্রীনরসিংহদেব মহারাযাএ অ ৯ ঙ্ক [১৬] মিন দি ২১ নে সপ্তমী সোমবার এ দেউল দেখিবা নীমন্তে শ্রীপুরুসোত্তমরু বিজে করি যাই দেখিলে এ দিনকু দীলি বাদসা সাহাসেলি বাদসাঙ্ক হোই ওডীসা সুবা বাখর খা হোইথিলা এ দমন উপদর্প নীমন্তে মইত্রাদিত্য বীরঞ্চিদেব শ্রীপুরুসোত্তম দেউলে নীলাদ্রী মহোছব দেউলে বীযে করিথিলে। এ মহারাযাএ তুছা দেউল দেখীবাকু বীযে করি যাই এ দেউল মপাইলে ইত্যাদি।"

"মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রদেবের নাতী, মহারাজা শ্রীপুরুষোত্তম দেবের পুত্র, মহারাজা শ্রীনরসিংহদেব তাঁহার রাজত্বের ৭ম বর্ষে ২১শে চৈত্র সপ্তমী সোমবার শ্রীপুরুষোত্তম হইতে যাইয়া এই মন্দির দেখিলেন। (সে সময়ে) দিল্লীর বাদসা সাহা সেলির (সেলিম বা জাহাঙ্গীর) তরফ হইতে ওড়ীষার সুবা (দার) বাখর খাঁ [১৭] ছিলেন। এ (মুসলমান)-বীর (গণের) উপদ্রবে 'মইত্রাদিত্য বীরঞ্চি' দেব শ্রীপুরুষোত্তম দেউলে, নীলাদ্রিমহোৎসবের দেউলে চলিয়া গিয়াছিলেন। এই মহারাজা এই শূন্য মন্দির দেখিতে গিয়া তাহা মাপাইলেন।"

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এবং সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে (১৫৩৫) মুসলমানদের অত্যাচারের জন্য কণারক পরিত্যক্ত হইয়াছিল! মহারাজা উপরে নরসিংহদেবের মাপ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে বড় দেউল তখন প্রায় সম্পূর্ণ অভগ্ন ছিল। কেবল 'কলস'ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং কলসকে যথাস্থানে রাখিবার জন্য লোহার কাঠিটি দণ্ডায়মান ছিল। তাহাকে 'চুম্বকলুহা' বলা হইয়াছে। কলসটি কেমন করিয়া ভাঙ্গিয়াছে তাহা বলা হয় নাই। যদি মুসলমানের দ্বারা তাহা হইয়া থাকে তবে এরূপ টাটকা খবর কেন যে এত

প্রয়োজনীয় বিবরণের মধ্যে স্থান পাইল না, তাহা ভাবিবার কথা। হয়ত কলসটি আদৌ মুসলমানেরা ভাঙ্গে নাই। যে জনপ্রবাদে বলে যে মুসলমানেরা উপরের চুম্বক কাঠি সরাইয়া লওয়ার ফলে মন্দির ভাঙ্গিয়া যায় ও তাহা পরিত্যক্ত হয় তাহা সহজেই এই বিবরণের প্রকাশে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হয়। আমাদের ইহাই ধারণা যে মুসলমানের অত্যাচারে মন্দির পরিত্যক্ত হইয়াছিল এবং তাহার পরে মন্দির ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া যায়। ভাঙ্গিয়া যাওয়ার জন্য যে কণারক পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা সত্য নহে।

কণারক সহরের লোপ—কণারকের মন্দির ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার মেরামত কেন হইল না, তাহা জানিবার ইচ্ছা হয়। এক বিগ্রহ নষ্ট হইলে আরেক বিগ্রহ স্থাপনার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নহে। মুসলমানেরাও চিরকাল ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল না। তবু এখানে তাহা হইল না কেন? বোধ হয়, নদীর গতিপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কণারকের (তথা চিত্রোৎপলার) প্রসার কমিয়া আসিতেছিল। কণারককে কেন্দ্র করিয়া ৩ মাইল ব্যাসার্দ্ধ-যুক্ত একটী বৃত্ত করিলে তাহার মধ্যে কণারক ক্ষেত্রের অষ্টশম্ভু, অষ্টচণ্ডী প্রভৃতি ক্ষেত্রদেবতার মন্দির পড়ে। সেগুলি এখনও আছে। ইহা ছাড়া বটেশ্বর, চেকাখিয়া প্রভৃতি নানাস্থানে বালির স্তূপের নীচে, অথবা প্রান্তরের মধ্যে পুরান মন্দিরের গাঁথনি, কুয়ার গাঁথনি, ভাঙ্গা হাড়ি প্রভৃতি অজস্র জিনিস পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান হয়, এখানে একটি বিস্তৃত সহর ছিল, তাহা এখন সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছে। হয়ত সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই এই বিলুপ্তির লীলা আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাই ভাঙ্গা মন্দির মেরামতের জন্য বা তাহাতে নূতন দেবমূর্ত্তি স্থাপনার জন্য সম্মিলিত চেষ্টার অভাব ঘটিয়াছিল।

মহারাজা নরসিংহদেবের পর (১৬২৭) কিছুকাল আমরা

কণারকের কোন উল্লেখ পাই নাই। বহুকাল পরে যখন পুরীতে মারাঠাদের রাজত্ব ছিল (১৭৫৬—১৮০৩) তাহার মধ্যে তাহারা কোন এক সময়ে কণারকের অরুণস্তম্ভ পুরীর জগন্নাথ দেউলের সামনে বসাইয়া দেয়। জনপ্রবাদ অনুসারে তাহারা গুরু ব্রহ্মচারী নামে কোন এক সাধুর আদেশে ইহা করে।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন শ্রীযুক্ত ষ্টার্লিং কণারকে যান [১৮], সে সময়ে প্রধান দেউলে অনেক দূর ভাঙ্গিয়া যাইলেও প্রায় ১২০´ পর্য্যন্ত উচ্চ ছিল। রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গিয়া তাহাও সম্পূর্ণ ভগ্ন অবস্থায় দেখেন [১৯]। ইহার পরেও মন্দির কতক দূর ভাঙ্গিয়া যায়। শেষে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দৌলতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে হইতে ইহার পুনরুদ্ধার কার্য্য আরম্ভ হয়। তাহার পর হইতে মন্দির এখন বেশ যত্নে আছে। কেবল দরজার উপরে নবগ্রহের যে মূর্ত্তি ছিল, তাহা এখনও প্রতিদিন নিকটে গ্রামের পুরোহিতদের নিকট পূজা পাইয়া আসিতেছে। প্রতি শনিবার ও সংক্রান্তিতে একটি মেলা আজকালও বসে এবং প্রতিবৎসর মাঘী সপ্তমীতে কিছু লোক এখনও কণারকের লুপ্ত গৌরবকে ভক্তির অর্ঘ্য দিয়া যায়।

মিত্রাদিত্যের[২০] পূজা এমনি করিয়া বিদেশ হইতে একদল পুরোহিতের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়া ক্রমে প্রসার লাভ করিল। ১১।১২।১৩শ শতক ইহার প্রভাবের শীর্ষকাল। কিন্তু তাহার পরে ধীরে ধীরে এই বিশেষ পূজারীতি লোপের পথে আগাইয়া চলিয়াছে। কণারকে পূজা এক সময়ে সেই প্রসারের মুখে আরম্ভ হইয়া পরে মূলস্থানপুরের গৌরব লাভ করে, কিন্তু সে গৌরব নদীর গতির পরিবর্ত্তনের সহিত এতদিনে লোপ পাইয়াছে। মুসলমানের অত্যাচারকে কণারকের ধ্বংসের প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয় না।

কণারকের বিগ্রহ এখন কোথায়?—এখন অবশিষ্ট একটি সমস্যার

অবতারণা করিয়া আমরা প্রবেশক সমাপ্ত করিব। সমস্যা হইল, সেই পরিত্যক্ত দেউলের অধিষ্ঠাতা 'মইত্রাদিত্য বিরঞ্চিদেব' এখন কোথায়? ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই তিনি পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পুরীর মন্দিরের মধ্যে যে সূর্য্যমন্দির আছে, তাহার মধ্যে অতি কদাকার ক্ষুদ্র সূর্য্যমূর্ত্তিকে[২১] কণারকের সিংহাসনে বসাইয়া কল্পনা করিতে কষ্ট হয়। কিন্তু সেই মূর্ত্তির পিছনে আর একটি উপবিষ্ট মূর্ত্তি আছে, তাহা প্রণিধানের যোগ্য। মূর্ত্তিটির পায়ের উপর হইতে সম্মুখের সূর্য্যমূর্ত্তির চালচিত্র উঠিয়াছে। তাই মূর্ত্তি স্বস্তিকাসনস্থ মনে হইলেও তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। মূর্ত্তির দুই হাত ভাঙ্গা। বাহুতে কেয়ূর। গলায় ফুলের ও অন্যান্য মালা। দেহে অন্যান্য অলঙ্কার। মাথায় ঠিক কণারকের সূর্য্যমূর্ত্তির মত মুকুট ও অন্য অলঙ্কার। গলায় পৈতা ও বস্ত্র প্রভৃতি কণারকের হরিদশ্ব প্রভৃতি মূর্ত্তির অনুরূপ। মুখের আকারও সেই রকম। নাক ভাঙ্গা। পিছনে তোরণ। মূর্ত্তির বামদিকে তোরণের গায়ে একটি ভাঙ্গা দাগ। ডানদিকে তেমন কিছু নাই। মাথার উপরে ছত্র ও তাহার পাশে দুই পরীকন্যা পিঠে দুইজনকে বসাইয়া উড়িতেছে। মূর্ত্তির মাথায় ঠিক দুইপাশে দুইটি মকরমুখ। বামদিকে মকরমুখের উপর তিনজন স্ত্রীলোক ও ডান দিকে চার জন। মূর্ত্তির পায়ের পাশে দুই দিকে দুই জন স্ত্রীলোক। এই মূর্ত্তি ৩′ চওড়া ও ৬′২″ উচ্চ। ইহার নীচে একটি আয়ত সিংহাসন গাঁথা আছে দেখা যায়। সিংহাসন হইতে চরণামৃত গড়াইয়া যাইবার জন্য একটি নালি আছে, তাহাও গাঁথনির ভিতর দেখা যায়।

এই মুর্ত্তিটিকে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ভূমিস্পর্শমুদ্রায় বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন[২২]। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। মূর্ত্তিটির হাত আদৌ দেখা যায় না। মনোমোহন গাঙ্গুলী

মহাশয় পুরোহিতদের কথিত 'ধর্ম্মরাজ' নাম ধরিয়াই বোধ হয় ইহাকে বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়াছেন[২৩]। ভগবান বুদ্ধ ধর্ম্মঠাকুর নামে পূজা লইয়াছেন বলিয়াই ধর্ম্মনামধারী সব ঠাকুরকেই বোধ হয় বৌদ্ধ বলা উচিত হইবে না। পুরীতে যে কালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবান্বিত ছিল, সে কালের তৈয়ারি কোনও মূর্ত্তি আছে বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। তাহার উপর যাজপুর ও কটকের অলতিপাহাড়ের নিকটে বৌদ্ধযুগের যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের গঠন এই মূর্ত্তির গঠন হইতে অনেক বিভিন্ন[২৪]। যদি পুরীর মূর্ত্তির শৈলী দেখিয়া ইহার তারিখ নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তবে ইহাকে কণারকের যুগে আনিতে হইবে।

পূজারীদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা এই মূর্ত্তিকে ধর্ম্মরাজ ও ইন্দ্র বলে। তাহারা বলে মুসলমানদের অত্যাচারে হাত নাক প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার জন্যই এই মূর্ত্তির পূজা বন্ধ হইয়াছে। মুসলমানেরা যদি সত্যই কোনদিন পুরীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া এই কার্য্য করিয়া থাকে তাহা হইলেও তাহারা আর সমস্ত মূর্ত্তি বাদ দিয়া ইন্দ্রদেবের উপরেই কেন ঝুঁকিয়া পড়িল তাহা বুঝা যায় না। হিন্দুতেও নিশ্চয়ই এ মূর্ত্তি ভাঙ্গে নাই। পূজারীরা আরও বলে যে সম্মুখের সূর্য্য মূর্ত্তিটি কণারক হইতে আনীত। ইহা মাদলা পাঁজির মৈত্রাদিত্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই জন্য এই মূর্ত্তিটিকে কণারকের 'মৈত্রাদিত্যের' মূর্ত্তি বলিয়া সন্দেহ হয়। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে যত গুলি তথ্য আছে তাহা দেখা যাক।

(১) মূর্ত্তিটির পিছন হইতে চওড়াই ও উচাই মাপা হইয়াছে। অঙ্কগুলি বর্ণনার মধ্যে আছে। সেগুলি কণারকের রত্নবেদীর উপরে লুপ্ত মূর্ত্তির যে দাগ আছে তাহার সহিত ঠিক মিলে না। শুধু এই মাপের উপর নির্ভর করিয়া ইহাকে কণারকের মূর্ত্তি বলিয়া সাব্যস্ত করা যায় না।

(২) ইহার তলায় যে বেদীর অল্প অংশ বাহির হইয়া আছে তাহা পূর্ব্ব হইতেই এই মূর্ত্তির সঙ্গে ছিল বলিয়া মনে হয়। এই বেদীর মাপ পাওয়া সম্ভব নয়, তবুও ইহার আয়ত আকারের যতটুকু দেখা যায় তাহা দেখিলে ইহাকে কণারকের রত্নসিংহাসনের উপর বসান দুরূহ হইয়া উঠে।

(৩) কণারকের সমস্ত সূর্য্যমূর্ত্তিতেই দেবতার আয়ুধ, দুইটি সনাল পদ্ম, তাঁহার কাঁধের উপরে মাথার দুইপাশে দেওয়ালে বা তোরণের গায়ে ঠেকিয়া আছে। কিন্তু পুরীর এই মূর্ত্তির মধ্যে পদ্মের অবস্থিতির জায়গা পরিষ্কার দেখা যাইলেও সেরূপ চিহ্নের কোনও লক্ষণ নাই। অতএব ইহা কণারকের সূর্য্যমূর্ত্তি হওয়ার সম্বন্ধে আরও একটি গুরুতর বিঘ্ন রহিয়াছে। এই বিষয়ে নিষ্পত্তির এক উপায় আছে। যদি সামনের গাঁথা তোরণটি ভাঙ্গিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে পায়ের কাছে অরুণ ও সপ্তাশ্ব ছিল কিনা দেখা যাইবে। যদি তাহারা থাকে, আমাদের বলিতে হয় যে ইহাই কণারকের প্রধান বিগ্রহ ছিল এবং মুসলমানের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার পর ইহার সম্মুখে অপর একটি সূর্য্যমূর্ত্তি রাখিয়া পূজার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং কালক্রমে সম্মুখের মূর্ত্তি কণারকের মূর্ত্তি বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। আর যদি সেই অরুণ ও সপ্তাশ্ব না থাকে, তবে ইহা অপর কোনও দেবতার মূর্ত্তি হইবে। তখন ইহার স্বতন্ত্র ইতিহাস খোঁজার দরকার এবং কণারকের সহিত ইহার সম্বন্ধ থাকার সম্ভাবনাও অল্প।

দ্রষ্টব্য

১। Bhandarkar, R. G.: "Vaishnavism, Saivaism and Minor Religions": Strassburg, 1913, p. 151-7.

২। 'শাম্ব' ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

৩। মূলতানই যে মূল শাম্বপুর তাহার প্রমাণ—
"Alberuni's India" trans. by Sachau. London, 1914, vol. i, p. 16, and vol. ii, p. 184.

৪। Chanda, R.P.: "Indo-Aryan Races". Rajshahi, p. 160. Bhandarkar: ibid.

৫। গ্রহবিপ্রেরা নিজেদের শাকদ্বীপী বলেন (যত্র বিপ্রা মগাখ্যাঃ) —প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩০, পৃঃ ৩৩০। আবার গ্রহবিপ্রেরা 'মুচি' এমন প্রমাণও নাকি আছে। —Bhattacharya, J. N.: "Hindu Castes and Sects," 1896, p. 173.

৬। গুরুদাস সরকার: মন্দিরের কথা: পৃঃ ৬৩।

৭। Mitra, Rajendralal: "Antiquities of Orissa," vol. II. p. 156.

৮। Vasu N. N.: "Arch. Survey Mayurbhanj" p. xvii.

৯। Mukerjee, Radhakumud: "Fundamental Unity of India."

১০। "Hindu and Mahomedan Feasts". Government of Bengal, 1914, p. 57.

১১। গুরুদাস সরকার: মন্দিরের কথা, পৃঃ ৬১।

১২। কৃপাসিন্ধু মিশ্র: কোণার্ক (ওড়িয়া ভাষায়), বামড়া, ১৯১৯, পৃঃ ৪৫।

১৩। ঐ পৃঃ ১৯৮—৯৯

১৪। Sen, Dinesh Chandra: "History of Bengali Language and Literature," Calcutta, 1911, p. 439.

১৫। Chakravarti, Manomohan : J. A. S. B. vol. iv. 1908, p. 302, p. 322-23.

১৬। উড়িষ্যার রাজকীয় কাগজপত্রে যে তারিখ লেখা হয়, তাহার গণনায় বৈচিত্র্য আছে। প্রতি রাজার অভিষেকের বৎসর হইতে নূতন করিয়া গণনা শুরু হয়। এই বৎসর ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী হইতে আরম্ভ হয়। তাহার উপর, গণনার সময়ে কতকগুলি অঙ্ক ছাড়িয়া গণিতে হয়। নীচে যে তালিকা দেওয়া হইল তাহা পড়িলে অঙ্ক গণনার রীতি বুঝা যাইবে। যে অঙ্কগুলির চারিদিকে দাগ আছে তাহাদের বাদ দেওয়া হয়। (১), ২, ৩, ৪, ৫, (৬), ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, (১৬), ১৭ ১৮, ১৯, (২০) ২১ ২২, ২৩, ২৪, ২৫, (২৬) ২৭, ২৮, ২৯, (৩০), ৩১ ইত্যাদি। অতএব ৯ম অঙ্ক বলিতে ৭ম বর্ষ বুঝিতে হইবে, তেমনি ২৮ অঙ্কে ২৩ বর্ষ, ৩১ অঙ্কে ২৫ বর্ষ ইত্যাদি।

১৭। বাখর খাঁ সম্বন্ধে, Sarkar, Jadunath : "Studies in Mughal India," 1909, p. 203.

১৮। Ganguli Mano Mohan : "Orissa and Her Remains," p. 30.

১৯। Mitra : op. cit., vol. ii, p. 150.

২০। 'মিত্রাদিত্য' সূর্য্যমূর্ত্তির অপর এক নাম। রাজা নরসিংহদেবের কণারক-মাপের মধ্যে 'মৈত্রাদিত্য' নামটি আছে বলিয়া ইহা এখানে ব্যবহৃত হইল।

২১। ইহা চওড়ায় মাত্র ১´ ৫´´ ও উচ্চতায় ২´ ২´´।

২২। Vasu : op. cit., p. cczlii-iv.

২৩। Ganguli : op. cit., p. 428-29.

২৪। Mitra : op. cit., vol. ii. p. 160-2 and plate liv.

কণারকের মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই জন্য তাহার বর্ণনা পড়িতে পড়িতে পাঠকের মনে একটি সম্পূর্ণ মন্দিরের চিত্র ফুটিয়া উঠিবে না। অতএব কণারকের বিবরণের পূর্ব্বে একটি সম্পূর্ণ উড়িষ্যার মন্দিরের মোটামুটি বর্ণনা দেওয়া দরকার। এই প্রসঙ্গে উড়িষ্যার শিল্পীরা কোন কোন ধারণার যোজনা করিয়াছেন, তাহা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব। ভবিষ্যতে বর্ণনা আরও সরল করিবার জন্য এই অধ্যায়ের শেষে কতকগুলি পারিভাষিক বিভাগের বর্ণনা দেওয়া হইল। ক্ষুদ্রতর বিভাগের বর্ণনা যথাস্থানে করা যাইবে।

রেখদেউল পুরুষমন্দির, ভদ্র স্ত্রী। একটিতে দেবতার আসন, অপরটিতে দর্শনাকাঙ্ক্ষীদের দাঁড়াইবার স্থান। রেখদেউলের বাকি তিন পাশে ছোট পার্শ্বদেউল থাকে। এগুলি ভদ্রদেউলের মত ছাত যুক্ত হয়। (চিত্র এক সংখ্যক)

সাধারণতঃ একটি রেখদেউল ও তাহার ঠিক সম্মুখে একটি ভদ্রদেউল থাকে। রেখদেউলের যে গর্ভ গৃহ তাহাকে 'গম্ভীরা' বলে। বিগ্রহের সিংহাসন এই গম্ভীরায় থাকে। ভদ্রদেউলের গর্ভ গম্ভীরা হইতে বড় এবং যাত্রীরা এখানে দাঁড়াইয়া বিগ্রহকে দর্শন করেন। এই ভদ্রদেউলকে 'জগমোহন' 'মুখশালা' প্রভৃতি নামও দেওয়া হয়।

বিভিন্ন মন্দিরের নাম ও ব্যবহার—যদি যাত্রীদের একটি ভদ্র-দেউলে অকুলান হয় তাহা হইলে সুবিধামত সামনে আরও ভদ্র-দেউল রচনা করা যাইতে পারে, তখন সেই ভদ্রদেউলকে নাটমন্দির বলে। নাটমন্দিরে লোকজন বসিয়া স্তবপাট, সংকীর্ত্তন প্রভৃতি করিয়া থাকেন। তাহারও সামনে সময়ে সময়ে দেবতার ভোগ

রাখার জন্য একটি ভদ্রদেউল তৈয়ারি করা হয়, তাহাকে ভোগ-মণ্ডপ বলে। ভদ্রদেউল একটির বেশি করা হয়, কিন্তু রেখদেউল হয় না।

বিভিন্ন রথ যুক্ত দেউল—যে কোন দেউলে একদিকের সমান দেওয়ালের কিছু অংশ যদি আগাইয়া আনা যায় তবে সে দিকটি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। মাঝের বিভাগ হইতে যদি আরও অল্প অংশ আবার বাড়ান হয় তবে সর্ব্বসমেত প্রতিদিকে পাঁচটি ভাগ হয়। রেখ ও ভদ্রদেউলের এইরকম প্রতি ভাগকে 'রথ' বলে। রথের সংখ্যা অনুসারে একরথ, ত্রিরথ, পঞ্চরথ, সপ্তরথ, নবরথ দেউল হয়। পারিভাষিক অভিধানে বিভিন্ন রথের নাম দেওয়া হইয়াছে।

(চিত্র দুই সংখ্যক)

পিষ্ঠ—রেখদেউল এবং ভদ্রদেউল উভয়ে একটি বেদীর উপরে থাকে। ইহাকে পৃষ্ঠ, পিষ্ঠ, পিঠ বলে। নানা আকারের পিষ্ঠ আছে এবং শিল্পশাস্ত্রে তাহাদের এই সকল নাম পাওয়া যায়ঃ পদ্ম, খুর, সিংহ, বেদী, ভদ্র, সুস্থির, পরিজংঘ ও কুম্ভ। কণারকে প্রথম তিনটি দেখা যায়। সময়ে সময়ে একটি পিষ্ঠ ছাড়া মন্দিরের নীচে আরও একটি বড় পিষ্ঠ দেওয়া হয়। ইহার গায়ে 'বাড়ে'র সকল বিভাগগুলি খোদা থাকে। কণারকে এইরূপ পিষ্ঠও দুইটি আছে।

বাড়—রেখদেউল ও ভদ্রদেউলের যে অংশ খাড়া উঠিয়াছে, তাহাকে বাড় বলে। বাড় অংশে নীচে হইতে যথাক্রমে নিম্নলিখিত পাঁচটি কাম থাকেঃ পাভাগ (পাদভাগ, পাঅভাগ)। তলজাংঘ বা শুধু জাংঘ (জাঙ্ঘ), বান্ধনা (বন্ধনী শব্দের অপভ্রংশ), উপর জাংঘ ও বরণ্ডি (বরণি)।

রেখগণ্ডী—বাড়ের উপরে রেখগণ্ডী। প্রায় সকল দেউলেই কণিক বিভাগকে কতকগুলি ভূমিতে বিভক্ত করা হয়। অনুরথে

সাধারণতঃ কতকগুলি রেখদেউলের প্রতিকৃতি বসান থাকে। এগুলিকে শিখর বলে। শিখর অন্যত্রও বসান যায়।

একরথ, ত্রিরথ প্রভৃতি সকল মন্দিরে রাহার মাঝামাঝি উপরে একটি গজসিংহের মূর্ত্তি থাকে। মন্দিরের যেদিকে সম্মুখ, গম্ভীরায় প্রবেশের জন্য শুধু সেইদিকে একটি দরজা থাকে, আর তিনদিকে থাকেনা। রেখগণ্ডীর উপরে বেকী, আঁলা (অলা, অএলা, অঙলা), তাহার উপর খপুরি (কপুরি) এবং সর্ব্বশেষে কলস। এই কলসের উপরে বিষ্ণুর মন্দিরে চক্র, শিবের মন্দিরে ত্রিশূল, ও সূর্য্যের মন্দিরে পদ্ম থাকে। (চিত্র তিন সংখ্যক)

ভদ্রগণ্ডী—ভদ্রদেউলের বাড়ে বিভাগ ঠিক রেখদেউলের মত হয়, কেবল ইহার চাল বিভিন্ন। কতকগুলি পিঢ়ার সমাবেশে ইহার ছাত তৈয়ারি হয়। এক পুঞ্জ পিঢ়ায় এক পোটল (সং, পটল = অধ্যায়) হয়। কোন কোন ভদ্রদেউলে একটি মাত্র পোটল থাকে, কোনটিতে দুইটি, কোনটিতে বা তিনটি। দুই পোটলের মধ্যে অথবা বিভিন্ন পিঢ়ার মধ্যে যে খাড়া ব্যবধান থাকে, তাহাকে কান্তি বলে। যতদূর পোটল থাকে ততদূর লইয়া ভদ্র-গণ্ডী।

ঘণ্টা—ভদ্র-গণ্ডীর উপরে বেকি। তাহার উপরে সঢ়ই, স্রাহি, আঁলা-বেকি, আঁলা, খপুরি, কলস এবং চক্র বা ত্রিশূল বা পদ্ম থাকে। ত্রিরথ, পঞ্চরথ, সপ্তরথ বা নবরথ ভদ্রদেউলে রাহা অংশ যতটা বাহির হইয়া আসে, তাহার উপরে একটি ক্ষুদ্র ঘণ্টা বসান হয়। সময়ে সময়ে ইহার পরিবর্ত্তে সিংহমূর্ত্তি থাকে। যে ভদ্রদেউলে মাত্র এক পোটল তাহাতে চারিদিকে চার ছোট ঘণ্টা ও মধ্যের বড় ঘণ্টা লইয়া সবশুদ্ধ পাঁচ ঘণ্টা হয়। এরূপ ভদ্রদেউলকে পঞ্চঘণ্টা ভদ্র বলে। এইরূপে দুই পোটল থাকিলে নবঘণ্টা, এবং তিন পোটল থাকিলে ত্রয়োদশঘণ্টা হয়। (চিত্র চার সংখ্যক)

মন্দিরের পরিকল্পনা—প্রথমতঃ একরথ, ত্রিরথ প্রভৃতি নাম হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে মন্দিরের পরিকল্পনায় রথের স্মৃতি আছে। তাহার পর, কণিক বিভাগে 'ভূমি' নামক ক্ষুদ্র বিভাগের ক্রমোচ্চ স্তরের ধারণা আছে। রেখদেউলে যে সকল 'শিখর' থাকে, সেই নামের পিছনে মন্দিরকে পাহাড় বলিয়া মনে করার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সকলের চাইতে স্পষ্ট ধারণা হইল মানবদেহের ধারণা। প্রথমে বলা হইয়াছে যে রেখদেউলকে পুরুষ ও ভদ্রদেউলকে স্ত্রী বলিয়া মনে করা হয়। তাহার উপরে সর্ব্বনিম্ন ভাগের নাম পাভাগ। তাহার পর জাংঘে আমাদের শরীরের জঙ্ঘা স্মরণ করাইয়া দেয়। গণ্ডী শব্দের অর্থ দেহের মধ্যভাগ; অতএব মন্দিরদেহের মধ্যভাগকে ঠিকই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বেকী শব্দে গলা বুঝায়, কান্টি মানেও তাই। আঁলা শব্দ কাহার অপভ্রংশ জানি না। কেহ কেহ বলেন আমলক, কেহ বলেন অমলাস্য ইহার মূল রূপ। যাহাই হউক, উপরে খপুরি অংশে মাথার খুলি নির্দ্দেশ করে। সর্ব্বশেষে কলস। এই সকল পারিভাষিক শব্দের পরীক্ষা করিলে বুঝা যায় যে মন্দিরের পরিকল্পনায় মানবদেহের ধরণাই প্রধান, তাহার সহিত স্তিমিতভাবে পর্ব্বত ও রথের ধারণাও বর্ত্তমান।

কতকগুলি ক্ষুদ্র বিভাগের নাম—দুইটি কথা এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে। বান্ধনা ও বরণ্ডির সর্ব্বনিম্ন বিভাগকে সর্ব্বদা বরণি বলা হয়, তাহা আকারে যেরূপই হউক না কেন। তেমনি পাভাগ, বান্ধনা ও বরণ্ডির সর্ব্বোচ্চ বিভাগকে বসন্ত বলে।

বাড়ের স্থানবিশেষে কতকগুলি ছোট মন্দিরের প্রতিকৃতি খোদিত থাকে। এরূপ মন্দিরের কোন সাধারণ নাম পাই নাই। তবে ইহাদের মুণ্ডেই বলা যাইতে পারে। মুণ্ডেই তিন রকম: পিঢ়ামুণ্ডেই খাখরামুণ্ডেই ও বজ্রমুণ্ডেই।

ইহা ছাড়া কখনও কখনও আর একরকম মিশ্র মুণ্ডেই দেখা যায়। (চিত্র পঞ্চম সংখ্যক)

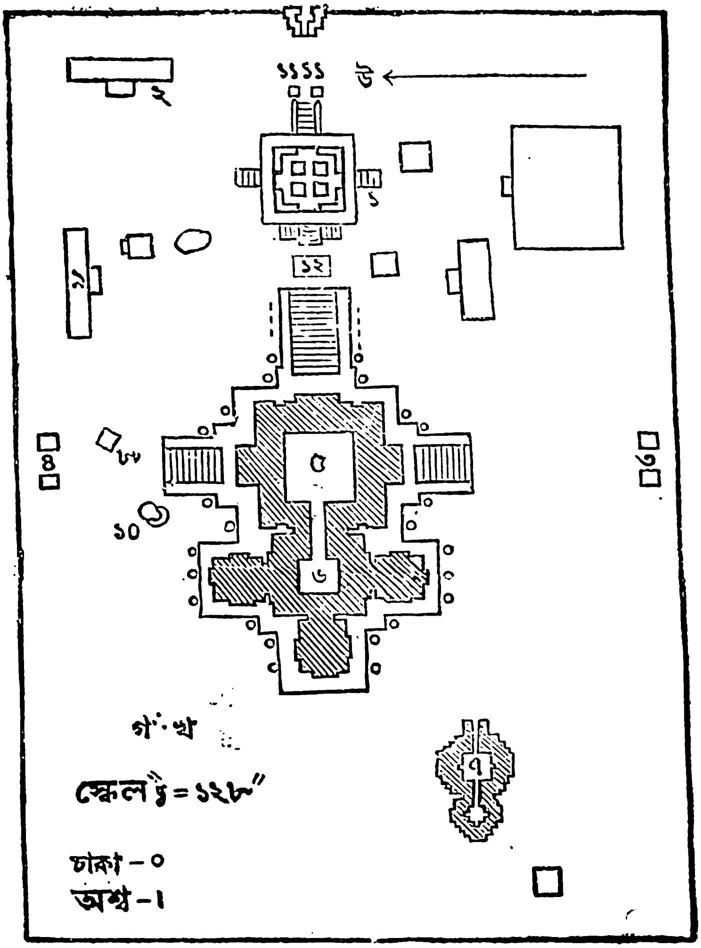

—মনোমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

১। নাটমন্দির; ২। স্থানীয় যাদুঘর; ৩। অশ্বদ্বার; ৪। হস্তীদ্বার; ৫। জগমোহন; ৬। বড়দেউল; ৭। মায়াদেবীর মন্দির; ৮। পাতকুম্মা; ৯। দেবালয়ের (?) ভগ্নাবশেষ; ১০। বৃহৎ গজসিংহের ধ্বংশাবশেষ; ১১। বৃহৎ গজসিংহ; ১২। অরুনস্তম্ভের আসন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আবুলফজ্‌ল্‌ কণারকের বর্ণনায় প্রধান মন্দির ছাড়া আরও ২৮টি ছোট মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন। এখন এই সবগুলির মধ্যে প্রধান রেখদেউল ভাঙ্গা পাথরের স্তূপে পরিণত হইয়াছে। জগমোহন মোটের উপর আস্ত আছে। নাটমন্দিরের ছাত পড়িয়া গেলেও দেওয়াল ভালই আছে। মায়াদেবীর মন্দির বলিয়া একটি মন্দিরের ছাত ও বাড়ের কিছু অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এগুলি ছাড়া আর বাকি যতগুলি ছিল তাহারা প্রায় সব ভূমিসাৎ হইয়াছে। কয়েক জায়গায় ভিত্তি বা ভাঙ্গা থাম দেখিয়া সেখানে এককালে মন্দিরের মতন কিছু ছিল বুঝা যায়।

বড়দেউল ও জগমোহনের পিষ্ট—এই পিষ্টটি শিল্পশাস্ত্রে বর্ণিত আট প্রকার পিষ্টের মধ্যে পড়ে না। ইহার দেহে বাড়ের সকল বিভাগগুলি তোলা হইয়াছে। একেবারে নীচে 'উপান'। তাহার গায়ে হাতী ও অন্যান্য জীবজন্তুর চিত্র আছে।

পাভাগ—তাহার উপরে খুরার মুহান্টিতে লতাপাতার নকশা। খুরার দেহে পদ্মফুলের পাপড়ির আকারে নকশা কাটা। কুম্ভে কোন প্রকার চিত্র নাই। তাহার উপরে যথাক্রমে পটা, কণি, বসন্ত। পটায় লতাপাতার মধ্যে জীবজন্তুর চিত্র এবং বসন্তে শুধু লতাপাতার কাজ। (চিত্র ৬ সংখ্যক)

তলজাংঘ—পাভাগ শেষ হইলে তলজাংঘ। তলজাংঘে স্থানে স্থানে সরু অথবা মোটা পঞ্চরথ খাখরামুণ্ডেই বসানো থাকায় জাংঘ কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। খাখরামুণ্ডেইএর মধ্যে বন্ধকাম বা অন্য কোন চিত্র থাকে। দুই খাখরামুণ্ডেইএর ব্যবধানে ১।২।৩ মূর্ত্তিঘর। এগুলিতে বন্ধকাম, কন্যা, বিরাল ও নাগমূর্ত্তি থাকে।

বান্ধনা—বান্ধনায় তিনকাম ঃ বরণি, নোলি ও বসন্ত। নোলির উপরে গুটিতোলা, আর দুই কামের উপর শুধু লতাপাতা বা তাহার মধ্যে জীবজন্তুর চিত্র আছে। তলজাংঘের খাখরামুণ্ডেই এর উপরে বান্ধনায় ছোট ছোট খাড়া মূর্ত্তিঘর আছে। ইহাতে কন্যা-মূর্ত্তি বা লতাপাতার নকশা তোলা আছে। এগুলি বান্ধনাকে কতকগুলি ক্ষুদ্রতর বিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একঘেয়ে ভাব নষ্ট করিয়াছে।

উপরজাংঘ—তলজাংঘের মোটা খাখরামুণ্ডেইগুলির ঠিক উপরে উপরজাংঘে একটি করিয়া পদ্মশীর্ষ থাম। এই থামের মাথায় প্রস্ফুটিত পদ্মের প্রতিকৃতি আছে বলিয়া এই নাম দেওয়া গেল, শিল্পশাস্ত্রে ইহার কোনও নাম এখনও পাই নাই। তলজাংঘের সরু খাখরা-মুণ্ডেইএর উপরে এখানে কোন থাম নাই, তাহার পরিবর্ত্তে মূর্ত্তিঘর আছে। থামের বিভিন্ন রথে লতাপাতার নকশা আঁকা আছে। দুই পদ্মশীর্ষ থামের মধ্যে ১।২।৩।৪ সংখ্যক মূর্ত্তিঘর বর্ত্তমান। এই সকল মূর্ত্তির মধ্যে বন্ধকাম, শিকারের দৃশ্য প্রভৃতি খোদাই করা আছে।

বরণ্ডি—বরণ্ডি উপরজাংঘের উপরে অনেক দূর পর্য্যন্ত সামনের দিকে মেলিয়া আছে। এই মেলান বান্ধনার মেলান হইতে বেশি। বরণিতে মানুষের চিত্র বেশি। বরণ্ডির উপর চৌকোণ জালকাটা একটি বিভাগ ছিল, তাহার সামান্য এখনও অবশিষ্ট আছে। ইহার মাঝে মাঝে রক্ষভক্ষ মূর্ত্তি আছে।

চাকা—কণারকের মন্দির সূর্য্যদেবের রথের আকারে পরিকল্পিত বলিয়া এই বাড়-বিভাগযুক্ত বিচিত্র পিষ্ঠের উপরে বার জোড়া চাকা আছে। প্রত্যেক চাকা উচ্চে ৯′ ও ৯′ ৬″ এর মধ্যে। ইহাদের আঠটি বড় অর ও আঠটি সরু অর আছে। বড়গুলি কেন্দ্র হইতে ক্রমশঃ চওড়া হইয়া আবার নেমির দিকে সরু হইয়া গিয়াছে।

অরের সর্ব্বাপেক্ষা চওড়া জায়গায় ও অক্ষাগ্রে গোলাকার মূর্ত্তিঘর আছে। কোনো কোনো চাকার অক্ষের চারিদিকে আঠটি পদ্মফুলের পাপড়ির প্রতিকৃতি আছে, এবং তাহাদের প্রত্যেকটির উপরে নর্ত্তকীর মূর্ত্তি খোদা হইয়াছে। নেমিতে লতাপাতা বা লতাপাতার ফাঁসে নানাবিধ মূর্ত্তি।

ঘোড়া—পিষ্টের দেহে পূর্বদিকে সিঁড়ির দক্ষিণ পাশে চারটি ও উত্তর পাশে তিনটি করিয়া ঘোড়া ছিল। তাহাদের আরোহী বা সারথি নাই। সবগুলি অল্প বিস্তর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে একটি ঘোড়ার মাথা এখন কলিকাতায় যাদুঘরে রাখা হইয়াছে।

উপরের পদ্মপিষ্ট—নীচের বিচিত্র পিষ্ট শেষ হইলে উপরে কিছুদূর ধরিয়া খোলা বারান্দা। তাহার পর বড়দেউল ও জগমোহনের তলায় পদ্মপিষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। এই পদ্মপিষ্টে দুই কাম—খুরা ও কণি। পদ্মপিষ্টের লক্ষণ হইল যে তাহার বিভিন্ন কামের প্রান্ত যোগ করিলে সেই রেখা মাটির উপর তির্যক্‌ভাবে পড়ে। খুরপিষ্টে এই রেখা মাটির উপরে খাড়া নামিয়া আসে।

এই পদ্মপিষ্টে খুরার মুহান্টিতে লতাপাতার নকশা ও খুরায় পদ্মদলের প্রতিকৃতি। কণিতেও পদ্মদলের প্রতিকৃতি। তাহার উপর কান্টির মত একটি অংশ খাড়া আছে, তাহাতেও সেই পদ্মের দল খোদাই করা হইয়াছে। (চিত্র ৮ সংখ্যক)

বড়দেউল—বড় দেউল প্রায় সব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উপরে বাড়ের কিছুদূর হইতে ত নাইই, তাহার উপর যাহা অল্প খাড়া ছিল, তাহাও বাকি পাথরের বৃষ্টিতে এত জখম হইয়াছে যে তাহার উপরে সমস্ত কারুকার্য্য খসিয়া পড়িয়া ভিতরের পাথর অনেক ক্ষেত্রে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

পাভাগ—পাভাগ কোথাও কোথাও একটু অবশিষ্ট আছে। তাহাতে দেখা যায় যে খুরার মুহান্টি প্রচুর লতাপাতায় আচ্ছন্ন ছিল।

খুরার উপরে পদ্মের দল, তাহার পর দ্বিতীয় খুরা। তাহার পর মুচুলি। মুচুলি শব্দে ঠেসান দিবার বা চাপিয়া বসিবার জন্য গোলাকার চেপটা তাকিয়া বুঝায়, স্থপতীয় মুচুলিটি যেন উপরের কুম্ভের নীচে তাকিয়ার মত রহিয়াছে। কুম্ভে নকশা নাই, তাহাব পরিবর্ত্তে মোটা চূণ বালির পলস্তরা দেওয়া আছে। তাহার পর যথাক্রমে পটা, কণি, বসন্ত ছিল।

তলজাংঘ—পাভাগের উপরে তলজাংঘও প্রায় সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে বিভিন্ন রথের সন্ধিস্থলে যে বিরালঘর ছিল সেগুলি প্রায়ই টিকিয়া আছে।

উপরজাংঘের সামান্য অবশিষ্ট আছে। এখানে বিভিন্ন রথের সন্ধিস্থলে কন্যাঘর ছিল। চারদিকে সবশুদ্ধ কন্যাঘরে আটটি কন্যা থাকার কথা, তাহার মধ্যে মাত্র একটি আছে।

বড়দেউলের বাকি সমস্ত একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

গম্ভীরা—গম্ভীরার দেওয়ালে কোনো সূক্ষ্ম কারুকার্য্য নাই। স্থানে স্থানে পুরাতন চুনের পলস্তরা দেখা যায়। ঘরের মেঝে ঢালু, জল একটি নালা দিয়া উত্তর দিকে বাহির হইয়া যাইবার ব্যবস্থা আছে। জগমোহন হইতে যে দরজা দিয়া গম্ভীরায় আসা যাইত, তাহা মেরামতের সময়ে বন্ধ করা হইয়াছে।

কিন্তু দরজার মাথায় একরকম সিঁড়ি দেখা যায়। এই সিঁড়ি দিয়া উঠিতে বা নামিতে কোনো কষ্ট হয় না। ইহা দিয়া নিশ্চয়ই উপরে কোন ঘরে যাওয়া যাইত।

পুরীতেও বড়দেউলের মধ্যে দোতলা ও তেতলায় 'রত্নমোদ' ও 'গর্ভমোদ' নামে দুইটি ঘর আছে। কিন্তু তাহাতে উঠিতে হইলে বড়দেউলের ভিতরের দেওয়ালে খাঁজ কাটিয়া ঘোরান সিঁড়ি করা আছে, তাহা দিয়া যাইতে হয়। শিল্পীদের মধ্যে প্রবাদ, এই সকল ঘরে রত্ন প্রভৃতি থাকে। কিন্তু পুরীতে এখন একটি ঘরে তিনটি কাঠের

INDIAN INSTITUTE OF ADVANCED
Acc. No. 9498
5 · 5 · 66

গুঁড়ি পড়িয়া আছে, অপরটিতে কোনো পাখীর বাসা থাকায় প্রদীপ লইয়া গেলে ডানার ঝাপ্টায় তাহা নিভিয়া যায়, সেই জন্য সেখানে কি আছে তাহা জানা যায় নাই।[১]

সিংহাসন—কণারকের গম্ভীরায় বিগ্রহের সিংহাসন এখনও বর্ত্তমান। সিংহাসন একটি উপানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই উপানে 'গজগামিনী'র চিত্র অঙ্কিত আছে। শিল্পশাস্ত্র অনুসারে সিংহাসনে সিংহপিষ্ট করিতে হয়। সেই সিংহপিষ্টের নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায়। তাহার বসন্ত ৫ ভাগ, জাংঘ ৬ ভাগ, খুরা ৫ ভাগ। তাহার প্রতি কোণে 'কোণসিংহ' থাকিবে। কণারকের এই পঞ্চরথ সিংহাসনে উল্লিখিত বসন্তের স্থলে বরণি, কণি, বসন্ত এই তিন কাম এবং খুরার পরিবর্ত্তে খুরা, নোলি, বসন্ত তিনকাম আছে। (নবম সংখ্যক চিত্র)

এই সিংহাসনের উপরে দ্বিতীয় সিংহাসন। তাহাতে কারুকার্য্য কিছু নাই। কিন্তু তাহাও পঞ্চরথ।

সিংহপিষ্ট যুক্ত সিংহাসনের একস্থানে দেখা যায় দুইটি পাথর সরাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে কারুকার্য্যবিহীন দুই খানি পাথর বসানো হইয়াছে। সিংহাসনের সম্পর্কে আর দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম, ইহার উপরে স্থানে স্থানে বহুদিন ধরিয়া কলসী বসাইলে যেমন দাগ হয়, তেমনই কতকগুলি দাগ আছে। তাহা কিছু কিছু মুছিয়া গিয়াছে। পুরীতে ভূষণ্ডীকাকের প্রতিমূর্ত্তি ও জগন্নাথদেবের রত্নবেদী পরীক্ষা করিলে জানা যায় যে বহুলোকের স্পর্শে এইরূপে নকশা মুছিয়া যায়। তাহা ছাড়া ইহার আর দ্বিতীয় কারণ হইতে পারে না। যাঁহারা বলেন মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপনা বা পূজা হয় নাই, তাঁহাদের বিরুদ্ধে যাত্রীর হাতের স্পর্শে এই নকশা উঠিয়া যাওয়া ও কলসীর দাগকে অকাট্য যুক্তি বলিয়া মনে হয়।

পার্শ্বদেউল—বড়দেউলের সহিত তাহার পার্শ্বদেউলগুলিও

ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এগুলির চাল কিরূপ ছিল, পিঢ়া না রেখ, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না।

পার্শ্বমন্দিরে তিন বিগ্রহই বর্ত্তমান। তাঁহাদের আসনের নীচের তলায় একটি করিয়া অন্ধকার ঘর আছে। এই ঘরের সম্মুখে আবার ছোট ছোট জগমোহন ছিল বলিয়া মনে হয়। এ হিসাবে কণারকের পার্শ্বদেউল উড়িষ্যার অন্যান্য পার্শ্বদেউল হইতে আরও জটিল দেখা যায়। এই সকল ক্ষুদ্র জগমোহনের বাড়ে নানা চিত্র আছে, তাহার মধ্যে বন্ধকাম বিরল নহে।

বড়দেউল ও জগমোহন যেখানে যুক্ত হইয়াছে, সেখানে উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত একটি বিভাগ লতাপাতায় মণ্ডিত। তাহার উপরে বড়দেউলের তলজাংঘের সমস্তরে একটি ছিড়া উড়া গজসিংহ ও উপর জংঘের সমস্তরে একটি বন্ধকাম আছে।

জগমোহন—কণারকের জগমোহন পঞ্চরথ ও ত্রয়োদশ-ঘণ্টা বিশিষ্ট। ইহা এখন ১২৯′৮″ পর্য্যন্ত উচ্চ আছে (গাঙ্গুলী)। ইহার উপরে একটি কলস ও তাহার ঘড়ি, পদ্ম প্রভৃতি যখন ছিল, তখন ইহা প্রায় ১৪০′ উচ্চ ছিল। মন্দির ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল বলিয়া ইহার মধ্যে পাথর বালি প্রভৃতি ভরিয়া চারিদিকে দরজা গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাড়—বাড়েতে রাহা বিভাগে চারিদিকেই দরজা ছিল, তাহার মধ্যে পূর্ব্বদিকে দরজার লক্ষ্মীপাট কপালী বা ঝনকাঠ সম্পূর্ণভাবে ও উত্তর দিকে দরজায় অসম্পূর্ণভাবে টিঁকিয়া আছে। তাহার উপরে নবগ্রহপাট থাকিত। তাহার উপরে একটি পাট কিছুদূর সামনে মেলিয়া থাকিত এবং ইহাতে গজগামিনীর চিত্র ছিল। দরজার উপরে রাহার অবশিষ্ট অংশে লতাপাতা অথবা নানাবিধ নকশা আঁকা থাম দেখা যায়। কেবল দুই প্রান্তে দুইটি দোপিছা ছিড়া-উড়া-গজসিংহ ছিল।

বাড় হইতে রাহা কিছুদূর মেলিয়া আছে। এই মেলানের গায়ে তলজাংঘের সমস্তরে ছিড়া-উড়া-গজসিংহ ও উপরজাংঘের সমস্তরে বন্ধকাম থাকিত। পাভাগের সমস্তরে এই মেলানে একটি খাখরা-পিঢ়া-মুণ্ডেই দেখা যায়।

অনুরথ ও কণিক—কণিক অনুরথের ক্ষুদ্রতর বিভাগের ফর্দ্দ দেওয়া হইল। পাভাগে খুরা (+ দ্বিতীয় খুরা + মুচুলি), কুম্ভ, পটা, কণি ও বসন্ত। খুরার মুহান্টিতে লতাকাম, খুরায় পদ্মের দল, কুম্ভে নকশা নাই। পটায় লতার ফাঁসে জীবজন্তু, কণিতে নকশা নাই, বসন্তে শুধু লতাকাম। সমস্ত বিভাগগুলিতে স্থানে স্থানে টাঙ্কু বসান আছে ও তাহার মধ্যে পদ্মফুল, বজ্র প্রভৃতি নকশা আছে। প্রতি রথের পাভাগের মধ্যস্থলে খাখরা-পিঢ়া-মুণ্ডেই, তাহার দুই পাশে দুটি থামে নাগনাগিনী বন্ধ অবস্থায় আছে। এই থামের শীর্ষে বজ্র ও নীচে গজসিংহ মূর্ত্তি। তাহার বাহিরে পঞ্চরথ ও লতাকামে মণ্ডিত খাখরা-শীর্ষ থাম। খাখরা চালের উপরে কুম্ভ।

তলজাংঘে মধ্যদেশে খাখরামুণ্ডেই, তাহার দুই পাশে বজ্রশীর্ষ থামে দুইটি করিয়া বন্ধকাম ঘর। তাহার পর পদ্মশীর্ষ থাম। পদ্ম-শীর্ষের ঠিক উপরে রক্ষভক্ষ মূর্ত্তি। তাহার পরে আর অবশিষ্ট চারিটি পাটে শুধু লতাকাম।

বান্ধনা ও পাভাগ জাংঘের অনুরূপ নয়টি খাড়া ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাতে পঞ্চকাম ঃ বরণি, নোলি, পটা, নোলি, বসন্ত।

উপরে জাংঘের মধ্যে পিঢ়ামুণ্ডেই। তাহার চালে দুইপাশে দুইটি রক্ষভক্ষ। পিঢ়ামুণ্ডেইএর পাশে বজ্রশীর্ষ থামে তলজাংঘের মত সর্ব্বসমেত চারিটি বন্ধকাম ঘর। তাহার পর পদ্মশীর্ষ থাম ও তাহার মাথায় রক্ষভক্ষ এবং অবশিষ্ট চারিটী পাটে লতাকাম।

বরণ্ডিতে দশকাম—(খুরা আকারের) বরণি, কণি, নোলি, খুরা, পটা, নোলি, পটা, পটা, নোলি, বসন্ত। সকলগুলি নকশায় মণ্ডিত।

নীচে হইতে এই ক্রমেঃ বরণির মুহান্টিতে লতা ও তাহার উপরে পদ্মদল, কণিতে পদ্মদল, নোলিতে লতাকাম, খুরার মুহান্টিতে হংসলহরী, পটায় বনজীব, নোলিতে লতাকাম, ২ পটায় বনজীব, নোলিতে গুটিতোলা ও পদ্মদল, সর্ব্বশেষে গজগামিনী।

বিভিন্ন রথের সন্ধি—রাহা ও অনুরথের সন্ধিতে তলজাংঘে নর-বিরাল অথবা গজবিরাল, উপরজাংঘে বন্ধকাম। অনুরথ ও কণিকের সন্ধিতে তলজাংঘে সিংহবিরাল ও উপরজাংঘে বন্ধকাম।

গণ্ডী—

প্রথম পোটল—প্রথম পোটলে ৬ পিঢ়া। পিঢ়াগুলির মুহান্টিতে সাধারণতঃ মনুষ্যলহরী খোদিত আছে। প্রতি মুহান্টিতে নীচে একরকম নকশা তোলা। আজকালও সেই আকারের কাঠের জিনিস ছোট ছেলেদের দোলনায় ঝুলিতে দেখা যায়। প্রতি পিঢ়ায় অনেকগুলি টাঙ্কু আছে। এইসকল টাঙ্কুর দেহেও জীবজন্তুর চিত্র তোলা।

প্রথম পোটলে রাহা বিভাগের মেলানের উপরে একটি করিয়া ঘণ্টা ছিল।

প্রথম কান্টি—প্রথম পোটলে কান্টি আছে। এই কান্টিতে প্রতি রথের মধ্যে খাখরামুণ্ডেই ও নাগযুক্ত বজ্রশীর্ষ থাম ও খাখরাশীর্ষ থাম ছিল। দুই রথের সন্ধিস্থলে কিন্তু আর বন্ধকাম বা বিরাল নাই, তাহার পরিবর্ত্তে কন্যামূর্ত্তি। কান্টির সর্ব্বোচ্চ অংশে, দ্বিতীয় পোটলের প্রথম পিঢ়ার ঠিক নীচে একটি আলম্বনে গজগামিনী অঙ্কিত আছে।

প্রথম পোটলের মেলানে যে বারান্দার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উপরে মানুষের আকারের চেয়ে বড় মূর্ত্তি আছে। রাহার মেলানে দুইটি করিয়া নৃত্যশীল ভৈরবের মূর্ত্তি। কণিক ও অনুরথের উপরে মাঝখানে একটি করিয়া নৃত্যশীল কন্যামূর্ত্তি।

দ্বিতীয় পোটল—দ্বিতীয় পোটলে ৬ পিঢ়া। পিঢ়াগুলি রচনায় পূর্ব্বের মত, কেবল মুহান্টির উপরে মনুষ্যলহরীর পরিবর্ত্তে গজগামিনী

বা বনজীব। ইহারও রাহার মেলানে চারিটি ঘণ্টা ছিল। কান্টিতে পূর্ব্বের মত বিভাগ ও সর্ব্বশেষে পূর্ব্বেরই মত গজগামিনী অঙ্কিত আলম্বন। সন্ধিস্থলে পূর্ব্বের মত কন্যামূর্ত্তি। বারান্দার রাহার উপর মূর্ত্তি নাই; কণিক ও অনুরথের মাঝখানে একটি করিয়া নর্ত্তকীর মূর্ত্তি আছে।

তৃতীয় পোটলে ৫ পিঢ়া। ইহাদের মুহান্টিতে চিত্র নাই। উপরে চতুরস্র ঘাড়চকড়া। তাহাতে বিশালকায় সিংহমূর্ত্তি আছে। বেকিতে কাজকর্ম্ম কিছু নাই। বেকির মধ্যে ২ ত্রিপাটী, তাহার পর সঢ়ই স্রাহি ডোরি দ্বিতীয় স্রাহি ও আঁলা-বেকি। স্রাহির দেহে সিজুপত্রপাখুড়া (সিজু পাতার আকারে পাপড়ি) খোদিত আছে। আঁলার তলে ৮ অলসিকন্যা। আঁলা বেকিতে ২ ত্রিপাটী। তাহার পরে আঁলা খপুরি। উপরের কলস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাকে যথাস্থানে ধরিয়া রাখিবার জন্য যে লোহার কাঠি ছিল, তাহা মরিচা পড়িয়া রহিয়াছে। (দশম সংখ্যক চিত্র)

চুন ও রং—উপরের যে অংশে কারুকার্য্য নাই, সেখানে পুরু পলস্তরা দিয়া তাহার উপরে লাল রঙ করা হইত। এইরূপ পলস্তরা দেওয়া ও রঙ করা অনেকবার হইয়াছিল, তাহা আঁলা-বেকির ত্রিপাটী অথবা পূর্ব্বদিকে প্রথম কান্টির সম্মুখে বড় মূর্ত্তিগুলি পরীক্ষা করিলেই জানা যায়। এক একটি মূর্ত্তির উপর শুধু চুনকামের প্রলেপ জমিতে জমিতে ১ ইঞ্চির বেশি পুরু হইয়াছে। ইহা অল্পদিনের কাজ নহে।

খপুরির উপর হইতে দৃশ্য—জগমোহনের মাথার উপর উঠিলে চারিদিকের দৃশ্য বড় সুন্দর দেখায়। মন্দিরের উত্তর দিক দিয়া যে নদী বহিয়া কুশভদ্রার মোহানায় পূর্ব্বে পড়িত, তাহার চিহ্ন এখান হইতে স্পষ্ট দেখা যায়। নদীগর্ভের দুইপাশে ঈষৎ উচ্চ বালির ঢিপি আছে এবং তাহার মধ্যস্থলে সমতল ভূমির উপর গাঢ় মেটে রঙের ঘাস জন্মাইয়া চারিদিকের সাদা বালি হইতে তাহাকে ভিন্ন চেহারা দিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে দূরে পুরীর মন্দির চক্রবাল

রেখার উপরে অস্পষ্ট দেখা যায় এবং বহুদূরে খোরধার পাহাড়ও দেখিতে পাওয়া যায়।

নাটমন্দির—নাটমন্দিরে সর্ব্বপ্রথমে একটি পিষ্ট এবং তাহার উপরে বড়দেউল ও জগমোহনের মত বাড়ের বিভাগযুক্ত আর এক পিষ্ট আছে। এই পিষ্টযুগলের চারিদিকে সিঁড়ি আছে। তাহার মধ্যে পূবসিঁড়ির পাশে পিষ্টদেহের মত ভাগ করা থাকিলেও আর সূক্ষ্ম কাজ করা হয় নাই। পশ্চিম সিঁড়ির গায়ে কিন্তু বাড়ের বিভাগ খোদাই করা ছিল, তাহার সামান্য কিছু অবশিষ্ট আছে। উত্তর সিঁড়ির গায়ে বান্ধনা ও উপরজাংঘের দাগ কাটা আছে, দক্ষিণে তাহাও নাই।

নীচের পিষ্ট—নীচের পিষ্টে খুরা নোলি ও বসন্ত। এখানে নোলি ও বসন্ত খুরপিষ্টে যেমন খাড়া ভাবে বিন্যস্ত থাকে তেমনই থাকিলেও খুরা কিছুদূর আগাইয়া আসিয়াছে। অতএব ইহাতে পদ্ম ও খুরা উভয় পিষ্টের লক্ষণই বর্ত্তমান। এই পিষ্টে কোনও চিত্র বা নকশা নাই।

বড় পিষ্ট—ইহার পাভাগে খুরা কুম্ভ পটা কণি ও বসন্ত। তদুপরি খাখরা-পিঢ়া-মুণ্ডেই স্থাপিত। প্রতি দুই খাখরা-পিঢ়া-মুণ্ডেই এর মধ্যে দুইটি কুলুঙ্গি এবং প্রতি কুলুঙ্গির মাথায় বরণি কণি ও বজ্র। পাভাগের উপর মূর্ত্তির জন্য কুলুঙ্গির অবস্থান আর কোথাও দেখি নাই। তদুপরি এগুলি বজ্রশীর্ষ হওয়ায় এগুলিকে প্রধান দেউল হইতে স্থাপত্যের শৈলীতে পৃথক করিয়া দিয়াছে।

পাভাগের খাখরা-পিঢ়া-মুণ্ডেই এর উপরে উপরজাংঘে একটি বজ্রমুণ্ডেই। দুই বজ্রমুণ্ডেই এর মধ্যে ২টি কুলুঙ্গি বা মুর্ত্তিঘর। কোণের বজ্রমুণ্ডেইগুলির মধ্যে দিক্‌পালগণের মূর্ত্তি আছে। অন্যগুলির মধ্যে নানাবিধ চিত্র। মূর্ত্তিঘরের মাথায় পাভাগের মত তিনকাম নাই, শুধু বজ্র।

বান্ধনায় তিনকাম ঃ খুরা আকারের বরণি নোলি বসন্ত। বরণির মুহান্টিতে লতাকাম, উপরে পদ্মদল ; নোলিতে গুটি তোলা এবং পদ্মদল, বসন্তে গজগামিনী।

উপরজাংঘেও তলজাংঘের মত বিভাগের বিন্যাস। বজ্রমুণ্ডেই এর চিত্রগুলি পূর্ব্বের মত, কেবল কোণের গুলিতে দিক্‌পালগণের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের শক্তি বা পত্নীর মূর্ত্তি আছে।

বরণ্ডিতে তিনকাম ঃ খুরা আকারের বরণি পটা বসন্ত। বরণি হইতে পটা কম মেলিয়া আছে, কিন্তু উপরের বসন্ত বাকি দুইটি হইতে বেশী মেলিয়া আছে। বরণির মুহান্টিতে হংসলহরী। ষোলটি নালিমুখ আছে।

সিংহপিষ্ট—প্রধান পিষ্ট শেষ হইলে একটি বিস্তীর্ণ বারান্দা। ইহার মাঝখানে পঞ্চরথ সিংহপিষ্ট। সিংহপিষ্টে নীচে খুরা কণি বসন্ত। প্রতি রথের ঠিক মধ্যে এক খাখরামুণ্ডেই। তাহার দুই-পাশে দুইটি করিয়া কন্যাঘর। প্রতি কোণে দোপিছা গজসিংহ মূর্ত্তি। সিংহপিষ্টের উপরের বিভাগ তিনটি ঃ বরণি কণি বসন্ত। সিংহপিষ্টে চারিদিকে চার সিঁড়ি। সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিলে নাট-মন্দিরের বাড় আরম্ভ হয়।

এই বাড় ঠিক নীচের বাড়বিভাগযুক্ত পিষ্টের মত বিভক্ত। অতএব ইহার পুনরায় বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কেবল ইহার কয়েকটি বিশেষত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রথম, ইহার অনুরথ বিভাগে কণিকের দিকের অর্দ্ধাংশ নাই। তাহা খোলা দরজার মত রহিয়াছে। দ্বিতীয়, প্রতি সিঁড়িতে উঠিয়া দুইদিকে একটী করিয়া পদ্মশীর্ষ থাম আছে। তৃতীয়, কণিকে উভয় জাংঘে প্রান্তস্থিত বজ্রমুণ্ডেইয়ে দিক্‌পাল ও তৎপত্নীর মূর্ত্তি না থাকিয়া, কণিকের মাঝখানে খাখরামুণ্ডেইএ তাহারা অবস্থিত। চতুর্থ, তল-জাংঘে ও উপরজাংঘে বজ্রমুণ্ডেই এর পরিবর্ত্তে যথাক্রমে খাখরা ও

পিঢ়া-মুণ্ডেই বর্ত্তমান। নাটমন্দিরের গর্ভগৃহে চারিটি চতুষ্কোণ থাম আছে। সেগুলি বিরাল কন্যামূর্ত্তি প্রভৃতিতে আচ্ছন্ন।

নাটমন্দিরের চাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ সন্দেহ করেন, ইহা আদৌ ছিল না। কিন্তু কণারকের ভগ্নাবশেষের মধ্যে দেখা যায়, একটি প্রকাণ্ড পাথরের উপরে একটি পদ্মফুলের প্রতিকৃতি খোদিত আছে। তাহার মধ্যদেশে কমলামূর্ত্তি এবং সমস্ত পাপড়িতে নর্ত্তকীর মূর্ত্তি। এই পাথরটি নাটমন্দিরের চালের নীচের পিঠ ছিল বলিয়া এখন অনেকে অনুমান করেন। তাহা হইলে নাট মন্দিরের চাল ছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

মায়াদেবীর মন্দির[২]—ইহা প্রধান দেউলের নৈর্ঋত কোণে অবস্থিত। পূবদিকে প্রবেশ করিবার সিঁড়ির পরিবর্ত্তে একটি বিস্তৃত রোয়াক আছে। ইহাতে চারিটি মাত্র সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে হয়। এই দাওয়ার গায়ে অনেকগুলি পঞ্চরথ খাখরামুণ্ডেই ও ত্রিরথ বজ্রমুণ্ডেই খোদাই করা আছে। এইগুলির মধ্যে নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত। তাহার ভিতর বন্ধকাম বিরল নহে।

পিষ্ট—রেখদেউল ও জগমোহন একটি পদ্মপিষ্টের উপর প্রতিষ্ঠিত। পদ্মপিষ্টের তিনকাম: খুরা কণি বসন্ত। বসন্তে মনুষ্যলহরী। উত্তরদিকে বসন্তে বড় দেউলে রাহার নীচে একটি মকরমুখ নালির মুখে আছে। অর্থাৎ ইহার ভিতর দিয়া গম্ভীরার জল বাহির হইত। জগমোহনের গর্ভগৃহের জলও তেমনি একটি কুমীরের মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিত। এই উভয় নালিমুখের নীচে একটি করিয়া ছোট থাম গাঁথিয়া দেওয়ায় তাহারা আরও কায়েমী হইয়া বসিয়া আছে, এই ধারণা হয়।

রেখদেউলে পার্শ্বমন্দির নাই। তিনটি কুলুঙ্গীতে পার্শ্বদেবতাদের স্থান। বাড়ের বিভাগ প্রধান দেউলের মত বলিয়া বিস্তৃত বর্ণনার প্রায়োজন নাই। গম্ভীরায় একটি ছোট সিংহাসনের পিষ্ট বর্ত্তমান।

তাহার উপরে কারুকার্য্য নাই, কেবল একটি ছোট সূর্য্যমূর্ত্তি আছে।

জগমোহনের বাড়ও প্রধান দেউলের মত। জাংঘের মুণ্ডেই এর মধ্যে দিক্‌পালগণের মূর্ত্তি ছিল, এখন কয়েকটি মাত্র অবশিষ্ট আছে।

জগমোহনের রাহাতে উপরজাংঘের সমভূমিতে জানালা। জানালার গরাদ, চার জন নর্ত্তকীর মূর্ত্তি। জগমোহনের গর্ভগৃহে কিছু বিশেষত্ব আছে। জাংঘে কন্যামূর্ত্তি। তাহার উপরে আড়া-আড়ি ভাবে এক একটি পাট বিন্যস্ত হইয়াছে। এই পাটকে 'পরাসপাট' বলে। একটির পর একটি পরাসপাট উত্তরোত্তর বেশী মেলিয়া আছে। এগুলি থাকার জন্য গৃহের উপরে মুক্ত প্রদেশ চতুষ্কোণ হইতে অষ্টকোণ হইয়া ক্রমশঃ ছোট হইয়া গিয়াছে। পরাসপাটের গায়ে মনুষ্যলহরী গজগামিনী প্রভৃতি খোদিত আছে।

জগমোহন হইতে গম্ভীরায় যাইবার পথে একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সিঁড়ি আছে। ইহার উপরে লতাপাতার কাজ ও পদ্মফুলের পাপড়ি আঁকা। দরজার লক্ষ্মীপাটে গেলবাইডালি নাগবন্ধী প্রভৃতি নকশা। এই সকল নকশাগুলি সিঁড়ির দুই পাশে কতকগুলি মুণ্ডেইএর উপর হইতে উঠিয়াছে। প্রতিদিকে এই ক্রমে তিনটি করিয়া মন্দিরের প্রতিকৃতি—বজ্রমুণ্ডেই, খাখরামুণ্ডেই ও পিঢ়ামুণ্ডেই। ইহার মধ্যে বজ্রমুণ্ডেইএ গঙ্গা ও যমুনার মূর্ত্তি, খাখরায় বন্ধকাম ও পিঢ়ায় দেবমূর্ত্তি প্রহরী হইয়া আছেন।

দ্রষ্টব্য

*'উপান' নামটি উড়িয়া শিল্পশাস্ত্রে নাই। ইহা রামরাজ প্রণীত 'Architecture of the Hindus' (London 1835) হইতে গৃহীত।

১। বাবাজী মহারাণা নামে এক শিল্পী ইহা দেখিয়া আমার কাছে বর্ণনা করিয়াছিল।

২। ইহার নাম লইয়া কিছু গোলযোগ আছে। পরিশিষ্টে তাহা সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

মন্দিরে ব্যবহৃত পাথর—মন্দির নির্ম্মাণে খণ্ডালাইট (Khondalite) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পাথরে felspathic veins and iron ore concentrates বর্ত্তমান। ভাল মূর্ত্তির জন্য বা প্রবেশের দরজার চারিদিকে মুগুনি পাথর (chlorite) ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার রঙ গাঢ় সবুজ অথবা সবুজ আভাযুক্ত কাল। ছুরি দিয়া ইহার উপরে আঁচড় কাটা যায়। এগুলি ছাড়া সিঁড়ির উপর মাকড়া পাথর (laterite) ব্যবহৃত হইয়াছে।

পাথর বহিয়া আনার পথ—নিকটস্থ গ্রামে প্রবাদ আছে যে একটি নদী এদিক দিয়া পূর্ব্বে বহিয়া যাইত এবং তাহার উপর ভেলা ভাসাইয়া কণারকে কাজের জন্য পাথর আসিত। নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে কখনও কখনও পাথর বাহির হইয়াছে বলিয়া শোনা যায়। এগুলি ভেলা-ডুবি হওয়ায় নদীগর্ভে পড়িয়াছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

১। খরাগাঁর নিকট ধানের ক্ষেতে।

২। করমগাঁর নিকট ধানের ক্ষেতে।

৩। বিষ্ণুপাড়া গ্রামের নিকট সুনাখিল বিলে।

এগুলি গ্রামের চেয়ে ছোট বলিয়া মানচিত্রে দেখান যায় নাই, শুধু নদীর পথ দেখান হইয়াছে। এই নদী পূবদিকে কাতুয়া নদীর সহিত মিশিয়াছিল। কণারকের উত্তরে যে বিস্তীর্ণ নীচু সমতল জমি, যাহার দুইপাশে বালির পাড় এবং ঢিপি আছে, তাহা দেখিলে ইহাকে নদীর শুষ্ক গর্ভ বলিয়া মনে হয়। জমির এইরূপ ভাব এখান হইতে রামচণ্ডীতে কুশভদ্রার মোহানা পর্য্যন্ত চলিয়াছে। কণারকের মাথায় উঠিলে ইহা স্পষ্ট দেখা যায়।

পাথর তুলিবার রীতি—কণারকের বড় দেউল দুইশত ফুটেরও অধিক উচ্চ ছিল। কি করিয়া অত উপরে এক একখানি বিরাট পাথর তোলা হইত, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। পুরীর শিল্পীদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে যে মন্দির যেমন ক্রমশঃ নীচে হইতে গাঁথা হইত, তাহার চারিদিকে সঙ্গে সঙ্গে বালি দিয়া একটি স্তূপ রচনা করা হইত।[১] এই ঢিপির ঢালু বাহিয়া পাথর টানিয়া তোলা হইত। নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে বালি সরাইয়া মন্দির বাহির করা হইত। শিল্পশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কোনো কথা নাই এবং শিল্পীরাও শপথ করিয়া এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারে না। তাহারা আজকাল পাথর তুলিতে কপিকল ব্যবহার করে।

পুরীতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের কিছু দূরে সিদ্ধ মহাবীর মন্দিরে মন্দির গড়িবার বা পাথর তোলার রীতির এক চিত্র আছে। সম্ভবতঃ এই চিত্রটি কণারক হইতেই আনীত হইয়াছিল। প্রবাসী, মাঘ ১৩৫২ সালে এবিষয়ে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (১২ সংখ্যক চিত্র)।

পাথর যোড়ার কায়দা—পাথরগুলিকে যথাস্থানে রাখিবার জন্য মসলা ব্যবহৃত হয় নাই। পাশাপাশি পাথরে ছিদ্র করিয়া তাহাতে লোহার বা তামার খিল বসানো হইত। (চিত্র ১৩ সংখ্যক)

পরে যখন এই সব লোহা মরিচা পড়িয়া ফুলিয়া উঠিত, তখন তাহার বাড়নের জোরে পাথর ফাটিয়া যাওয়ায় গাঁথনি কমজোর হইয়া যাইত।

পাথরগুলি যথাস্থানে বসানর পরে যে তাহার উপর নকশা তোলা হইত, তাহা নাটমন্দিরে অসমাপ্ত পূবদিকের সিঁড়ি দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়।

মন্দিরগুলিতে অনেক লোহার কড়ি ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে একটি ৩৫′ ফুটেরও বেশি লম্বা। একজন গ্রন্থকার মনে

করেন ছোট ছোট কড়ি সাজাইয়া তাহার উপর গলানো লোহা ঢালিয়া একখানি বড় কড়ি তৈয়ারি হইত। কিন্তু তাহা হইলে ছোট কড়ির ফাঁকে গলা লোহা ভিতরে গড়াইয়া যাইবার প্রমাণ থাকিত। তাহা নাই। অপর একজন (বিষগস্বরূপ) মনে করেন ছোট কড়িগুলি পাশাপাশি রাখার পর আগুনে সমস্ত জিনিসটি গরম করিয়া পিটিয়া জোড়া হইত। কড়ির উপরে হাতুড়ি দিয়া পেটার দাগ অনেক আছে।

মন্দিরের পরিকল্পনা—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মন্দির সূর্য্যদেবের রথের আকারে পরিকল্পিত। রথের বার জোড়া চাকা বার মাসের প্রতীক বলিয়া মনে হয়। সাতটি অশ্ব এই রথ টানিয়া চলিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে[২], সূর্য্যের বেদময় রথের সম্মুখে যে সাত অশ্ব আছে তাহারা গায়ত্রী উষ্ণিক অনুষ্টুভ্ বৃহতী পংক্তি ত্রিষ্টুপ্ জগতী—এই সাত বৈদিক ছন্দের প্রতিরূপ। অন্যান্য পুরাণে[৩] অন্য রূপ আছে। সাত অশ্ব সাত রশ্মির প্রতিরূপ। সেই রশ্মিগুলি যথাক্রমে—

সুষুম্ন—সূর্য্যের সমগ্র আলোকের যে অংশ শিশিরের দ্যুতিরূপে প্রকাশিত হয়।

হরিকেশ—যে অংশ সমস্ত নক্ষত্রগণকে পোষণ করে।

বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বব্যাচা বাগ্‌বসু স্বরাট্ যথাক্রমে বুধ শুক্র বৃহস্পতি ও শনিগ্রহকে পোষণ করে।

অবশিষ্ট সম্পদ্বসু লোহিতবর্ণের পোষণকর্ত্তা।

এই সপ্তাশ্ববাহিত রথের উপরে প্রস্ফুটিত পদ্ম, এবং তাহারই উপরে রেখদেউল ও ভদ্রদেউল পুরুষ ও স্ত্রী মন্দিররূপে হরগৌরীর মত বিরাজ করিতেছে। মন্দির পূর্ব্বমুখী, কেননা সূর্য্যদেবের ধ্যানে আছে তিনি পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া থাকিবেন।

রচনা কৌশলের সমালোচনা—রেখদেউল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া

তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা যায় না। জগমোহন এখনও টিঁকিয়া আছে, কেবল তাহারই নির্ম্মাণকৌশলের আলোচনা করা যাইবে।

জগমোহন—ইহার রচনায় প্রধান দোষ হইল ইহাতে আঁটাআঁটি ভাবের আতিশয্য। বড় জানালা, দরজা প্রভৃতির ফাঁক থাকিলে জমাট ভাবকে আরও নরম ও সুন্দর করিয়া তুলিত, কিন্তু তাহা হয় নাই।

যাহাই হউক, ইহার রচনায় পাঁচটি গুণ বিশেষভাবে ফুটিয়াছে, একে একে তাহা ধরা যাক।

প্রধান পিষ্ঠ বিস্তারে উভয় মন্দিরকে ছাপাইয়া গিয়াছে বলিয়া মন্দির যে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত এই ভাব ভাল করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার উপর, বরণির কৃশ বিভাগগুলির অনুপাতে পাভাগের পঞ্চকামের অপেক্ষাকৃত অধিক দৈর্ঘ্য এই ভাবকে আরও স্পষ্ট করিয়াছে। অন্যান্য বিভাগের মত যদি আবার কুম্ভে ও খুরায় নকশার আতিশয্য থাকিত, তবে দর্শকের মনোযোগ অলঙ্কারেই অধিক নিবদ্ধ হইয়া তাহাদের উদ্দেশ্যকে (দৃঢ়তার ভাব পোষণ করা) বিফল করিয়া দিত। ভদ্রগণ্ডীর বিশাল ভার বাড় অংশ সহ্য করিতে পারিবে কিনা এবং হয়ত রথগুলি পরস্পরকে ছাড়িয়া যাইবে, এমন আশঙ্কা হওয়ার কারণ আছে। কিন্তু বান্ধনা এমন কৌশলে সন্নিবিষ্ট যে এই আশঙ্কার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয়। বিভিন্ন রথের সন্ধিস্থলে শক্তির প্রতীক বিরালমূর্ত্তিতে এই ভাবকে আরও পুষ্ট করিয়াছে।

বাড়ের উপর প্রথম পিঢ়া অনেকখানি মেলিয়া আছে। তাহার নিবিড় এবং দীর্ঘ ছায়ায় প্রশান্তি ও আরামের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রতি পিঢ়ার নীচে কাণ্টিতে তেমনি ঘন ছায়া এই ভাবকে আরও পুষ্ট করিয়াছে। বস্তুত জগমোহনের উদ্দেশ্যই হইল

যাত্রীদের ছায়া ও আরাম দেওয়া এবং এই ভাব পিঢ়ার সমাবেশে, বরণি বান্ধনা প্রভৃতির মধ্যে ছায়ার বিস্তারে ভালই ফুটিয়াছে।

বিভিন্ন রথগুলির অনুপাত এমন সুচিন্তিত ও তাহাদের মেলান এমন সংযত যে কণারকে জগমোহনের বিস্তার পুরীর মত ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পুরীতে বিভিন্ন রথের মেলান অযথা বেশি হওয়ায় জটিলতার সৃষ্টি ঘটিয়াছে এবং দেউলের গৌরব অনেক অংশে কমিয়া গিয়াছে।

জগমোহনের বিশাল আকার দেখিয়া তাহাকে জড়পিণ্ড বলিয়া সন্দেহ করার কারণ নাই। প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে কণারকের বিশিষ্টতা হইল তাহা সূর্য্যদেবের রথের আকারে পরিকল্পিত, গতির আধার। পাভাগের তুলনায় বরণ্ডিতে কামের সংখ্যাধিক্য, বরণ্ডির সমস্তরে বন্ধকাম স্থাপনা করিয়া, পুঞ্জে পুঞ্জে পিঢ়া সাজাইয়া, চারিদিকে রাহার উপর ক্ষুদ্রতর ঘণ্টা বসাইয়া দেউলে সজীব ভাব আনা হইয়াছে। উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দিরে দেখা যায়, এই ভাবকে ফুটাইয়া তুলিতে কলসের রচনা বিশেষভাবে সহায়ক। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাহার বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। ইহার উপর কান্তিতে কান্তিতে নানা ছন্দে ললিত নৃত্যের ভঙ্গি, পিষ্টে বরণিতে বান্ধনায় জাংঘে অসংখ্য বনলতা ও জীবজন্তুর চিত্রের সাহায্যে মূর্ত্তিশিল্পের দিক দিয়া স্থপতীয় সজীবভাবকে আরও পুষ্ট করা হইয়াছে।

কণারকের মন্দির যে সুন্দর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে তাহার সৌন্দর্য্যের বিশিষ্টতা আছে। তাজমহলের মত মেঘলোকের অপার সৌন্দর্য্য ইহাতে নাই, তবে তরুলতায় উপশোভিত পাহাড়ের প্রশান্ত সৌন্দর্য্য এখানে পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা বিশ্বেরই মত বিরাট ও গম্ভীর, আবার তাহারই মত রসে ও প্রাণের আবেগে টল্ টল্ করিতেছে।

নাটমন্দির—বোধহয় প্রধান দেউল তৈয়ারির বহু কাল পরে নাটমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, কেননা ইহাদের কলাকৌশলে অনেক প্রভেদ আছে।

নাটমন্দিরের প্রধান দোষ হইল সংযমের অভাব। এক দেউলে তিনটি পিষ্ট দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। প্রধান দেউলে ২টি পিষ্ট থাকিলেও উপরের পদ্মপিষ্ট তিনকামের পরিবর্ত্তে দুই কাম করিয়া আতিশয্যের দোষ কাটান হইয়াছে। কিন্তু নাটমন্দিরে পদ্মপিষ্ট, বাড় আকারে পিষ্ট, সিংহপিষ্ট কোনটিতে তাহার লক্ষণ নাই। সবগুলিই সম্পূর্ণ। তাহার উপরে আবার বাড়ের পাভাগে জাংঘের মত বহু মূর্ত্তি বসাইয়া ও তাহাদের ঘরের মাথায় বজ্রমুণ্ডেই অত্যধিক ব্যবহার করিয়া সংযম নামক গুণকে একেবারে নষ্ট করা হইয়াছে। খারাপ শিল্পীর রচনায় এমনই ভাবে অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য দেখা যায়, তাঁহারা মনে করেন প্রাচুর্য্যের দ্বারা সকল দোষ ঢাকিয়া যাইবে। তাহার উপর যে সব মূর্ত্তি আছে, সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি রেখাবিন্যাসে ও রচনায় বাস্তবিক নিম্নস্তরের।

মায়াদেবী—মায়াদেবীর মন্দির স্থাপত্যকৌশলে প্রধান দেউলের মত এবং তাহারই সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়। ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

দ্রষ্টব্য

১। শিল্পী বাবাজী মহারাণার কাছে শুনিয়াছি। তিনি ইংরেজী বহিতে এ সম্বন্ধে আলোচনা পড়িয়া কিছু শিখেন নাই।

মুসলমানদের সময়েও যে এমনি করিয়া পাথর তোলা হইত তাহার জন্য Ball : Tavernier's Travels in India (1889), vol. 1, p. 153, footnote দেখুন।

২। বিশ্বকোষে—সূর্য্য।

৩। শব্দকল্পদ্রুম—রশ্মি।

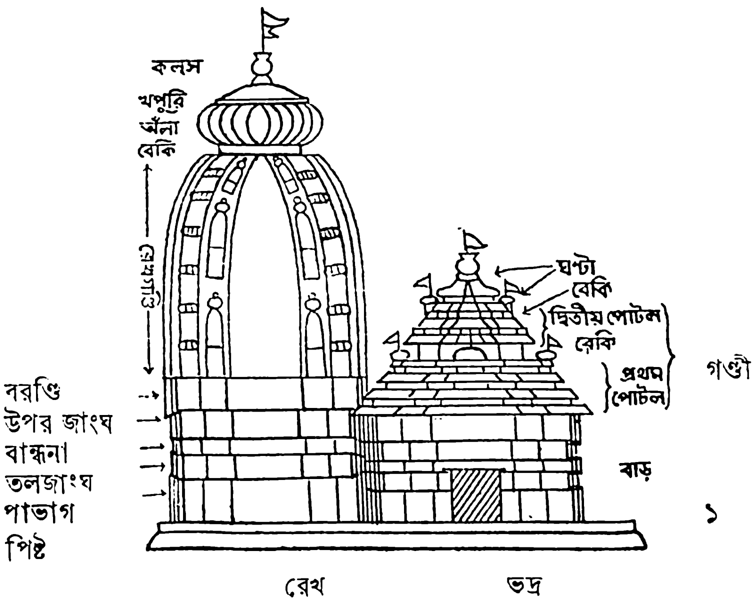
কলস
খপুরি
আঁলা
বেকি
বরণ্ডি
উপর জাংঘ
বান্ধনা
তলজাংঘ
পাভাগ
পিষ্ট
ঘণ্টা
বেকি
দ্বিতীয় পোটল
বেকি
প্রথম পোটল
গণ্ডী
বাড়
রেখ
ভদ্র

১

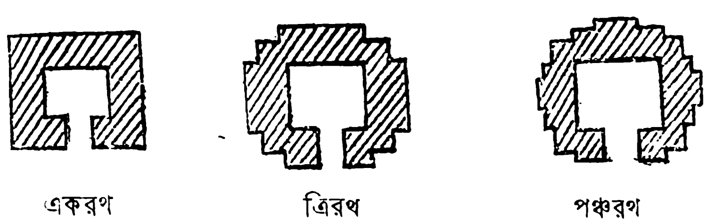
একরথ
ত্রিরথ
পঞ্চরথ

২

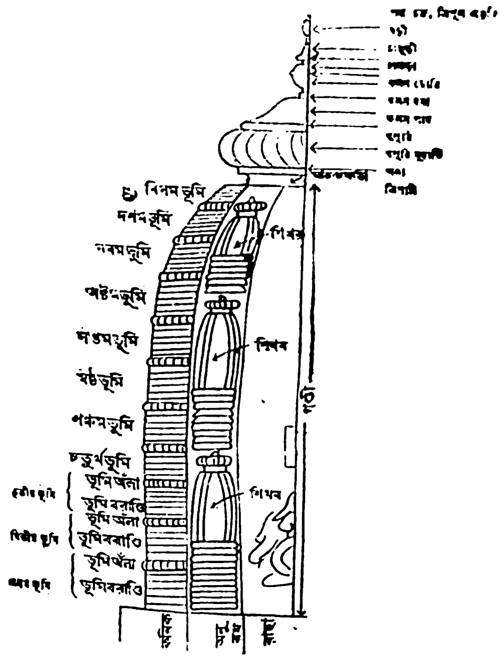

৩

রেখ গণ্ডী ও তাহার উপরের ভাগ

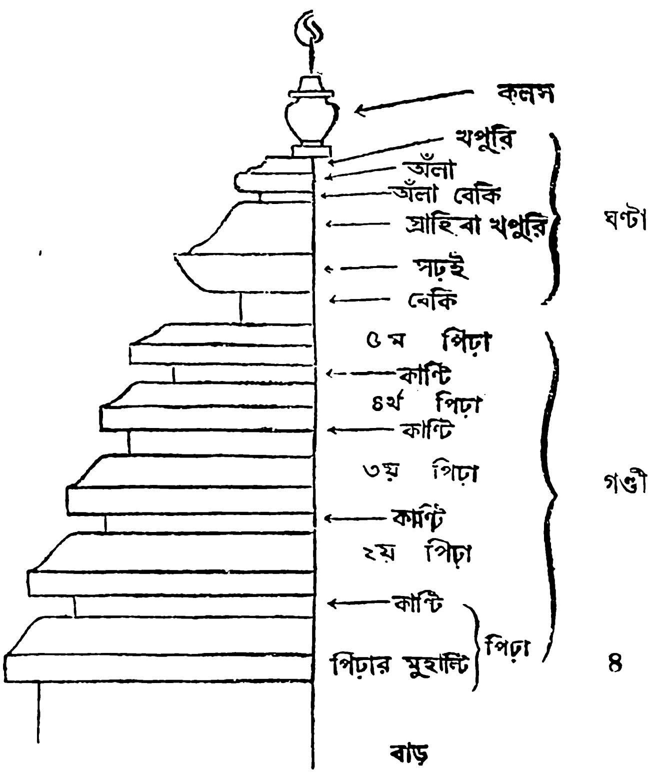
কলস
খপুরি
আঁলা
আঁলা বেকি
গ্রাহি বা খপুরি
সড়ই
বেকি
ঘণ্টা
৫ম পিঢ়া
কান্টি
৪র্থ পিঢ়া
কান্টি
৩য় পিঢ়া
গণ্ডী
কান্টি
২য় পিঢ়া
কান্টি
পিঢ়া
পিঢ়ার মুহান্টি
৪
বাড়

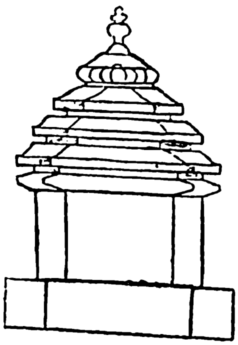

পিঢ়ামুণ্ডেই

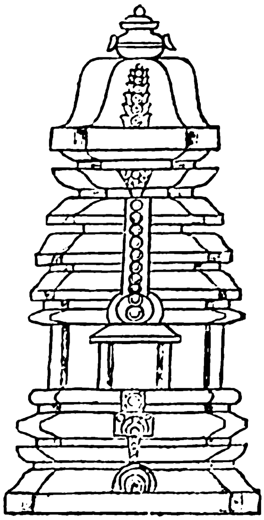

খাখরা পিঢ়ামুণ্ডেই

৫

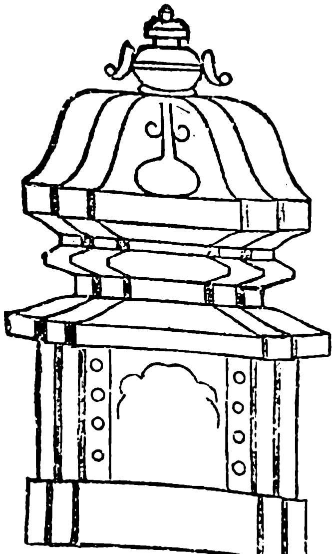

খাখরা মুণ্ডেই

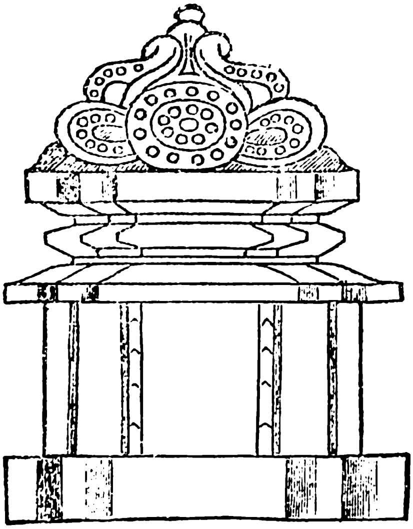

বজ্র মুণ্ডেই

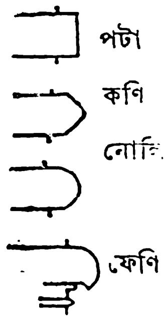

৬

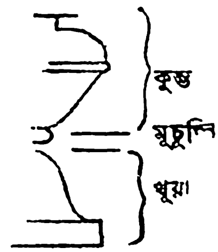

৭

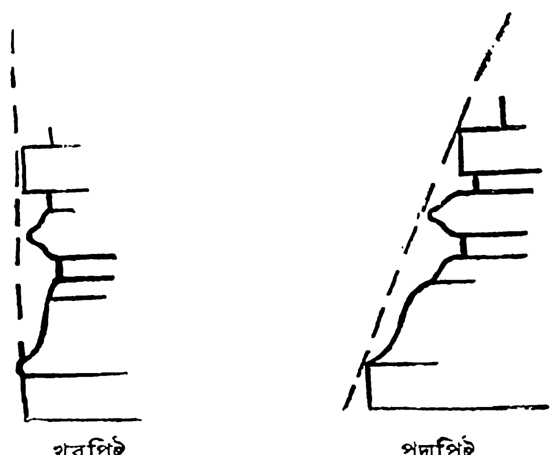

৮

৬

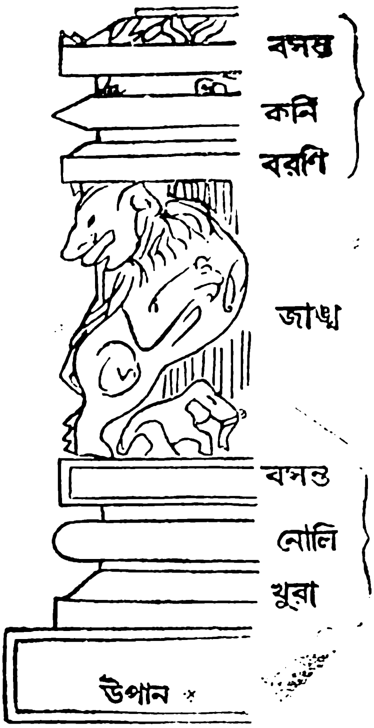

কণারকের সিংহাসন

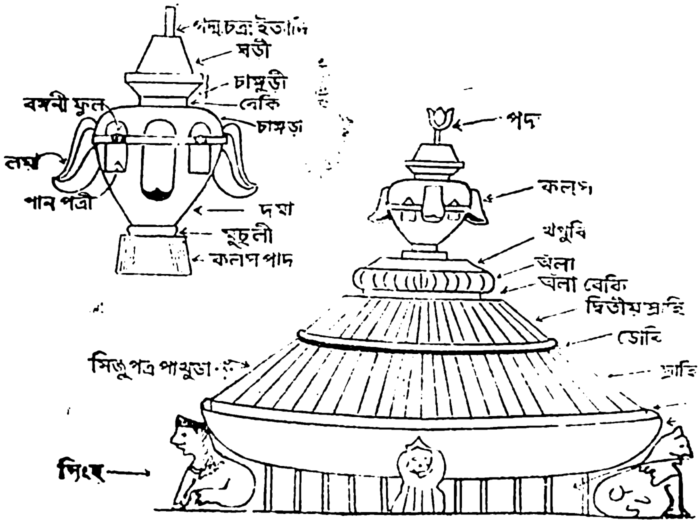

১০

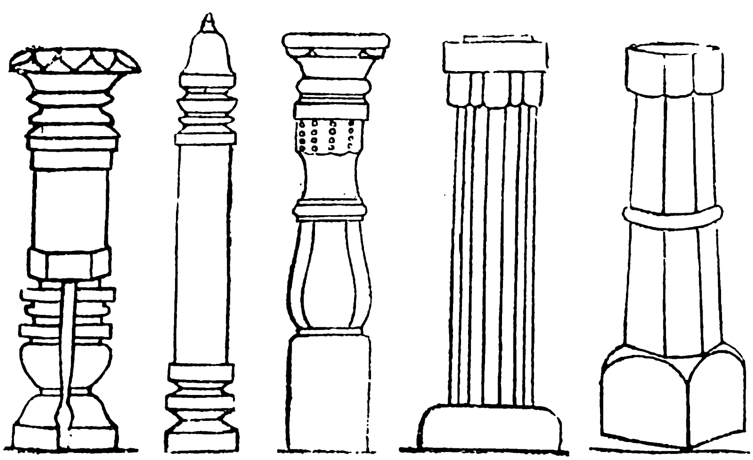

১১

কণারকের পদ্মশীর্ষ, খাখরা শীর্ষ ও আর তিনপ্রকার থাম

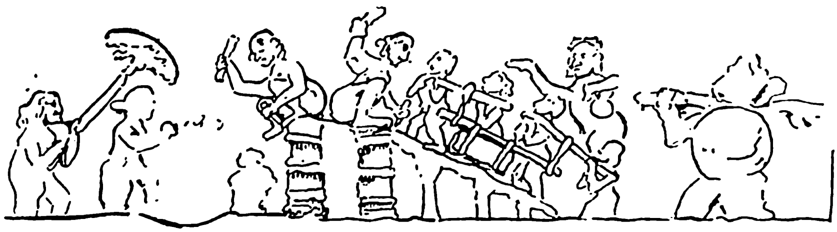

পাথর তুলিবার রীতি ১২

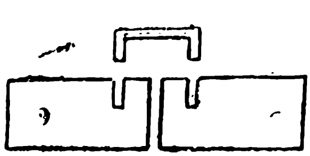

১৩

পাথর যোড়ার কায়দা

চতুর্থ অধ্যায়

কণারকে এখন যে সকল মূর্ত্তি অবশিষ্ট আছে তাহাদের লইয়াই আমাদের আলোচনা হইবে। এই অধ্যায়ে সাধারণ মূর্ত্তি বর্ণনা করিয়া পরের অধ্যায়ে বিশেষ মূর্ত্তিগুলি লওয়া যাইবে।

সিংহ—শুধু সিংহ একমাত্র জগমোহনের ঘাড়চকড়ায় দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে আবার প্রকারভেদ আছে। কোণের সিংহগুলির বুক মাথা ও সম্মুখের পা এক, কিন্তু দুইটি শরীর এমন ভাবে রহিয়াছে যেন দুইদিক হইতেই তাহাদের সম্পূর্ণ দেখায়। ইহাদের দোপিছা-সিংহ বলে। ঘাড়চকড়ায় সিংহ ৪ ও দোপিছা সিংহ ৪।

গজসিংহ ও বিরাল—গজসিংহ নামে একপ্রকার মূর্ত্তির প্রচলন উড়িষ্যায় খুব বেশী। একটি হাতীকে পিষিয়া তাহার পিঠে এক সিংহ বসিয়া আছে, ইহাই মূর্ত্তির বিষয়। গজসিংহে সিংহ ও হাতী উভয়ে সামনের দিকে চাহিয়া থাকে। 'বিরাল' ইহারই এক প্রকারভেদ। বাড়ের দেহে বিভিন্ন রথের সন্ধিস্থলে ইহাদের দেখা যায়। নীচের হাতী অপেক্ষা উপরের সিংহ আকারে বড়। সিংহ পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়া ঘাড় সম্পূর্ণরূপে পিছনে ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ইহাকে সিংহবিরাল বলে। কিন্তু এই সিংহের শরীর ঠিক রাখিয়া তাহার মাথার পরিবর্ত্তে হাতী অথবা মানুষের মাথা বসাইলে গজবিরাল ও নরবিরাল হয়। নীচে হাতীর পরিবর্ত্তে মানুষও বসিতে পারে, সিংহ বসে না। কিন্তু তাহাতে নামের পরিবর্ত্তন হয় না।

মূর্ত্তির উদ্দেশ্য—গজসিংহ বা বিরালমূর্ত্তি শক্তি বা দৃঢ়তার প্রতীক। শুধু একটি হাতী বা সিংহকে বীরদর্পে আঁকিলে শক্তির ভাব যেমন ফোটে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ফোটে যদি তাহার পায়ের তলায় কোন দুর্দ্ধর্ষ জীবকে পিষিয়া রাখা যায়। এই ভাব

নানা ছন্দে গজসিংহ ও কয়েক প্রকার বিরালের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

বর্ত্তমান অবস্থান ও সংখ্যা—নাটমন্দিরে পুবসিঁড়ির পাশে ১০′ আন্দাজ উচ্চ ২টি গজসিংহ মূর্ত্তি আছে। হাতী পিষিয়া যাওয়ার ভাব বড় সুন্দর ফুটিয়াছে। হাতীর শুঁড়ে আবার একটি রাক্ষসকে জড়াইয়া শক্তির ভাবকে আরও পুষ্ট করা হইয়াছে। বড়দেউলে পুবদিকের রাহাতে যে বিশাল গজসিংহ ছিল তাহা এখনও ক্ষত অবস্থায় উত্তর-সিঁড়ির পাশে পড়িয়া আছে। দক্ষিণ সিঁড়ির কাছে একটি মাঝারি (৪৫′) গজসিংহের সিংহ রহিয়াছে।

বিরাল জাতীয় আর এক প্রকার মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহাকে গাঙ্গুলী মহাশয় ছিড়া-উড়া-গজসিংহ বলিয়াছেন। বিরালের নীচে হাতীর শুঁড়ে মানুষ এবং উপরে সিংহের পিঠে সওয়ার দিলে উক্ত মূর্ত্তি হয়। জগমোহন ও বড়দেউলের সন্ধিস্থলে ও রাহার মেলানে তলজাংঘের সমস্তরে ইহাদের অবস্থান। তাহা ছাড়া রাহায় দরজার উপরে দুইটি দোপিছা ছিড়া-উড়া-গজসিংহ দেখা যায়।

বিরালের অবস্থান—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বাড়ের কোন্ অংশে বিরাল থাকে। ভদ্রদেউলে আমরা দেখিয়াছি যে বাড় শেষ হইলে তাহার পর আর বিরালমূর্ত্তি নাই। সিংহপিষ্টেও প্রতি কোণে বিরাল থাকে। তবে তাহারা সাধারণতঃ দোপিছা হয় এবং সিংহ ঠিক হাতীর উপরে না দাঁড়াইয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া থাকে।

বিরালের সংখ্যা ঃ—

(ক) প্রধান দেউল

প্রধান পিষ্ট, তলজাংঘে (১২″)—৯৬
বড় দেউল, বাড়ে (বিরালঘরে) (৪।৫′)—৮
গম্ভীরায় সিংহপিষ্টে (দোপিছা ১২′)—২
পার্শ্বমন্দিরে (১২″)—১৬

জগমোহন-বাড় (বিরালঘরে ৪।৫″)—১৫
নাগ নাগিনী স্তম্ভের নীচে (৬।৭″)—২৪

(খ) নাট মন্দিব
পিষ্টে তলজাংঘে—নাই
সিংহপিষ্টে (দোপিছা ১২″)—২০
গর্ভগৃহের ৪ থামের গায়ে (১৫″)—৪৮

(গ) মায়াদেবী
নাগনাগিনী স্তম্ভের নীচে
ও তলজাংঘে ছিল—ভাঙ্গিয়া গিয়াছে

(ঘ) যাতুঘরে রক্ষিত মূর্ত্তির মধ্যে
'বিবাহসভার' সিংহপিষ্টে (৩।৪″)—২
'শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব সমন্বয়' মূর্ত্তির সিংহপিষ্টে (১″)—৮

ইহা ছাড়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা যাতুঘরে রক্ষিত আরও অনেক বিরাল মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আছে, তাহাদের সংখ্যা লওয়া হয় নাই।

রক্ষভক্ষ (Atlantes)—বাড়ে কোনও কোনও স্থানে এক রকম মূর্ত্তি দেখা যায় তাহাকে গাঙ্গুলী মহাশয় 'বেতাল' বলিয়াছেন। কিন্তু শিল্পশাস্ত্রে এই নাম পাই নাই এবং পুরীর পণ্ডিতদের কাছে ইহার 'রক্ষভক্ষ' নাম শুনিয়াছি। এগুলি জাতিবাচক নাম, ইহাতে মূর্ত্তির উদ্দেশ্য বা ভঙ্গি ধরা যায় না। বিরাল মূর্ত্তি যেমন শক্তির প্রতীক ইহারা তেমনি দৃঢ়তার প্রতীক। একজন বিকটাকার পুরুষ মাংসবহুল দেহ লইয়া মাথা ও হাতের সাহায্যে উপরের ভার সামলাইয়া আছে, ইহাই চিত্রের বিষয়।

কণারকে প্রধান পিষ্টের বরণ্ডিতে কতকগুলি রক্ষভক্ষ দেখা যায়, উপরজাংঘেও ২।১টি আছে। জগমোহনে বাড়ে অনুরথ ও কণিক উভয় রথে পদ্মশীর্ষ থামের উপরে ও পিঢ়ামুণ্ডেই এর দুই পাশে ছোট

আকারের রক্ষভক্ষ থাকায় বাড় যে উপরের গণ্ডীকে ভাল করিয়া সামলাইয়া আছে সে ভাব অধিক পুষ্ট হইয়াছে।

দেউলচারণী—রক্ষভক্ষ হইতে সামান্য পৃথক ভঙ্গিতে কাঁধ ও মাথার উপরে ভার বহিয়া কতকগুলি স্ত্রীমূর্ত্তি অঁলাবেকিতে বসান হইয়াছে। তাহারা যেন অঁলার ভার বহন করিতেছে। ইহাদের দেউলচারণী বলে। সংখ্যা ৮।

নাগনাগিনী ও নাগবন্ধী—মানুষের দেহের নীচের দিক সাপের মত করিলে নাগের আকৃতি হয়। নাগ বা নাগিনী একা অথবা যুগল অবস্থায় নানাস্থানে থাকে, তাহা নীচের তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে।

(ক) প্রধান পিষ্ট, তলজাংঘ (১২।১৫″) একা— ১৩৯

যুগল—১২

জগমোহন বাড়, খাখরা-পিঢ়া-মুণ্ডেই এর

দুই পাশে—১০

প্রথম কান্টিতে—১০

দ্বিতীয়কান্টিতে—২২

(খ) নাটমন্দিরে নাগনাগিনী—নাই

(গ) মায়াদেবীর বাড়ে খাখরা-পিঢ়া-মুণ্ডেইএর পাশে একা —৩৪। এগুলি ছাড়া যাদুঘরে ও অন্যত্র অনেকগুলির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

প্রতি দরজার চারিদিকে যে সকল অলঙ্কার থাকে, তাহাদের মধ্যে একটির নাম নাগবন্ধী। দুই নাগ ও নাগিনী জড়াইয়া যেন সমস্ত দরজাকে বেড়িয়া আছে। প্রধান দেউলের পুব ও উত্তর দুয়ারে এবং মায়াদেবীর গম্ভীরায় প্রবেশের দরজায় নাগবন্ধীর চিহ্ন আছে। যাদুঘরেও এই অলঙ্কারের ভাঙ্গা টুকরা দেখা যায়।

গেলবাইডালি বা মনুষ্যকৌতুকী—একটি লতা আঁকিয়া বাঁকিয়া

গিয়াছে এবং তাহার প্রতি ঢেউএর মাঝে একজন শিশু বা পুরুষ নৃত্যের ভঙ্গি বা অন্য ভঙ্গিতে রহিয়াছে। ইহাও দরজার চারিদিকের অলঙ্কার। পুবদরজা উত্তরদরজা ও যাদুঘরে গেলবাইডালির উদাহরণ আছে। তাহা ছাড়া ভাঙ্গা টুকরা ও আছেই।

বরঝাঞ ঝি— এক রকম ফুলের নাম বারঝাঞ ঝি। তাহার মালা করিয়া দরজার চারিদিকে চিত্রিত করা হয়।

বন্ধকাম— স্ত্রী ও পুরুষের মৈথুন বা রতির মূর্ত্তিকে বন্ধকাম বলে। কণারকের বন্ধকামের মধ্যে কোনও বাঁধা ছাঁচ পাওয়া যায় না। শিল্পী এগুলির রচনায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ফলাইয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে সাধু সন্ন্যাসীকে আনিয়া বোধ হয় হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে। বন্ধকামের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, কেবল একটি মূর্ত্তি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। কয়েক স্থলে দেখা যায় একজন স্ত্রী বা পুরুষ নগ্ন অশ্লীল ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার নিম্নে একটি কুণ্ডে আগুন জ্বলিতেছে। ইহাতে বোধ হয় কামের আগুন জ্বলা নির্দ্দেশ করিতেছে।

বন্ধকামের সংখ্যা ঃ—

(ক) প্রধান পিষ্ঠ

তলজাংঘে (১২।১৫″)—৪৪
উপরজাংঘে (১৮″)—৮৩+১৩ (?)
খাখরামুণ্ডেইএ (৬″)—১৪৬
বড়দেউলে ছিল কিনা জানা যায় না।
পার্শ্ব দেউলে—১৭
জগমোহনে উপরজাংঘের সমস্তরে
বন্ধকাম-ঘরে (৪।৫′)—১৭
পিঢ়ামুণ্ডেই ও
খাখরামুণ্ডেইএর দুই পাশে (৬′)—৮৯

(খ) নাটমন্দির

সিংহপিষ্টে (৬″)—৪

পদ্মশীর্ষ থামের গায়ে—২

(গ) মায়াদেবী

সিঁড়ির পাশে

বজ্র-ও খাখরা-

মুণ্ডেইএ (৯″)—৩১

বাড়ে তলজাংঘে—১৬

গম্ভীরার দরজায়—২

এতদ্ভিন্ন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এবং চাকা ও দরজায় বন্ধকাম আছে। তাহাদের সংখ্যা যথাস্থানে করা যাইবে।

পুরুষমূর্ত্তি—একক পুরুষের মূর্ত্তি, নৃত্যশীল বা অন্যবিধ অবস্থায় আছে। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মুখের আকার রাক্ষসের মত।

(ক) প্রধান পিষ্ট

তলজাংঘে—৮

উপরজাংঘে—৫

(খ) নাটমন্দির

পিষ্টের জাংঘে—৭

গর্ভগৃহের থামে—প্রায় ৩০

কন্যামূর্ত্তি—কন্যা বলিলে স্ত্রীলোকের সাধারণ মূর্ত্তিকে বুঝায়। ইহারা নানা ললিত ভঙ্গিতে একলা অথবা সখীর সহিত দাঁড়াইয়া আছে। কেহ নৃত্য করিতেছে, কেহ বাজনা বাজাইতেছে।

কন্যামূর্ত্তির সংখ্যা :—

(ক) প্রধান পিষ্ট

তলজাংঘে (১২।১৫″)—১৫৭ (সখীসমেত ১৮৩)

খাখরামুণ্ডেইএ (৬৷৭″)—৫২
উপরজাংঘে (১৮৷২০″)—৪৯

বড়দেউলে উপরজাংঘে

বিভিন্ন রথের সন্ধি স্থলে (৫৷৬″)—১
অন্যত্র ছোট—১
পার্শ্বমন্দিরে—৪১

(খ) জগমোহন

প্রথম পোটলের উপর (৫৷৬″)—১৫ + ১ জোড়া পা
দ্বিতীয় পোলের উপর (৫″)—১৫ +
১ জনের শূন্য আসন
প্রথম কান্টিতে (৩′)—১২
দ্বিতীয় কান্টিতে (৩′)—৯

(গ) নাটমন্দির

প্রধান পিষ্টে তলজাংঘ,
উপরজাংঘ ও
পাভাগে—প্রায় ৩৬০
সিংহপিষ্টে (৮৷৯″)—৫৯
পদ্মশীর্ষ থামে (৮৷৯″)—৬৩
গর্ভগৃহে থামে (১২″)—প্রায় ১০০

(ঘ) মায়াদেবী

সিঁড়ির পাশে
বজ্র ও খাখরামুণ্ডেইএ—৫
তলজাংঘে—৩
উপরজাংঘে—৬
জগমোহনের গর্ভগৃহে—১৭

এতদ্ভিন্ন ৫৷৬′ আকারের ২৷২টি কন্যামূর্ত্তি যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

সেগুলির আকার দেখিয়া অনুমান হয় তাহারা বড়দেউলের উপর-জাংঘে রথের সন্ধিস্থলের অষ্টসখীরূপে ছিল। তাহা ছাড়া ভাঙ্গা ছোট কন্যামূর্ত্তিও কিছু রহিয়াছে।

মাতৃমূর্ত্তি—মা ছেলেকে কোলে লইয়া আছেন, ইহাই এই মূর্ত্তির বিষয়।

(ক) প্রধান পিষ্ঠ

উভয় জাংঘে (১২।১৪′)—৭

খাখরামুণ্ডেইএ—২

বড়দেউলের পার্শ্বমন্দিরে—১

জগমোহনের প্রথম কাণ্টিতে (৩।৪′)—১

(খ) নাটমন্দির

পিষ্টে উভয় জাংঘে—২

সিংহপিষ্টে—২

বিবিধ—এই সকল মূর্ত্তি ছাড়া খাখরা প্রভৃতি মুণ্ডেইএ নানা বিষয়ক চিত্র দেখা যায়। তাহারা সূক্ষ্ম বর্ণনার যোগ্য নহে। সাধারণতঃ রাজসভা, শিকার প্রভৃতি অঙ্কিত আছে। মধ্যে মধ্যে দেবদেবীর মূর্ত্তিও বর্ত্তমান।

সংখ্যা ঃ—

(ক) প্রধান পিষ্টে সভা—৭

শিকার—৩

সাধারণ নরনারী—৩

প্রসাধনরত বীর—২

পশুকে আদর করা—২

বড়দেউলে খাখরা-পিঢ়া-মুণ্ডেইএ

রাজসভা ইত্যাদি—৭

পার্শ্বমন্দিরে রাজসভা ইত্যাদি—১০

দানপত্রের চিত্র

সিংহদ্বার

অশ্বদ্বার

জগমোহন বাড়ে

শিকার—৪

দ্বিতীয় কান্টিতে বিবিধ—৮

নালীমুখ—নর্দ্দমার মুখে জল বাহির হওয়ার জন্য মকরের মুখ প্রায় খোদিত হইত। মায়াদেবীর মন্দিরে একটি কুমীরের মুখও আছে। ইহাদের শুধু হাঁ করিয়া থাকা ভাল দেখাইবে না বলিয়া কুমীরের মুখে মাছ ও মকরের শুঁড়ে দুইজন বিপদগ্রস্থ নরের মূর্ত্তি আছে; জন্তু দুইটি যেন তাহাদের লইয়াই ব্যস্ত থাকায় মুখ খুলিয়া রহিয়াছে।

নাটমন্দিরে মকরমুখ ছাড়া নালীমুখে কতকগুলি মনুষ্যমূর্ত্তি আছে। তাহাদের মুখ অথবা অন্যান্য অঙ্গ দিয়া জল বহিয়া যাইত। এগুলি অশ্লীল ভাবাপন্ন।

চাকার মূর্ত্তি—স্থপতীয় বিভাগে চাকার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছিল। এখানে তাহার উপরের মূর্ত্তিগুলির তালিকা দেওয়া হইবে। এ সকল মূর্ত্তি পূর্ব্বের তালিকাগুলিতে গণন করা হয় নাই।

অশ্বদ্ব র—বালিপাথরে তৈয়ারি দুইটি বিশালকায় ঘোড়া মন্দিরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পিঠে যুদ্ধের সাজ, বাণভরা তূণ ও তলোয়ার ঝুলিতেছে। একজন পুরুষ ঘোড়ার জিন ও লাগাম ধরিয়া আছে। ঘোড়ার পিছনের পা মাটির উপর। বুকের তলায় দুইজন করিয়া মানুষ সামনের পায়ের চাপে ধরিয়া আছে। এই লোকগুলির চেহারা রুক্ষ ও তাহাদের মুখ বিকরাল, তাহাদের হাতে ঢাল ও বাঁকা তলোয়ার। একটি ঢালের উপর ঝালর ছাড়া ৩টি টিকটিকির চিত্র আছে। ঢালের কাজ রোদবৃষ্টিতে একবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

হস্তীদ্বার—দুইটি হাতী মন্দিরের দিকে মুখ করিয়া রহিয়াছে। পিঠে ঝালর দেওয়া হাওদা আছে। একটি হাতীর পেটের তলায় এবং অপরের শুঁড়ে জড়ান রাক্ষসের মূর্ত্তি রহিয়াছে।

এই হাতীগুলির উপর সময়ে সময়ে মোটা প্রলেপ পড়িয়াছিল। এক সময়ে তাহার উপর লাল রং (এলামাটি) দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পরে আবার সাদা চুনকাম করা হয়। এসব চিহ্ন এখনও আছে।

পূর্ব্বে হাতী ও ঘোড়া উত্তর ও দক্ষিণ সিঁড়ির পাশে ছিল। কিন্তু ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এগুলিকে কিছু দূরে বেদীর উপরে বসান হয়, এবং সেই সময়ে ভুল করিয়া তাহাদের মুখ মন্দিরের দিকে করা হয় (বিষণ-স্বরূপ)।

পুবদরজা—জগমোহনে প্রবেশ করিবার জন্য পূর্ব্ব উত্তর ও দক্ষিণ দিকে তিনটি দরজা এবং জগমোহন হইতে গম্ভীরায় প্রবেশের জন্য ভিতরে একটি দরজা ছিল। এগুলির মধ্যে পুবদিকের দরজার কারু-কার্য্য প্রায় অক্ষত অবস্থায় ও উত্তরদিকের কারুকার্য্য অতি সামান্য অবশিষ্ট আছে। কেবল পূর্ব্বদিকের দরজার বিবরণ দেওয়া হইল। দ্বারের তিনদিকে সরু ৭টি নকসার সারি আছে।

প্রথম—আলঙ্কারিক লতাপাতার নকসা।

দ্বিতীয়—নাগবন্ধী।

তৃতীয়—দুই পাশে বন্ধকাম ও দরজার উপরে উপবিষ্টা নর্ত্তকীদের মূর্ত্তি।

চতুর্থ—দুইপাশে গেলবাইডাকি। দরজার উপরে পরিকন্যারা উড়িয়া যাইতেছে ও তাহাদের পিঠে একজন করিয়া লোক বসিয়া আছে।

পঞ্চম—আলঙ্কারিক নকসা। উপরে নৃত্য ও বাদনরতা নারী।

ষষ্ঠ—চতুর্থের মত বন্ধকাম। উপরে উপবিষ্টা নৃত্য ও বাদনরতা নারী।

সপ্তম—বরঝাঞ্ঝি।

অষ্টম—পদ্মদলের চিত্র।

নবম—আলঙ্কারিক নকসা।

প্রতি শ্রেণীতে, দরজার উপর ঠিক মাঝখানে দেবদেবীর মূর্ত্তি। তাহার মধ্যে কমলা ব্রহ্মা ও কয়েকজন শ্মশ্রুবিশিষ্ট দেবতাকে দেখা যায়।

আলম্বনে চিত্র—

আলম্বনে চিত্র তিনরকম হইয়া থাকে—গজগামিনী, হংসলহরী ও মনুষ্যলহরী।

(ক) গজগামিনী—গজগামিনীর বিষয় হইল একটি আলম্বনে অনেক বন্য হাতী নানাভঙ্গিতে চলাফেরা করিতেছে। তাহার মধ্যে অন্যান্য 'বনজীব' ও থাকিতে পারে।

উদাহরণ ঃ—

প্রধান পিষ্টের উপানে নিম্নসংখ্যক মূর্ত্তি দেখিলে বুঝা যাইবে এগুলির মধ্যে হাতী ও বনজীবই বেশী।

(ক) হাতী—১৫৯৭
ভারবাহী বলদ—২৭
বরাহ—১৪
সিংহ—২
ময়ূর—১
জিরাফ—১
ঘোড়া—৩৫
হরিণ—১০
সওয়ার ও সৈনিক মানুষ—অনেক

(খ) হাতীর পিঞ্জর—১০
ঢাল—১৭

ছাতা—১১
বাঁক—৮
পাল্কি—২
গরুর গাড়ি—১
ঢোল—১
বাঁশি—১
উনান—২
বড় হাঁড়ি—৪
ছোট—৪
পতাকা—২

মানুষের সংখ্যা বেশি হইলেও তাহারা সাধারণতঃ সওয়ার হিসাবেই আছে।

(খ) হংসলহরীতে অনেকগুলি হাঁস বিভিন্ন ভঙ্গিতে চিত্রিত থাকে।

উদাহরণ ঃ—

নাটমন্দিরে বাড় আকারের পিষ্টে বরণ্ডির বরণিতে হংসলহরী আছে। দক্ষিণদিকে লহরীতে ২৪৫ হংস, কিন্তু তাহারা একেবারে একই ভঙ্গিতে আঁকা বলিয়া লহরীর যে বৈচিত্র্য তাহা নষ্ট হইয়াছে।

(গ) মনুষ্যলহরী—যে আলম্বনে নানা ভঙ্গিতে মনুষের চিত্র বেশি তাহাকে মনুষ্যলহরী নাম দেওয়া গেল। শিল্পশাস্ত্রে এই নাম নাই।

উদাহরণ ঃ—

মায়াদেবীর মন্দিরে পদ্মপিষ্টের বসন্তে মনুষ্যলহরী উদাহরণস্বরূপ লওয়া যাইতে পারে।

সাধারণ মানুষ—১১৭
সৈনিক—১৬৪

সওয়ার, হাতী, ঘোড়া ও
উটের উপর—১২৪
নৃত্যবাদনরতা কন্যা—৪৩
উপবিষ্ট রাজার সম্মুখে নৃত্যসভায়—২
রাজসভা—৮
শিকারী রাজা—১

রাজা অশ্বারোহণে ছুটিয়া যাইতেছেন এবং তাঁহার গৌরব বাড়াই-বার জন্য একজন সম্মুখ হইতে (!) তাঁহার মাথায় ছাতা ধরিয়া আছে। এই ধরণের ভুল আরও দু'একটি চিত্রে দেখা যায়।

মনুষ্যলহরীতে কোথাও ধারাবাহিক গল্পের সন্ধান পাওয়া গেল না।

খোদিত জীবজন্তুর তালিকা ঃ—

কণারকে খোদিত সর্ব্বপ্রকার জীবজন্তুর তালিকা দেওয়া হইল।

ইহার মধ্যে অনেকগুলি দেবতাবিশেষের বাহনরূপে আছে ঃ হাতী, ঘোড়া, বলদ, হরিণ, বানর, বরাহ, ছাগল, কুকুর (?), কুমীর, কচ্ছপ, মাছ, টিকটিকি, সাপ, সিংহ, জিরাফ, উট, হাঁস, শুকপাখী ও ময়ূর। কাল্পনিক জীবের মধ্যে নাগ, মকর ও সিংহদেহী মনুষ্যমস্তক মূর্ত্তি বর্ত্তমান।

চাকার মূর্ত্তি

চাকার সংখ্যা	অক্ষাগ্র	অর	নেমি
উত্তরদিকে			
১	ভাঙ্গা	চতুর্ভুজ বৃষারূঢ় দেবতা—২ বাকি নষ্ট	লতাপাতার ফাঁসে জীবজন্তু
২	ভাঙ্গা	বন্ধকাম—৭ উপবিষ্ট কন্যা—১	”
৩	কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি	বন্ধকাম—৬ ১ পুরুষের কোলে ২ স্ত্রী—১	”
৪	কমলা, অরের চারিদিকে পদ্মদলে নর্ত্তকী	নৃত্যশীলা কন্যা—৫ বাকি অস্পষ্ট	”
৫	ভাঙ্গা পদ্মদলে নর্ত্তকী	নৃত্যশীলা কন্যা—৬ বন্ধকাম—২	”
৬	ভাঙ্গা	বন্ধকাম—৮	শুধু লতাপাতা

চাকার সংখ্যা	অক্ষাগ্র	অর	নেমি
৭	ভাঙ্গা	নৃত্যশীলা কন্যা—১ বন্ধকাম—৭	লতাপাতার ফাঁসে জীবজন্তু
৮	কমলা	বন্ধকাম—৭ ভাঙ্গা—১	”
৯	ভাঙ্গা	বন্ধকাম—২ ভাঙ্গা—৬	
১০	ভাঙ্গা	বন্ধকাম—৪ বাকি ভাঙ্গা	”
১১	ভাঙ্গা	বন্ধকাম—৮	”
১২	ভাঙ্গা	বন্ধকাম—১ বাকি ভাঙ্গা	”

চাকার সংখ্যা	অক্ষাগ্র	অর	নেমি
দক্ষিণদিকে			
১	অশ্বারোহী	বরাহ অবতার, নারায়ণ ও আর তিন দেবতা	লতাপাতার মধ্যে হরিণ, বরাহ, সিংহ, বানর, বিরাল
২	ভাঙ্গা	কন্যা ৮ আসনে বসিয়া নৃত্যরত	„ +২ চুম্বনরত হরিণ
৩	ভাঙ্গা	„	„ + বন্ধ অবস্থায় বানর ও হংস
৪	হাতীর পিঠে রাজা ও ছত্রধারী। হাতীর পদতলে দলিত মানুষ। সম্মুখে ৫ পুরুষ।	উপবিষ্টা নারী—২ উপবিষ্ট পুরুষ—১ অশ্বপৃষ্ঠে শিকারী—১	„
৫	ভাঙ্গা	শিকারী, রাজসভা, বন্ধকাম	„

চাকার সংখ্যা	অক্ষাগ্র	অর	নেমি
৬	ধনুর্ধর	কন্যা—১ বন্ধকাম—১ শিকার—৫	”
৭	নৃসিংহ অবতার	অশ্বারোহী—১ অবশিষ্ট নৃত্যশীলা উপবিষ্টা নারী	”
৮	ভাঙ্গা	বন্ধকাম—২ কন্যা—৪ পুরুষ—১ ভাঙ্গা—১	”
৯	ভাঙ্গা	বন্ধকাম—৮	”
১০	ভাঙ্গা	বন্ধকাম—৩ বাকি ভাঙ্গা	”
১১	ভাঙ্গা	কন্যা—২ বন্ধকাম—১ সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি—১	”
১২	ভাঙ্গা	অশ্বারোহী—২ বাকি ভাঙ্গা	”

৮

পঞ্চম অধ্যায়

দেবদেবীর তালিকা—কণারকের ধ্বংশাবশেষের মধ্যে নিম্নলিখিত দেবদেবীর মূর্ত্তি বর্ত্তমান ঃ সূর্য্য (দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ), পূষা, হরিদশ্ব ও তাঁহাদের চারিদিকে রাজ্ঞী ও নিক্ষুভা, পিঙ্গল ও দণ্ড, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু। অরুণ। চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু। ইন্দ্র, বহ্নি, পিতৃপতি, নির্ঋতি, বরুণ, অনিল, ধনদ, শঙ্কর। ইন্দ্রাণী, বহ্নিপত্নী, যমপত্নী, বরুণানী, অনিলপত্নী, কুবেরপত্নী। নারায়ণ, নৃসিংহ—হিরণ্যকশিপুবধে অথবা লক্ষ্মীকে কোলে লইয়া শান্ত অবস্থায়, বরাহ, অনন্ত। গণেশ। দিক্‌পতি শঙ্কর ছাড়া শিবলিঙ্গ, নৃত্যশীল শিব, নৃত্যশীল ভৈরব (চতুর্ম্মুখ)। জগন্নাথ, শ্রীকৃষ্ণ (গোবর্দ্ধনধারণ)। কমলা, মহিষমর্দ্দিনী। গঙ্গা, যমুনা।

সূর্য্য—পশ্চিম পার্শ্বদেবতা। ৭।৮´ উচ্চ। দুই হাত ও আয়ুধ দুই পদ্ম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মাথায় সুগোল মুকুট, বাহুতে কেয়ূর, গলায় মালা, কোমরে কটিবন্ধ, দেহে যজ্ঞোপবীত, পায়ে জুতা। মূর্ত্তির পিছনে তোরণের শীর্ষে রাহুমুখ ও তাহার দুই পাশে দুইজন পুরুষ শঙ্খ বাজাইতেছে। তোরণের উপরে কতকগুলি নৃত্যবাদনরতা স্ত্রীমূর্ত্তি। আরও বাহিরের দিকে দুইজন স্বর্গবাসী মালা ও ঘণ্টা লইয়া উড়িয়া আসিতেছেন। তাহাদের প্রত্যেকের পিঠে একজন করিয়া লোক বসিয়া আছে। সূর্য্যদেবের মাথার দুই পাশে স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মূর্ত্তি। কোমরের দুই পাশে দুইজন করিয়া স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছেন। দেবতার পায়ের দুই পাশে দুই খাখরা-মুণ্ডই। তাহার সম্মুখে দুইজন পুরুষ ঢাল তরোয়াল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহা ছাড়া আরও ছোট আকারের স্থূলোদর দুইজন ব্যক্তিও তাহাদের সহিত রহিয়াছে। দুইপ্রান্তে দুইজন যোদ্ধা তীর ছুড়িবার

ভঙ্গিতে (প্রত্যালীঢ়পদে) দাঁড়াইয়া আছে। এ দুইটি মূর্ত্তি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহার পুরোহিত বা গুরুর মূর্ত্তি হইতে পারে।

নীচে অরুণ সারথিরূপে ছিলেন, তাঁহার মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পঞ্চরথ সিংহাসনের জাংঘে অনেকগুলি নর্ত্তকীর মূর্ত্তি। তাহার তলে সূর্য্যদেবের বাহন সপ্তাশ্ব রহিয়াছে।

সূর্য্যের আর একটি মূর্ত্তি (৩।৫´) যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

পূষা—(৭।৮´)—দক্ষিণ পার্শ্বদেবতা। ইনি ঠিক সূর্য্যের মত। কেবল ইঁহার মাথায় মুকুটের কেশ নূতন ভাবে বিন্যস্ত।

মায়াদেবীর দক্ষিণ পার্শ্বদেবতা রূপে (৪।৫´) পূষার এক মূর্ত্তি আছে, কিন্তু তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পাশে অনুচরের সংখ্যা কম। তাহাদের ঢাল বা চর্ম্মে কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন দেখা যায়।

হরিদশ্ব—উত্তর পার্শ্বদেবতা (৭।৮´)। ইনি সূর্য্যের মত, কেবল বিশেষত্ব হইল ইনি অশ্বের উপরে উপবিষ্ট। তাহা ছাড়া যে দুই ভক্ত সূর্য্যের ও পূষার পদতলে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারাই বোধহয় এক্ষেত্রে দেবতার সিংহাসনের ভার কাঁধে বহন করিতেছেন। পার্শ্বচরগণের মধ্যে প্রত্যালীঢ়পদ দুই যোদ্ধার অভাব।

মূর্ত্তির নীচে সপ্তরথ খুরপিষ্ঠ। তাহার নীচে আরও বিস্তৃত পঞ্চরথ খুরপিষ্ঠ।

মায়াদেবীর উত্তর পার্শ্বদেবতা হরিদশ্ব ৪।৫´ উচ্চ।

চতুর্ভুজ সূর্য্যনারায়ণ—যাদুঘরে অবস্থিত। প্রায় ২´ উচ্চ মূর্ত্তি। দুই হাতে সনাল পদ্ম ছিল। বামহাতে বরমুদ্রা, দক্ষিণে শূল। পায়ে জুতা, গলায় মালা ও যজ্ঞোপবীত, কটিতে কটিবন্ধ ইত্যাদি। মাথার উপরে রাহুমুখ, শঙ্খবাদনকারী দুইমূর্ত্তি ও মালাধারী দুই স্বর্গ-বাসী। তোরণের পাশে চার কন্যা মালা ও চামর লইয়া বর্ত্তমান। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নাই। পার্শ্বচরগণের মধ্যে মাত্র দুইজন অসি-চর্ম্মধারী পুরুষ। স্ত্রীলোকেরা নাই। নীচে অরুণ ও সপ্তাশ্ব।

এইখানে Mayurbhanj Archæological Survey vol. 1. p. xvi,তে প্রকাশিত সূর্য্যদেবের ধ্যান উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। তাহা হইতে পার্শ্বচরগণের নাম জানিতে পারা যাইবে।

একচক্রং সসপ্তাশ্বং সসারথিং মহারথম্।
হস্তদ্বয়ঃ পদ্মধরং কঞ্চুকশ্চর্ম্মবক্ষসম্॥
অকুঞ্চিতসুকেশস্তু প্রভামণ্ডলমণ্ডিতম্।
কেশং-বেশ সমাযুক্ত স্বর্ণরত্নবিভূষিতম্।
নিক্ষুভা দক্ষিণে পার্শ্বে বামে রাজ্ঞী প্রকীর্ত্তিতা॥
সর্ব্বাভরণসংযুক্তা কেশহারসমুজ্জ্বলা।
এবমুক্তরথস্তস্য মকরধ্বজ ঈর্য্যতে॥
মুকুটঞ্চাপি দাতব্যমন্যৎ সর্ব্বং সমণ্ডলম্॥
একবক্ত্রাঙ্কিতো দণ্ডো স্কন্দস্তেজস্করাম্বুজম্।
কৃত্বা তু স্থাপয়েৎ পূর্ব্বপুরুষাকৃতরূপিণৌ॥
হয়ারূঢ়স্তু কুর্ব্বীত পদ্মস্থং বার্চনামকম্।
স দিব্যমানবপুষং সর্ব্বলোকৈকদীপকম্॥
জাতিহিঙ্গুল্যসংস্থাপ্য কারয়েৎ সূর্য্যমণ্ডলম্।
চতুর্বাহুর্দ্বিহস্তো বা রেখামণিবিভাজনা॥
দ্বিহস্তস্থ সরোজন্ম শবলাশ্বরথস্থিতঃ।
দণ্ডশ্চ পিঙ্গলশ্চৈব দ্বারপালৌ চ খড়্গিনৌ॥

অরুণ—সূর্য্যদেবের সারথি। তাঁহার শরীর কটিদেশের নীচে না থাকার কথা[১], কিন্তু কণারকের যে অরুণস্তম্ভ পুরীতে রহিয়াছে তাহার অরুণ সম্পূর্ণদেহ, নতজানু, হাতে অণ্ড ও পায়ের নীচে একটি সাপ আছে। কলিকাতায় যাদুঘরে সূর্য্যমূর্ত্তির (N. S. 2064) সহিত সম্পূর্ণদেহ অরুণ আছে। ময়ূরভঞ্জের এক মূর্ত্তিও ঐরূপ[২]।

নবগ্রহ—যাদুঘরে একটি দীর্ঘ পাটে নবগ্রহের মূর্ত্তি খোদিত আছে। তাহা পুব দরজার উপরে ছিল। প্রতি দরজার উপরে এইরূপ নবগ্রহ-

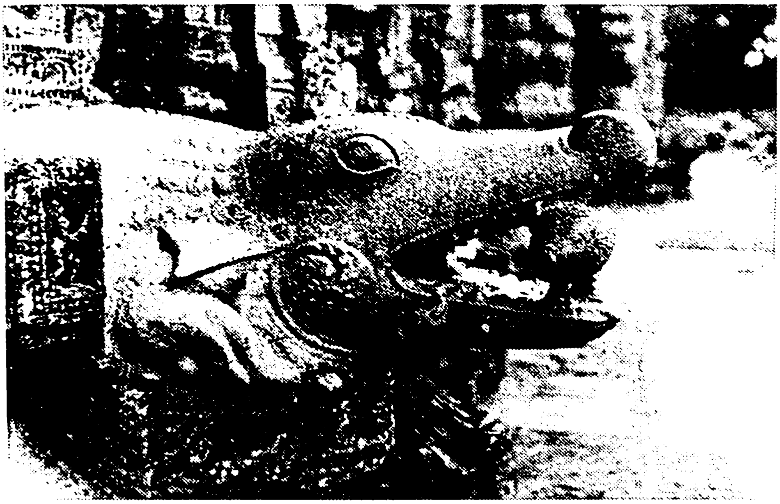

কুম্ভীর চিত্র

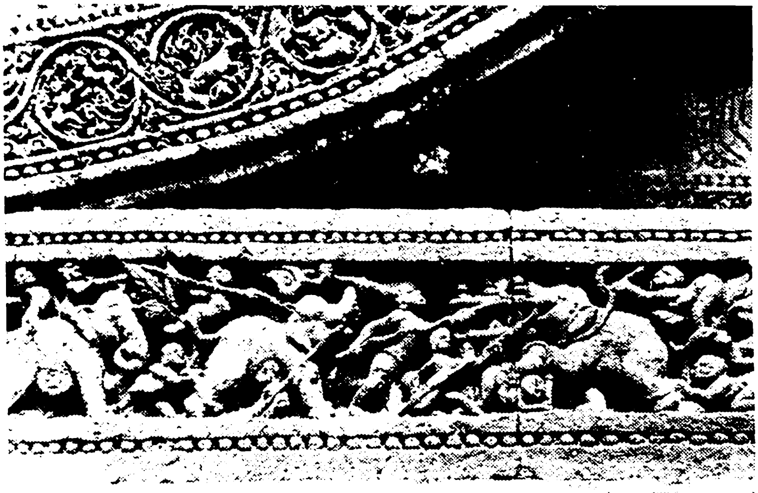

চক্রের হস্তী

সূর্য মূর্ত্তি

নৃত্যশীল ভৈরব

পাটের অবস্থান দেখা যায়। এইরূপে দক্ষিণ পার্শ্বমন্দিরের দরজায়ও নবগ্রহপাট আছে। মায়াদেবীর মন্দিরে পুবদিকের দাওয়ার উপরে ঐরূপ একটি পাটে রবি সোম হইতে রাহু পর্য্যন্ত গ্রহগণের মূর্ত্তি আছে, কেতু নাই।

সূর্য্যনারায়ণ—স্বস্তিকাসন। দ্বিভুজ, সনালপদ্মহস্ত। মাথায় সুচাল মুকুট।

চন্দ্র—স্বস্তিকাসন। দ্বিভুজ। বামহস্তে ভাণ্ড ও দক্ষিণে অক্ষসূত্র। মাথায় সুচাল মুকুট।

মঙ্গল—চন্দ্রের মত।

বুধ—চন্দ্রের মত।

বৃহস্পতি—স্থূলোদর, শ্মশ্রুবিশিষ্ট, হস্তে ভাণ্ড ও অক্ষসূত্র। স্বস্তিকাসন।

শুক্র—চন্দ্রের মত।

শনি—চন্দ্রের মত।

রাহু—কটি পর্য্যন্ত দেহ। মাথায় অন্যবিধ মুকুট। মাথার চারিদিকে জটা অগ্নিশিখার মত বিন্যস্ত। বিকরাল মুখ। হাতে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি দুই বস্তু ছিল।

কেতু—শরীরের অধোভাগ নাগের মত। বাম হাতে অগ্নিকুণ্ড, দক্ষিণে অসি।

অষ্ট দিক্পাল ও তাঁহাদের শক্তি—যাদুঘরে মুগুনিপাথরে তৈয়ারি ২' আন্দাজ উচ্চ দিক্পালগণ ও তাঁহাদের স্ত্রীর কতকগুলি মূর্ত্তি আছে। সেগুলি সম্ভবতঃ বড় দেউল বা জগমোহনের বাড়দেহে কণিক-রথে খাখরা- ও পিঢ়ামুণ্ডেইতে অবস্থিত ছিল।

নাটমন্দিরে বাড় আকারের পিষ্টে কণিকবিভাগের তলজাংঘে দিক্পালগণের ও উপজাংঘে তাঁহাদের শক্তির মূর্ত্তি আছে। তাহার মধ্যে শঙ্করের পত্নী নাই এবং পুবদিকে অসমাপ্ত বলিয়া ইন্দ্র ও বহ্নির

মূর্ত্তি খোদাই করা হয় নাই। খাস নাটমন্দিরের বাড়ে ঐরূপ কতক-গুলি মূর্ত্তি আছে। মায়াদেবীর মন্দিরে জগমোহনের কর্ণিকেও তিন জন দিক্‌পালের মূর্ত্তি যথাস্থানে আছে। বাকি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

নাটমন্দিরে ও মায়াদেবীর দিক্‌পালগণ সাধারণতঃ ৫।৬´´ উচ্চ।

সমস্ত দিক্‌পাল বীরাসনে[৩] উপবিষ্ট।

ইন্দ্র—ঐরাবতবাহন, উন্নত দক্ষিণ হস্তে বজ্র, অপর হস্তে কি ছিল বুঝা যায় না। ইনি স্থূলকায় নহেন (নাট-বাড়)।

ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রেরই মত (নাট-বাড়)।

বহ্নি—শ্মশ্রুবিশিষ্ট, স্থূলকায় ছাগবাহন, হাতে দণ্ড ও অক্ষসূত্র (?)। পাশে কুণ্ডে আগুন জ্বলিতেছে (নাট-বাড়, যাদুঘর)।

বহ্নিপত্নী—স্থূলতনু নহেন।

পিতৃপতি—বৃষারূঢ় (মহিষ ?), স্থূলকায়, হাতে পাশ ও দণ্ড (নাট-পিষ্ট, নাট-বাড়, যাদুঘর)।

যমপত্নী—স্থূলকায় নহেন (নাট-পিষ্ট, নাট-বাড়)।

নির্ঋতি—একজন মানুষ মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে এবং ইনি তাহার উপর উপবিষ্ট আছেন। বাম হাতে নরমুণ্ড, গলায় নর-মুণ্ডের মালা, দক্ষিণ হাতে অসি। স্থূলকায় নহে (যাদুঘর (ভগ্ন), নাট-পিষ্ট, নাট-বাড়)।

নির্ঋতি পত্নী—নির্ঋতির মত (নাট-পিষ্ট, নাট-বাড়)।

বরুণ—স্থূলকায়, শ্মশ্রুবিশিষ্ট, মকরের উপর আরূঢ়। হাতে পাশ ও বরমুদ্রা (নাট-পিষ্ট, নাট-বাড়)।

বরুণানী—স্থূলকায় নহেন (নাট-পিষ্ট, যাদুঘরে এই মূর্ত্তি সাধারণতঃ 'গঙ্গা' নামে পরিচিত)।

অনিল—স্থূলকায় নহেন, মৃগবাহন, ২ হাতে দণ্ড (?), তাহার মধ্যে একটি পতাকার মত দেখায় (নাট-পিষ্ট, নাট-বাড়, মায়া-বাড়)।

অনিলপত্নী—স্বামীর মত।

কুবের—স্থূলকায়। হাতে কি জিনিস বুঝা যায় না। আসনের নীচে কতকগুলি ঘড়া (নাট-পিষ্ঠ, নাট-বাড়, মায়া-বাড়)।

কুবেরপত্নী—স্থূলকায় নহেন (নাট-পিষ্ঠ)।

শঙ্কর—চতুর্ভূজ, উলঙ্গ। জটায় অর্দ্ধচন্দ্র, হাতে দণ্ড, বরমুদ্রা ও আর দুটিতে কি ছিল বুঝা যায় না। বামগুল্‌ফ লিঙ্গমূলে স্থাপিত (নাট-পিষ্ঠ, নাট-বাড়, যাদুঘর)।

ব্রহ্মা—সূর্য্যদেবের পার্শ্বচররূপে অথবা পুবদরজার লক্ষ্মীপাটে অবস্থিত। স্থূলোদর, চতুর্ম্মুখ, শ্মশ্রুবিশিষ্ট। স্বস্তিকাসনস্থ।

নারায়ণ—যাদুঘরে ২´৬´´ আন্দাজ উচ্চ। দণ্ডায়মান, হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ছিল। ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহাশয়ের সময়ে গদা ছিল,[8] এখন কেহ তাহা ভাঙ্গিয়া লইয়াছে। মাথায় সুচাল মুকুট, কাণে কুণ্ডল, বাহুতে কেয়ূর, শরীরে উপবীত, সূর্য্যদেবের মত কটিবন্ধ।

তোরণের উপরে রাহুমুখ ও তাহার পাশে শঙ্খবাদনকারিণী মূর্ত্তি। তোরণের উপর কন্যামূর্ত্তি। আকাশে স্বর্গবাসী উড়িতেছে। পাশে ব্রহ্মা ও অন্য দেবমূর্ত্তি (কে ?)।

রাহুর দুই পাশে চামরধারী দুই কন্যা। শরীরের দুই পাশে দুই পিঢ়ামুণ্ডেই ও তাহার সম্মুখে দুই স্ত্রীমূর্ত্তি। পদতলে গরুড়।

সিংহাসনে লতাপাতার মধ্যে কয়েকটি স্ত্রীমূর্ত্তি।

শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ—প্রধান দেউলের উত্তর পার্শ্বমন্দিরের সিঁড়ির পাশে একটি মুণ্ডেইএর মধ্যে একজন পুরুষ বামহাতের তালুতে মাথার উপরে পাহাড়ের মত কিছু ধরিয়া আছেন। তাহার নীচে তিন চারিটি গরু আছে। পুরীর ভোগমন্দিরে সিংহপিষ্টের বসন্তে উত্তর সিঁড়ির পাশে ঠিক এইরূপ একটি চিত্র আছে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য লীলার মধ্যে ঐটি গোবর্দ্ধনধারণের চিত্র। অতএব কণারকের মূর্ত্তিটিকে গোবর্দ্ধনধারণের চিত্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

জগন্নাথ—পুরীর জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি কণারকে তিনটি আছে।

যাদুঘরে দুইটি মূর্ত্তিতে একত্র জগন্নাথ, মহিষমর্দ্দিনী ও শিবলিঙ্গ দেখা যায়। তাহা ছাড়া **প্রধান** দেউলের পিষ্টে উপরজাংঘে ঠিক ঐরূপ এক চিত্র আছে। এগুলিকে সুবিধার জন্য ধর্ম্মসমন্বয় মূর্ত্তি নাম দেওয়া গেল। একটিতে জগন্নাথদেবের হাতে আঙ্গুল নাই, অপর একটিতে এক হাতে শঙ্খ আছে। অপর হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

নরসিংহ অবতার—দক্ষিণদিকে ৭ম চাকার অক্ষাগ্রে হিরণ্যকশিপু বধে রত নরসিংহমূর্ত্তি আছে। যাদুঘরে ঐরূপ একটি মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইহা ছাড়া কোথায় শান্ত অবস্থায় নৃসিংহকে লক্ষ্মীদেবীকে কোলে লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি, তাহা ঠিক মনে নাই।

বরাহ অবতার—দক্ষিণদিকে **প্রথম** চাকার অরে।

শেষদেব—যাদুঘরে অবস্থিত দ্বিভুজ, পদ্মের উপর দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। মাথার উপর নাগের বিস্তৃত ফণা। তোরণের উপর দুই স্বর্গবাসী মালা লইয়া উড়িতেছে। তাহাদের পিঠে কেহ নাই। পদতলে দুই স্ত্রীমূর্ত্তি। একজনের হাতে মালা। অপরের বাম হাতে ভাণ্ড, অপর হাত ভাঙ্গা।

পুরীমন্দিরে মুক্তিমণ্ডপের পশ্চিমদিকে নৃসিংহদেবের মন্দির। তাহার বামপার্শ্বদেবতা দণ্ডায়মান দ্বিভুজ শেষদেবের মূর্ত্তি আছে। তাঁহার মাথায় সাতটি ফণা ধরিয়া নাগ। নীচে গরুড়ের মূর্ত্তি আছে বলিয়া সন্দেহ হয়। কিন্তু গরুড় বলিয়া যাহাকে মনে করা যাইতেছে তাহার ডানা খুব স্পষ্ট নহে। [ভুবনেশ্বরে অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে দণ্ডায়মান 'অনন্ত' মূর্ত্তির মাথার পিছনে সাপে এমনি করিয়া ফণা ধরিয়া আছে।] ইহা দেখিয়া কণারকের মূর্ত্তিকেও শেষদেবের মূর্ত্তি বলিয়া সন্দেহ হয়।

তিলভাণ্ডেশ্বর গণেশ—[৯।১০″] যাদুঘরে রক্ষিত। দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ। হাতে তিলের মোদকের ভাণ্ড, পরশু, অক্ষসূত্র ও ভগ্নদন্ত। গলায় ব্যালোপবীত।

জিরাফ

সূর্য্যের পার্শ্ববর্তী মূর্তি

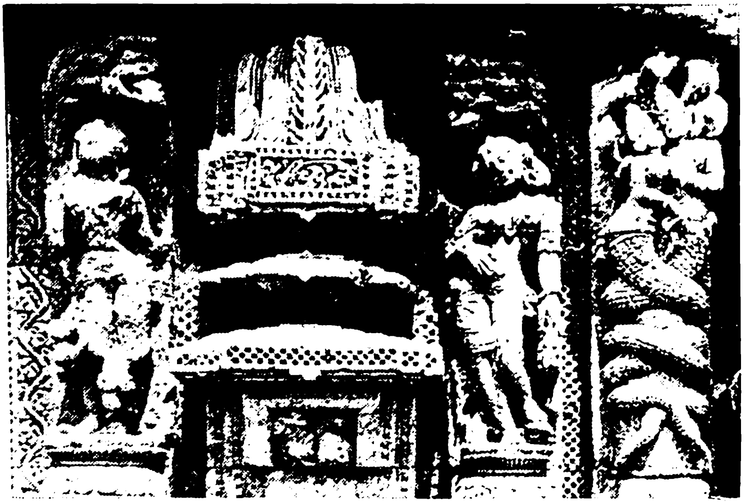

কন্যা চিত্র

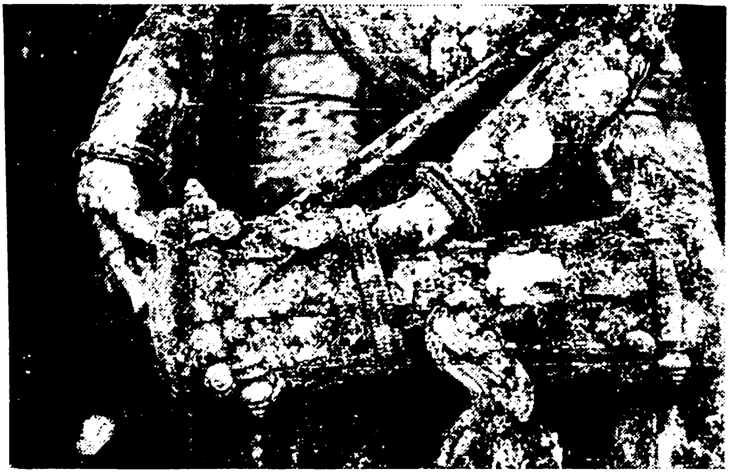

পাখোয়াজ

উপবিষ্ট গণেশ—মূষিকের উপরে উপবিষ্ট। নাটমন্দিরে বাড়-আকারের পিষ্টে উত্তর দিকে অবস্থিত।

ধর্ম্মসমন্বয়ের শিবলিঙ্গ ও দিক্‌পাল শঙ্কর ভিন্ন আরও শিবমূর্ত্তি রহিয়াছে।

নৃত্যশীল শিব—মায়াদেবীর রেখদেউলে পশ্চিমবাড়ে রাহারথে ১০।১২" উচ্চ নৃত্যশীল শিবের মূর্ত্তি আছে। মাথায় সুচাল মুকুট। ষড়্ভুজ। দুই হাতে মাথার উপর ধনুকের মত বাঁকা সাপ ধরিয়া আছেন। অন্যান্য হাতে অভয়মুদ্রা ইত্যাদি। দেহ উলঙ্গ। বৃষের উপরে দণ্ডায়মান। পাশে দুই স্ত্রীমূর্ত্তি।

পুরীর ভোগমন্দিরের পূবদিকে বাড়ে উপরজাংঘে এইরূপ এক মূর্ত্তি আছে।

নৃত্যশীল ভৈরব—প্রধান দেউলের জগমোহনের প্রথম পোটলের উপরে নৃত্যশীল ভৈরবের মূর্ত্তি আছে।

সন্মুখ হইতে তিনটি পৃথক্ মুণ্ড দেখা যায়। চতুর্থ মুণ্ড পৃথক্ নহে, মধ্যের মুণ্ডের পিছন দিকে খোদাই করা বলিয়া প্রথমে চোখে পড়ে না। মাথায় জটা অগ্নিশিখার মত উঠিয়াছে এবং একটি নাগ ফণা তুলিয়া প্রতি জটা বেড়িয়া আছে। ভৈরবের মুখের আকার বিকরাল। চোখ বড়, শ্বদন্ত বাহির হইয়া আছে এবং ঐ বিকরাল মুখে বিকট হাস্য। কোন কোন মুখ অপেক্ষাকৃত কম ভয়ঙ্কর। গলায় হার ও নরমুণ্ডের মালা। ষড়্ভুজ। হাতে পাত্র [কপাল ?] ডমরু চক্র শূল খট্বাঙ্গ ও দণ্ড। শিব নৌকার উপরে নৃত্য করিতেছেন। দুইজন লোক নৌকা বাহিতেছে।

মহিষমর্দ্দিনী—দেবী মনুষ্যাকৃতি মহিযাসুরকে বধ করিতেছেন। নীচে এক মহিষের খণ্ডিত মস্তক রহিয়াছে। ইহা ধর্ম্মসমন্বয় মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান।

কমলা—দেবী পদ্মের উপরে বীরাসনে উপবিষ্টা। দুইদিকে দুই হাতী তাঁহার মাথায় কুম্ভ হইতে জল ঢালিতেছে।

উত্তরদিকে চতুর্থ ও অষ্টম চাকায়, দরজার লক্ষ্মীপাটে ও নাট-মন্দিরের একখানি ভাঙ্গা পাথরের উপর এই মূর্ত্তি দেখা যায়।

গঙ্গা ও যমুনা—মকর ও কূর্ম্মের উপরে হাতে ভাণ্ড লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মায়াদেবীর গম্ভীরার দরজায় অবস্থিত।

দ্রষ্টব্য

১। মহাভারত, আদি, আস্তিক, ১৬ অধ্যায়।

২। N.N. Vasu, Arch. Survey of Mayurbhanj, Vol. 1, Pl. 2. facing c. xiv.

৩। সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য :—পুরোহিত দর্পণ, পৃঃ ৬২

৪। V.A. Smith: A History of Fine Art in India & Ceylon; Oxford. 1911. p, 197.

ষষ্ঠ অধ্যায়

যে সকল মূর্ত্তি ইতিহাসের তরফ হইতে মূল্যবান এই অধ্যায়ে তাহাদের বিবরণ দেওয়া হইল।

জিরাফ দৃশ্য—প্রধান পিষ্টে দক্ষিণদিকে ষষ্ঠ চাকার নিকট উপর-জাংঘে এই মূর্ত্তিটি রহিয়াছে। হাতীর উপর রাজা বসিয়া আছেন, পিছনে গাছে চার পাঁচটি ময়ূর। একটি কুকুর (?) যেন মাটির উপরে রহিয়াছে। রাজার সম্মুখে কয়েকজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের সঙ্গে একটি জিরাফ। এই জিরাফের শিং কালসারের শিঙ্গের মত ঈষৎ পাকানো। যে পুরুষেরা জিরাফ লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহাদের পরণে ঘাঘরার মত পোষাক। এরকম পোষাক আরও অনেক জায়গায় দেখিয়াছি।

জিরাফ খাস্ আফ্রিকার জীব। সাধারণতঃ এই মূর্ত্তিটি আফ্রিকার কোনো রাজার সহিত উড়িষ্যার রাজদরবারে উপঢৌকন প্রেরণের চিত্র বলিয়া বিবৃত হয়। কিন্তু আর কোনো প্রমাণের অভাবে আফ্রিকার রাজদরবারের সহিত কণারকের যোগ না আনিয়া ইহাকে কি বণিকের আনা উপঢৌকন মনে করা যায় না? মার্কো পোলোর সময়ে (১২৫৪-১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ) আরব পারস্য লেভাণ্ট [ইতালির পূর্বদিক হইতে আরম্ভ, কাহারও কাহারও মতে লেভাণ্টের মধ্যে মিসর ও মেসোপোটেমিয়ার কতক অংশ পড়ে[১]] হইতে কুইলন [Quilon][২] ও কয়াল [তাম্রপর্ণী নদীর মোহনায়, এখনকার Kayalpatnamএর ঈষৎ উত্তরে] বন্দরে বণিকেরা আসিত। ইহাদের সহিত আরবদেশ হইতে ঘোড়াও আমদানি হইত[৩]। ইহাদের পক্ষে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত আসা একেবারে অসম্ভব নয়। তাহার উপর যদি হিউএন্‌সঙ্গের [উড়িষ্যায় খ্রীষ্টাব্দ ৬২৯ ও ৬৪৫ এর

মধ্যে] চেলিতালোচিং বাস্তবিক কণারকের পাশের চিত্রোৎপলা হয় [বিষণস্বরূপ] তবে উড়িষ্যার এই প্রধান বন্দরে আরব বণিকের গতায়াতের সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। এইরূপ লোকেও তো নিজেদের দেশ হইতে জিরাফ আনিয়া কণারকের রাজাকে উপঢৌকন দিতে পারিত।

রত্নবেদীর মূর্ত্তি—রত্নবেদীর পূর্বদিকে রাহাতে জাংঘবিভাগে উপবিষ্ট রাজা করযোড়ে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার পিছনে দুই জন পরিচারক রহিয়াছে। সম্মুখে পুরোহিত ও আরও তিন চার জন পুরুষ। ইনি মন্দিরের কর্ত্তা শ্রীনরসিংহদেব হওয়া সম্ভব। এই চিত্রের ডানদিকে অনুরথে প্রধানা মহিষী করযোড়ে বসিয়া আছেন ও তাঁহার সহিত দশ জন দাসী রহিয়াছেন। আরও পিছনে এবং উত্তরদিকে তাঁহারই অনুচর আঠাশ জন স্ত্রীলোক রহিয়াছেন, কাহারও মাথায় বেণী, কাহারও পোষাক ঘাঘরার মত। প্রায় সকলের মাথায় পদ্মফুলের প্রতিকৃতি অলঙ্কারের মত গোঁজা আছে। চার জনের মাথায় কেবল ঐরূপে টিকটিকির প্রতিকৃতি আছে। রাজার চিত্রে বামদিকে ও বেদীর দক্ষিণদিকে রাজার অনুচরগণের মূর্ত্তি। অনেকে কোঁচা দিয়া কাপড় পরিয়া আছেন। জাংঘের নীচে একটি ছোট চিত্রে এক সুসজ্জিত হস্তীকে একব্যক্তি কিছু খাওয়াইতেছেন। এটি দেখিয়া অনেকে অনেক কথা স্মরণ করিয়াছেন। বিষণস্বরূপ মহাশয় ইহাতে বৌদ্ধ-প্রভাবের সাক্ষ্য পাইয়াছেন। সহজভাবে দেখিলে মনে হয়, পুরীতে জগন্নাথদেবের ও লক্ষ্মীদেবীর যেমন বিশেষ বিশেষ হাতী থাকে ইহাও তেমনি হয়ত কণারকের দেবতার প্রিয় বাহনের চিত্র হইতে পারে।

টিকটিকির প্রতিকৃতিধারী নরনারী—কতকগুলি মানুষ দেখা যায় যাহাদের মুখের আকার অন্যান্য মূর্ত্তি হইতে অনেক বিভিন্ন, ইহাদের মুখ চওড়া, চোখ ও নাক বড়, মাথায় ও দাড়িতে প্রচুর কোঁকড়ান চুল। পরণে সময়ে সময়ে ঝালরের মত পোষাক, যেন কোমরে

একগাছি দড়ি বাঁধিয়া চারিদিকে টুকরা টুকরা ঝালর ঝুলান হইয়াছে। পায়ে সময়ে সময়ে জুতা দেখা যায়। কোন কোন জুতা সূর্য্যদেবের জুতার মত। ইহাদের হাতে কখনও কখনও বাঁকা তলোয়ার ও গোল ঢাল থাকে। একটি ভিন্ন এইরূপ সকল ঢালের উপর আলঙ্কারিক নক্সার মধ্যে দুইটি টিকটিকির প্রতিকৃতি দেখা যায়। (চিত্র ১৪)

সংখ্যা—অশ্বদ্বারে একজনের ঢালে —১
প্রধান পিষ্টের তলজাংঘে বিরাল মূর্ত্তির মধ্যে—২
জগমোহনের বাড়, তলজাংঘ—২
মোট—৫

এই সকল মানুষের মধ্যে একটি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দেখা যায়। তাহাদের গলায় উপবীত আছে। কিন্তু এগুলি ছাড়া হরিদশ্বমূর্ত্তির দক্ষিণপার্শ্বরক্ষকের ঢালে দুইটি টিকটিকি দেখা যায়। তাহার চেহারা ও গড়ন সাধারণ দেবমূর্ত্তির মত। চারিদিকে যে সকল কন্যামূর্ত্তি আছে, তাহার মধ্যে মোট ৩৫।৩৬ জনের মাথায় চুলের উপর গোঁজা টিকটিকির প্রতিকৃতি আছে। তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল।

নাটমন্দির—

বাড় আকারের পিষ্টে—৩।৪
তাহার উপরে নালিমুখে—২
গর্ভগৃহে থামে—৩।৪
[বায়ুকোণের থামে ঈশান কোণে একটিতে স্পষ্ট]

যাদুঘর

দোলায় উপবিষ্ট যুবার পদতলে—২
বিবাহ সভায়—৩
বিশাল ভগ্ন কন্যামূর্ত্তির মাথায়—১

অপর একটি—১

একটি শুধু ভাঙ্গা মাথায়—১

জগমোহন

প্রথম পোটলের উপর সোজা সিঁথি

বিশিষ্ট সকলের মাথায়

[বাঁকাসিঁথি বিশিষ্টাদের মাথায় নাই]—কয়েকজন

প্রথক কান্তি—৪

দ্বিতীয় পোটলের উপর

সোজা সিঁথিবিশিষ্ট ৭ জনের মধ্যে—৬

দ্বিতীয় কান্তি—৩

রেখদেউল

উত্তর পার্শ্ব মন্দিরের বাড়—১

রত্নবেদীতে রাণীর অনুচরগণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সাদাসিধা কাপড় পরা—৪

মোট—৩৪ + ?

কতকগুলি বন্ধকামের মধ্যেও স্ত্রীলোকের মাথায় যুগল টিকটিকি দেখা যায়। তাহাদের সকলের তালিকা—

প্রধান পিষ্ট

উপরজাংঘে বিরালমুখের সহিত এক স্ত্রী—১

জগমোহন

তলজাংঘ বন্ধকামে—৩।৪

উভয়জাংঘে মুণ্ডেইএর পাশে—কয়েকটি

৯নং মঞ্চের উপরে ভগ্ন বন্ধকামে—১

যদিও টিকটিকিচিহ্নিত পুরুষদের আকৃতি স্বতন্ত্র, তবু ঐরূপ স্ত্রীলোকেরা অন্যান্য সকলের মত আকৃতিবিশিষ্ট। আর এক কথা এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যে যে নারীদের মাথায় বাঁকা সিঁথি

আছে তাঁহারা প্রায় টিকটিকির পরিবর্ত্তে পদ্মফুলের বা বেলফুলের প্রতিকৃতি মাথায় ধারণ করিতেন।

এই সকল মূর্ত্তিগুলি পরীক্ষার ফলে একটি সন্দেহ হইয়াছে, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। মূর্ত্তিগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে রুক্ষ আকৃতিবিশিষ্ট পুরুষেরা কোথাও সম্মানের আসন পায় নাই। তাহাদের মধ্যে যাহাদের ঢাল আছে, তাহাদের ঢালে সর্ব্বদাই [একটি ছাড়া] দুইটি টিকটিকির প্রতিকৃতি থাকে। টিকটিকি চিহ্নিত নারীরা অন্যান্য নারীর মত রাণীর দাসী হইয়া নৃত্যগীত করিয়া বা অন্য উপায়ে পুরুষদের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। বোধ হয় মন্দিরের নির্ম্মাতা ঐরূপ চিহ্নবিশিষ্ট কোন জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাহাদের অস্ত্র ও আকৃতিতে সামান্য পার্থক্য থাকা সম্ভব। তাহার পর বিকরাল-মূর্ত্তি অঙ্কনের প্রথা অনুসারে [উড়িষ্যায় ইহা অন্যত্রও আছে, কিন্তু কণারক ছাড়া আর কোথাও টিকটিকির চিহ্ন দেখি নাই] পরাজিত পুরুষদের আঘাত করিবার জন্য তাহাদের মূর্ত্তিতে পবিত্র টিকটিকির চিহ্ন অঙ্কিত ঢাল দেওয়া হইয়াছিল।

ইহা শুধু একটি সন্দেহ, আর কোনো প্রমাণ না পাইলে এখন ও স্থির করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়।

বিবাহ সভা—যাদুঘরে একটি মূর্ত্তি সমষ্টিকে এই নাম দেওয়া চলে। তাহার মধ্যস্থলে বর ও কন্যা। মধ্যে শঙ্খহস্তে পুরোহিত। বরের পিছনে একজন বয়স্ক পুরুষ আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। লজ্জানতা কন্যার পিছনে আর একজন বয়স্ক পুরুষ। কন্যার মাথায় মুকুট, বুকের উপর পাতলা চাদর কাঁচোলির মত পরা।

নীচে কয়েকজন স্ত্রীলোক ও কয়েকটি পুচ্ছবিশিষ্ট বস্ত্রপরিহিত বানর। তাহার নীচে সজ্জিত হাতী, ঘোড়া ও চারজন নর্ত্তকী। নর্ত্তকীদের মধ্যে একজনের মাথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট তিন জনের মাথায় দুইটি টিকটিকির প্রতিকৃতি।

এই মূর্ত্তিটি সাধারণতঃ 'সীতার বিবাহ' বলিয়া পরিচিত। কিন্তু সীতার বিবাহের সময়ে বানর ছিল না, তাই অন্যান্য গ্রন্থকারেরা বলিয়া থাকেন যে এ ক্ষেত্রে রামচন্দ্রের পরিচয় দেওয়ার জন্য ইহাতে বানর অঙ্কিত হইয়াছে।

কিন্তু যে সকল নর্ত্তকীর মাথায় টিকটিকি আছে, তাহাদের এই মূর্ত্তির মধ্যে দেখিয়া ইহাকে কোন পৌরাণিক আখ্যায়িকার চিত্র বলিয়া মনে হয় না। ইহা কোনও সাধারণ বিবাহের চিত্র হইতে পারে। এমনও হইতে পারে যে সে সময়ে আমোদ প্রমোদের জন্য ভাঁড়েরা বিবাহসভায় বানরের মত মুখোস পরিয়া আসিত। ইহা যখন একেবারে অসম্ভব নয়, তখন হঠাৎ মূর্ত্তিটিকে রামচন্দ্রের বিবাহ দৃশ্য বলিয়া মানিয়া লইতে প্রবৃত্তি হয় না।

দ্রষ্টব্য

১। The Century Dictionary and Cyclopaedia, Levent.

২। Yule : Travels of Marco Polo. Vol. II, 1903, p. 376.

৩। Yule : op cit. p. 370.

ঢোলক চিত্র

খঞ্জনি

কন্যা মুখ

কন্যা মুখ

প্রথমেই বলা দরকার যে এতকাল রোদবৃষ্টি খাওয়ার পর মূর্ত্তিগুলি অল্পবিস্তর জখম হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম রেখা, অর্থাৎ যাহার উপর মুখের ভাব নির্ভর করে, তাহা প্রায় অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবল মুগুনিপাথরের কাজগুলিতে এখনও এই সব সূক্ষ্মরেখা অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে।

রেখাবিন্যাস—মূর্ত্তিগুলির রেখাবিন্যাসে দক্ষতা ও সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। কোথাও অযথা শরীরের পেশী দেখানোর জন্য বা পরিচ্ছদের প্রাচুর্য্য দেখানোর জন্য বেশী রেখাপাত করা হয় নাই। যাহা হইয়াছে, তাহাতেই মূর্ত্তির ভাব বেশ ফোটে।

শরীরের শীর্ণত্ব বুঝাইবার জন্য সময়ে সময়ে রোগা শরীরের উপর নীচে কতকগুলি গভীর দাগ কাটিয়া বোধ হয় শিরা প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এগুলি ভাল রচনা নহে। ভুবনেশ্বরে পরশুরামেশ্বরের জগমোহনে উত্তরদিকে যে সপ্তমাতৃকার মূর্ত্তি আছে, তাহার মধ্যে চামুণ্ডার শীর্ণকায় হওয়ার কথা। সেখানেও এইরূপ উপর নীচে গভীর দাগের সমাবেশে শীর্ণত্ব দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। পুরীতে এখনকার চিত্রশিল্পীরা চামুণ্ডা, চর্চ্চিকার চিত্র এমনি করিয়াই আঁকিয়া থাকে। ইহা খারাপ শিল্পীর লক্ষণ।

আকৃতি—কণারকের মন্দিরগুলির মধ্যে নাটমন্দিরের কতকগুলি মূর্ত্তি যথার্থ কদাকার। যাদুঘরে ও অন্যত্র মুগুনিপাথরের মূর্ত্তির মধ্যে নারায়ণের একটি মূর্ত্তি ও গরুড়ের মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ভিন্ন আর সবই ভাল ও স্বাভাবিক। মুগুনি ছাড়া অন্য পাথরের কতকগুলি মূর্ত্তি ভাল। কিন্তু কোন কোন মূর্ত্তিতে ঠোঁট বেশী পুরু হওয়ায় বা শরীর অস্বাভাবিক খর্ব্ব করায় মূর্ত্তির সৌষ্ঠব অনেক নষ্ট হইয়াছে।

ভাব—হরিদশ্বের মুখে যে করুণাপূর্ণ অতি মৃদু হাস্যের ভাব ফুটিয়াছে, তাহা যথার্থই অপূর্ব্ব। পূষার বামপার্শ্বচরের মুখে ও জগমোহনের দক্ষিণদিকে দ্বিতীয় পোটলের রাহায় যে নর্ত্তকীর মূর্ত্তি আছে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে আনন্দ ও মৃদুহাস্যের ভাব চমৎকার খেলিয়াছে। কতকগুলি বন্ধকামের মধ্যে শিল্পী কামের একটি তীব্র ক্ষুধিত ও অসহিষ্ণু ভাবকে সুন্দর দেখাইয়াছেন। শিল্পীরা যে শুধু মানুষের মূর্ত্তিকেই এমনি সজীব করিতে পারিতেন তাহা নহে। অশ্বদ্বারের অশ্ব এবং কতকগুলি গজসিংহ ও বিরালমূর্ত্তিও তাঁহারা তেমনি সুন্দর করিয়া রচনা করিয়াছেন।

রচনাকৌশল—কণারকের শিল্পীদের মধ্যে কতকগুলি বাঁধা রচনাপ্রণালী দেখা যায়। বীরত্বের ভাব ফুটাইতে হইলে একটি জন্তুর পদতলে ছোট আকারের এমন কোন জীবকে পিষিয়া রাখা হয়, যাহার সহিত আমাদের মনে প্রচণ্ড শক্তির ভাব জড়িত আছে। গৌরব বাড়ানোর জন্য মূর্ত্তির পাশে অন্যান্য মূর্ত্তিকে অনুপাতে অনেক ছোট করিয়া দেখানো হয়। তাহা ছাড়া নরনারীর বসনবিন্যাসের চাতুর্য্যে শিল্পীরা নৃত্যের গতি অথবা মনের চঞ্চল ভাবকে পরিস্ফুট করিতেন। যাদুঘরে দুই একটি মূর্ত্তিতে ও জগমোহনে কতকগুলি নর্ত্তকীর মূর্ত্তিতে ইহা বিশেষভাবে দেখা যায়।

এই সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও কতক বিষয়ে মূর্ত্তিশিল্পে দৈন্য দেখা যায়, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। রসের মধ্যে বীর ও শৃঙ্গার প্রধান। করুণরসের উদাহরণ মাত্র একটি। বিষয়নির্ব্বাচনে দৈন্যের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনের স্পন্দন বুঝাইবার জন্য শুধু হাতীর পর হাতী, মানুষের পর মানুষ অবিশ্রান্তভাবে না আঁকিয়া সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনার সাহায্যে বা সাধারণ গৃহী, কৃষক ও শ্রমিকের জীবনচিত্রের সাহায্যেও তাহা ফুটানো যাইত। ইহাদেরই চেষ্টায় এই বিশাল রসসৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল এবং ইহাদেরই শিল্পী

সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়াছেন। শিল্পীরা শুধু রাজা ও সৈনিক, নর্ত্তকী ও শিকার আঁকিতেই ব্যস্ত। তাঁহাদের কল্পনা রাজপুরীর কোলাহল অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাই মানুষের চারিদিকে যে বিশালতর বিশ্ব রহিয়াছে, তাহার কোনও সন্ধান এখানে পাওয়া যায় না। যে সকল জীবজন্তু আঁকা হইয়াছে, তাহারাও মানুষের সহিত যোগ থাকার জন্যই আসিয়া পড়িয়াছে।

অশ্লীল মূর্ত্তির সম্বন্ধে একটি কথা—কণারকে সর্ব্বত্র অসংখ্য অশ্লীল-মূর্ত্তি দেখা যায়। এ বিষয়ে অনেক রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। সেগুলি আলোচনার পূর্ব্বে আমাদের কতকগুলি কথা জানা দরকার। পুরী মন্দিরের প্রাঙ্গণে নৃসিংহদেবের রেখদেউলে বন্ধকাম আছে। ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজের বড়দেউলে মাত্র একটি অশ্লীলমূর্ত্তি থাকিলেও ব্রহ্মেশ্বর পরশুরামেশ্বর গৌরী রামেশ্বর কেদারেশ্বর ও রাজারাণীর মন্দিরে অশ্লীলমূর্ত্তির সংখ্যা বড় নিন্দার নহে। দেবমন্দির ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও অশ্লীলমূর্ত্তির ব্যবহার দেখা যায়। পুরীতে পুরানো রাজপ্রসাদের (পুরনা নহর) ভগ্নাবশেষের মধ্যে বন্ধকাম বিরল নহে। এতদ্ভিন্ন পুরীর পাথুরিয়ারা এখনও বন্ধকাম বিক্রয় করিয়া পয়সা রোজগার করে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতেও পুরুষেরা তাঁহাদের প্রণয়িণীদের কাছে মানুষ অথবা পশুপক্ষীর মিথুনের চিত্র অথবা মূর্ত্তি উপহার পাঠাইতেন (বাৎস্যায়নের কামসূত্র)।

এখন উড়িষ্যার বন্ধকামের সম্বন্ধে যে সকল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তাহার পরীক্ষা করা যাউক।

প্রথমতঃ কেহ কেহ বলেন বড়দেউলের উপরে বন্ধকাম না থাকায় ও শুধু জগমোহন ও নাটমন্দিরে তাহাদের অবস্থান হইতে বুঝা যাইতেছে যে মনের সকল পাপ বাহিরে ছাড়িয়া ভিতরের মন্দিরে দেবতার কাছে প্রবেশ করিতে হইবে, ইত্যাদি। কিন্তু আমরা

পূর্ব্বে দেখিয়াছি অনেক বড়দেউলে বন্ধকাম দেখা যায়। সেইজন্য বন্ধকামের সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা চলে না।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হইল যে পুরী যখন তান্ত্রিকগণের অধীনে ছিল, তখন বামাচারী তান্ত্রিকগণ ('বীর'গণ) যোগের আসনের মত তাঁহাদের ৮৩ প্রকার আসন মন্দিরে চিত্রিত করিয়াছিলেন; সেই সময় হইতে এ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি হইল যে পুরী ভিন্ন অন্য মন্দিরেও বন্ধকাম আছে। তাহার মধ্যে অনেকগুলি পুরীর চেয়ে পুরানো এবং সেখানে তান্ত্রিকদের কোনো কালে আধিপত্য ছিল, ইহার প্রমাণ নাই। তদুপরি খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়াও আমি কণারক বা অন্যত্র কোনো বাঁধা আসনের সন্ধান পাই নাই। শিল্পী সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এই সকল চিত্র রচনা করিয়াছেন। অনেক স্থলে জটাকমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীকে বন্ধকামে আঁকিয়া তাঁহাদের লইয়া উপহাস করা হইয়াছে। একটি চিত্রে দেখা যায় যে এক নারী ও পুরুষ বন্ধ অবস্থায় রহিয়াছেন এবং সেই নারীর অপর কোনও প্রেমিক ঈর্ষ্যারবশে তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া তরোয়াল দিয়া তাঁহাকে কাটিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই সব কারণে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা চলে না।

তৃতীয় ব্যাখ্যা হইল বাজ পড়া ও হিংসুক লোকের দৃষ্টি নিবারণ করার জন্য এই সকল মূর্ত্তি থাকে। বাজ আটকাইতে হইলে মূর্ত্তিগুলি বেশী করিয়া উপরের দিকে থাকার কথা। কিন্তু উড়িষ্যায় অল্প মন্দিরেই তাহা আছে। কণারকেও জগমোহনের বাড় ছাড়িয়া গণ্ডীতে উঠিলে একটি ও বন্ধকাম দেখা যায় না। কেবল হিংসুক-লোকের দৃষ্টি নিবারণ সম্পর্কে যাহা আছে, তাহা সত্য হইতে পারে। শিল্পীদের মধ্যে ঐরূপ একটি প্রবাদও চলিয়া আসিতেছে। অন্য দেশেও এমন ব্যাপার দেখা যায়। হয়ত অশ্লীল মূর্ত্তিগুলি প্রথমে ঐরূপ কোন অভিপ্রায় লইয়া অঙ্কিত হইত। কিন্তু পরে

শিল্পীরা তাঁহাদের সব দক্ষতা উহারই রচনায় নিয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। তখন তাহা নর্ত্তকী প্রভৃতির মত সাধারণ মূর্ত্তিগোষ্ঠিতে পড়িয়া গেল। এই সকল কারণে মনে হয় যে এগুলির মধ্যে কোন গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিহিত নাই।

শিল্পীদের উৎসাহ প্রবাহের ধারা—কণারকের বিশাল আকার দেখিয়া জানিতে ইচ্ছা হয় কিসের প্রেরণায় শিল্পীরা বহুকাল ধরিয়া এমন রচনায় নিযুক্ত ছিলেন এবং কিসেইবা এতকাল ধরিয়া তাঁহাদের উৎসাহকে সতেজ রাখিয়াছিল। সাধারণতঃ সুন্দর বস্তু সৃষ্টি করার সার্থকতাই শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণের সমস্ত একাগ্রতাকে আকর্ষণ করিয়া আনে, কিন্তু কারুর পক্ষে এমন কথা খাটে না। তাহারা অর্থের প্রয়োজনে অথবা রাজাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য খাটিয়া যায়। কণারকের সম্বন্ধে যে এই কথাগুলি সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এগুলি ছাড়া আরও একটি বিষয় মূর্ত্তিপরীক্ষার ফলে মনে হইয়াছে, তাহাই বলিতেছি।

এতগুলি বন্ধকাম ও তাহারও অধিক সংখ্যায় রমণীর ললিত মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় যে শিল্পীদের উৎসাহ সংরক্ষণে এগুলির স্থান নীচে নহে। এরূপ মূর্ত্তি তৈয়ারি করিতে করিতে তাহাদের উৎসাহ কমিবার কোনও কারণ থাকে না, বরং অবসাদের সময়ে চিত্রের ব্যাখ্যানবস্তুই তাহাদের কাজে বাঁধিয়া রাখিবে।

জগন্নাথদেবের রথ টানিবার সময়ে যে অশ্লীল গান ও ভঙ্গি দিয়া যাত্রীদের উৎসাহিত করা হয়, অথবা যেখানেই কুলিমজুরেরা গুরু পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্লীল কথা বা গান গাহিয়া নিজেদের উত্তেজিত করে, তাহা শুনিলে আমাদের এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে প্রধান দেউলের জগমোহনে তৃতীয় পোটলে চিত্র নাই। তাহা দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন জমির

উপর হইতে যাত্রীরা এত উপরের ছবি ভাল দেখিতে পাইবে না বলিয়া তৃতীয় পোটলে ছবি নাই। কিন্তু শিল্পীদের জন্য বৃথা ওকালতি করার অভিপ্রায় না থাকিলে সহজভাবে দেখা যায় যে ঐ কথা প্রথম ও দ্বিতীয় পোটলের সম্বন্ধেও খাটে। শিল্পীরা এত বড় কাজ করিয়া থাকিলেও, তাহারা যে আমাদেরই মত শ্রান্ত হইয়া পড়িত এবং কোন কাজ নিরন্তর করিতে করিতে অনেক সময়ে অশ্লীল উৎসাহবর্দ্ধক ছবি আঁকিত এই রকম কোনো সহজ ভাবে ভাবিলে অনেক গোল মিটিয়া যায়।

দ্রষ্টব্য

১। A. C. Haddon : Magic and Fet'shism p. 36.

অষ্টম অধ্যায়

রাজা ও রাণী—যাদুঘরের কয়েকটি মূর্ত্তি হইতে সে সময়ে রাজসভার যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা এইরূপ। রাজসিংহাসনের উপর রাজা গোল ও চেপ্টা তাকিয়া (উড়িয়ায় যাহাকে 'মুচলি' বলে) ঠেসান দিয়া বসিতেন। তাঁহার পিছনে কয়েকজন দাসী চামর প্রভৃতি লইয়া ব্যজন করিত। সম্মুখে সভাসদগণ বোধ হয় সকলে হাতযোড় করিয়া থাকিতেন। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও কাঁধে একটি থলি দেখা যায়। ইঁহারা হয়তো দূত বা পত্রবাহক ছিলেন।

সময়ে সময়ে রাজা পুঁথি পড়িতেন, কখনও বা পণ্ডিতকে সম্মুখে সম্মানের আসন দিয়া শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। পুরীতে ভোগমণ্ডপেও এরূপ রাজসভার চিত্র আছে। সেখানে আরও দেখা যায় যে স্ত্রীলোকেরা রাজার শরীররক্ষক সৈনিক হইতেন।

রাজারা সময়ে সময়ে দোলায় বসিয়া দোল খাইতেন। ইহা তাঁহাদের আমোদের বিষয় ছিল। তখন কাছে শুধু স্ত্রীলোকেরা থাকিতেন, এবং তাঁহারাই দোলায় দোল দিতেন। (পুরীতে এমন মূর্ত্তি অনেকগুলি আছে।)

শিকার রাজাদের অতি প্রিয় ছিল। তাঁহারা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বর্শা লইয়া অথবা হাতীর পিঠে তীর ধনুক লইয়া হরিণ বরাহ প্রভৃতি জন্তু শিকার করিতেন।

রাণী অনেক ছিলেন কিনা বলা যায় না, তবে এক জনের সম্মান অধিক ছিল। তাঁহার অনেক দাসী থাকিত। পুত্রকে লইয়া রাণী কখনও কখনও পাল্কি চড়িয়া বেড়াইতে যাইতেন। তখন তাঁহার

পাল্কির চারিদিকে অনেক লোক ছাতা ধরিয়া যাইত। সঙ্গে সিপাহীশান্ত্রীও অল্প থাকিত না।

সাধারণ লোক—পুরুষেরা শিকার অথবা সৈনিকের কাজ করিতে ভালবাসিত। মাঝে মাঝে সৈনিকে সৈনিকে লড়াই হইত। সময়ে সময়ে তাহারা আনন্দে নৃত্যও করিত। সাধু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও পুরোহিতের সংখ্যা কম ছিল না। জটাকমণ্ডলু ধরিলেই সাধু হইত না, তেমন লোকও অসাধু কাজ করিত।

স্ত্রীলোকের প্রতি যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা এখনকার অবস্থা হইতে পৃথক নহে। রন্ধনের কাজ স্ত্রীলোকেরা করিত। দরিদ্র সৈনিকের স্ত্রীকে মাথায় বোঝাও বহিতে হইত।

মানুষের বেশভূষা—হাঁটুর তলা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া কোঁচা ঝুলাইয়া কাপড় পরা হইত। কাপড়ের পাড়ে সূক্ষ্ম কারু করা হইত। পুরুষ ও নারীরা উভয়ে কখনও কখনও ঘাঘরার মত পরিচ্ছদ পরিত। যাদুঘরে মুগুনিপাথরে তৈয়ারি একটি চিত্রে শিরতোলা কুর্ত্তার ব্যবহার দেখা যায়। সচরাচর লোকে জামা না পরিয়া শুধু উড়ানি ব্যবহার করিত।

পায়ে জুতা দেখা যায় না। মহিলারা কিন্তু সময়ে সময়ে খড়ম পরিত। পুরুষদের মধ্যে সূর্য্যদেবের সব মূর্ত্তিগুলিতে এবং বিকরালমুখ রাক্ষসদের মধ্যে কাহারও পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত বুটজুতার মত বস্তু দেখা যায়। ইহা নেপালী অথবা তিব্বত-চীন দেশের জুতার মত। এই প্রসঙ্গে বৃহৎসংহিতার একটি কথা উল্লেখযোগ্য মনে হয়। তাহাতে সূর্য্যদেবের পোষাক উত্তরদেশীয়ের মত করিবার কথা আছে (কুর্য্যাদুদীচ্যবেশং তং গূঢ়পাদাবুরোযাবৎ)।

পুরুষদের মাথায় নানাবিধ টুপি দেখা যায়, মাথায় আঁটা টুপি, পাগড়ির মত টুপি অথবা পারস্য দেশের দরবেসের মত লম্বা সরু

টুপি। সৈনিক ও অন্যান্য পুরুষেরা খোঁপা বাঁধিত। স্ত্রীলোকেরা দুই রকম উপায়ে খোঁপা বাঁধিত, অথবা বেণী ঝুলাইয়া দিত।

সন্ন্যাসীর মাথায় জটা থাকিত। তাঁহারা কৌপীন পরিতেন ও সঙ্গে কমণ্ডলু রাখিতেন। ব্রহ্মচারীরা দণ্ডধারী হইতেন। তাঁহাদের পরণে বস্ত্র ও উত্তরীয় থাকিত। তাঁহারা মাথায় কেশ রাখিতেন না।

অলঙ্কার পুরুষদের অলঙ্কারের মধ্যে মাথায় টুপি, কাণে কুণ্ডল, গলায় হার, বাহুতে কেয়ূর, ও কোমরে কারুকরা কটিবন্ধ থাকিত।

স্ত্রীলোকের অলঙ্কার বহু। গলায় নানাবিধ হার, কাণে কয়েক প্রকার কুণ্ডল, হাতে কেয়ূর, অঙ্গুরীয় ইত্যাদি। মাথায় তিন প্রকার সিঁথি, ফুলের বা টিকটিকির প্রতিকৃতি। সকল অলঙ্কারের নাম জানা নাই, তাহাদের সূক্ষ্ম বিবরণও দিতে পারিলাম না।

নগরের দৃশ্য—মূৰ্ত্তির প্রমাণ ও অন্য নানাবিধ প্রমাণ হইতে এই অংশটি লিখিত হইল।

কণারকের চারিদিকে নগরের বিস্তৃতি বোধ হয় তিন মাইলের মধ্যে ছিল। বোধ হয় অধিকাংশ গৃহই মাটির তৈয়ারি হইত, কেননা তাহাদের এখন কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। দেবালয় পাথর বা ইঁটের হইত। যেসব ক্ষেত্রদেবতার মন্দির এখনও আশে পাশে রহিয়াছে, তাহারা যে সবগুলি সহরের মধ্যেই ছিল এমন কোনো কথা নাই। নগরে পাথুরিয়ার বাস ছিল এবং তাহাদের যন্ত্র নির্ম্মাণ ও মেরামতের জন্য কামারও বোধ হয় কম ছিল না। তাহারাই মন্দিরের জন্য লোহার কড়ি তৈয়ারি করিত। গহনার দোকান অনেক থাকা সম্ভব। হাতী, ঘোড়া, শুকপাখী প্রভৃতির জন্য এখনকার মত হয়ত মেলা বসিত। স্ত্রীলোকেরা সময়ে সময়ে পোষা পাখী হাতে ও কাঁধে লইয়া বেড়াইতেন।

পথে অহরহ হাতী ঘোড়া ও পাল্কি চলিত। কদাচিৎ দুই একটি উট দেখা যাইত। দেবালয়ে ও রাজার ভাণ্ডারে ভারে ভারে

জিনিসপত্র যাইত। অধিক জিনিস হইলে বলদের পিঠে অথবা গরুর গাড়িতে বোঝাই হইয়া যাইত।

দেবতার মন্দিরে প্রত্যহ অনেক ভোগ লাগিত। দেবতার উৎসবে অথবা রাজার যাতায়াতে পথ প্রায়ই কোলাহলে পূর্ণ থাকিত।

মোটের উপরে সে-সময়ের সমাজের যতটুকু চিত্র আমাদের নজরে পড়ে, তাহাতে মনে হয় সে সময়ের লোকেরা এখনকার অপেক্ষা শক্তিতে অনেক বেশি উদ্দাম প্রকৃতির ছিল। ইহার কারণ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ কোনো নির্দ্দেশ নাই, তবে তাহা যে স্বাধীনতা, আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রভৃতি ঐতিহাসিক কারণের উপর নির্ভর করে, এ কথা নিশ্চয়। এই উদ্দাম প্রকৃতি প্রধানতঃ শিল্পকলার চর্চ্চায়, যুদ্ধে, নৃত্যে, সঙ্গীতে ও কামের সাধনায় প্রকাশ পাইত।

আমরা এখন নিস্তেজ হইয়া আছি, এবং আমাদের জীবনের দুর্দ্দশাকে সহনীয় করিবার জন্য মনে করি যে চিরকাল ধরিয়াই বুঝি আমাদের দেশে লোকে এমনি করিয়া কামনাকে নিপীড়িত করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ কথা যে মিথ্যা ইহা জানাও পরম লাভ বলিয়া মনে হয়।

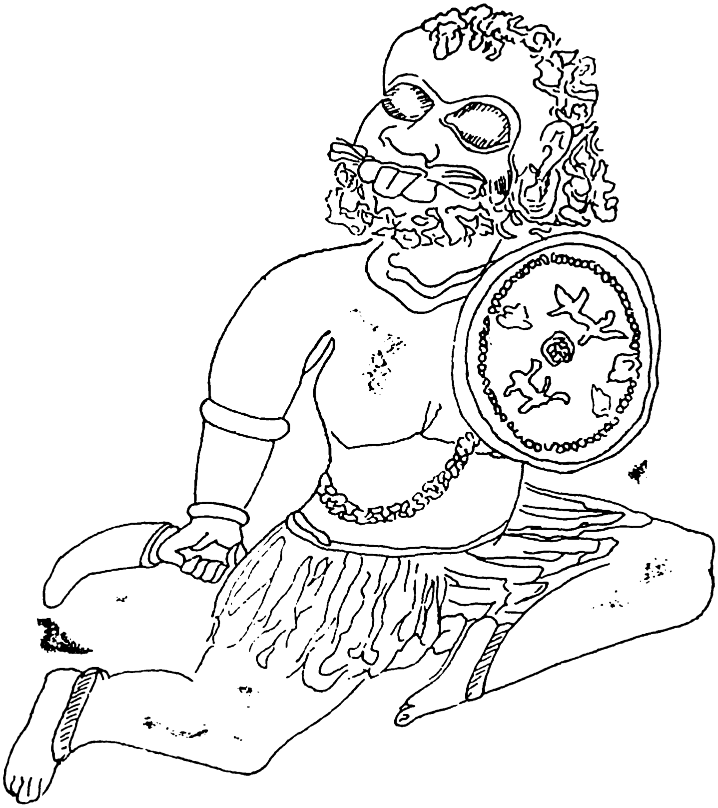

১৪

টিকটিকির প্রতিকৃতিধারী মূর্ত্তি

১৫

গজ বিরাল

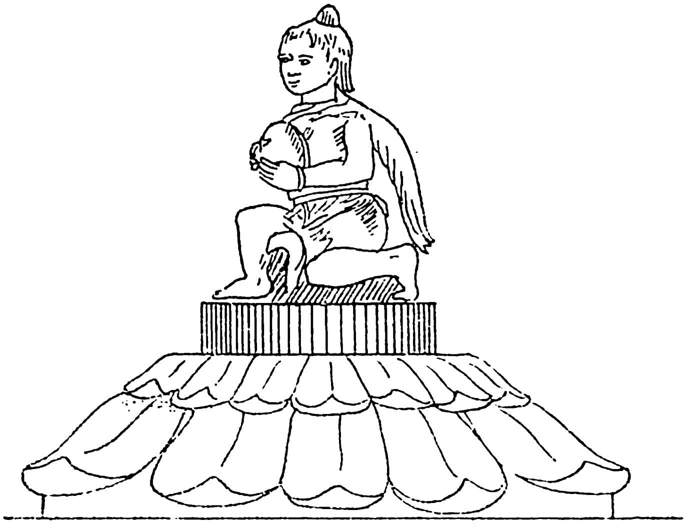

পুরীতে অরুণস্তম্ভের উপর অরুণের মূর্ত্তি

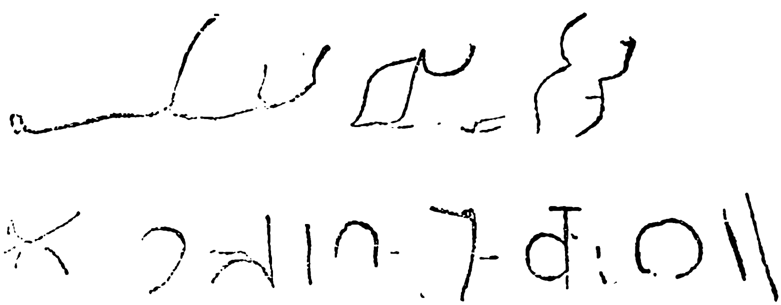

১৬

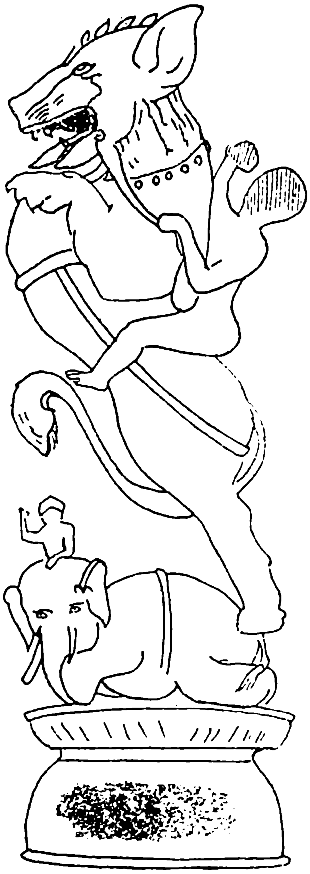

ছিড়া-উড়া-গজসিংহ

রক্ষ-ভক্ষ

পাতকূয়া—জগমোহনের উত্তরদিকে হস্তীদ্বারের নিকট একটি পুরাতন পাতকুয়া আছে। চারিদিকে পাথরে কতকগুলি গর্ত্ত আছে। হয়তো এইগুলিতে কাঠের থাম পুঁতিয়া উপরে ছাউনি দেওয়া হইত।

পাতকুয়ার কাছে কয়েকটি পুরানো লোহার কড়ি আনিয়া রাখা হইয়াছে। সব চেয়ে বড় কড়ির মাপ লম্বা ৩৫′ ১০″। একদিকের ঘের ২′৪″ অন্যদিকের ২′১″।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্নাবশেষ—মন্দিরের প্রাঙ্গণে অনেক জায়গায় ভাঙ্গা পাথরের টুকরা সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ বড় দেউলের অংশ ছিল। বাকি পাথর অন্যান্য ছোট মন্দিরের ভগ্নাবশেষ।

(ক) দক্ষিণ দিকে ৭নং চাকার সম্মুখে একটি ভাঙ্গা সিংহমূর্ত্তি আছে, তাহার চিত্র দেওয়া হইল।

(খ) বড় মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট একটি প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ দেবমূর্ত্তি। আয়ুধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া ইনি কে বুঝা গেল না। নিকটে একখণ্ড পাথরের উপর স্বস্তিকচিহ্ন আঁকা আছে।

(গ) মন্দিরের মানচিত্রে 'খ' চিহ্নিত স্থানে একখানি অর্দ্ধপ্রোথিত পাথরের উপরে একটি নষ্ট লিপি আছে। তাহার প্রতিলিপি লওয়া হইল। প্রতি অক্ষর ৩′।৪″ হইবে। এই পাথরের মধ্যে দিয়া একটি চওড়া সাদা পাথরের শির গিয়াছে। তাহা দেখিয়া ইহাকে সহজে বাহির করা যায়। চিত্র ১৬।

নিকটে 'গ' চিহ্নিত স্থানে আরও কতকগুলি দাগ পাওয়া গেল। কিন্তু তাহা লিপি না হওয়াই সম্ভব। পাথরগুলির উপর পাথুরিয়ার

বাটালির দাগ অনেক পড়িয়াছে। ‘খ’ ও ‘গ’ এর ব্যবধান ১৬।১৭ গজ হইবে।

(ঘ) ইতস্ততঃ যে সব ভাঙ্গা পাথরের স্তূপ রহিয়াছে, তাহার মধ্যে ভাঙ্গা নাগনাগিনী আঁকা পদ্মফুল চৌখুপী ও অন্যবিধ নক্সার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া হংসলহরী, গজগামিনী, মনুষ্যলহরী, বনজীব প্রভৃতি অঙ্কিত আলম্বনের টুকরা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঙ) মায়াদেবীর মন্দিরের নৈর্ঋত কোণে পুরানো ইঁটের একটি স্তূপ রহিয়াছে। ইটগুলি মজবুত নহে।

(চ) ভাঙ্গা পাথর সাজাইয়া প্রাঙ্গণের চারিদিকে প্রাচীর করা হইয়াছে। আদিম প্রাচীরের কোন কোন অংশ এখনও রহিয়াছে। মন্দিরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে ঘন বন। এই বনে অসংখ্য ভাঙ্গা পাথরের স্তূপ সাজানো হইয়াছে। কোথাও কোথাও পূর্ত্ত বিভাগের ট্রলি লাইন অথবা ব্যবহৃত ভারোত্তলন যন্ত্রের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। মায়াদেবীর পিছনে বনে ২০′১০″ লম্বা এবং ৩·৫″ ও ৩½″ ঘেরবিশিষ্ট একটি মোটা লোহার কড়ি পড়িয়া আছে।

(ছ) মন্দির প্রাঙ্গণের বাহিরেই পূবদিকে অনেকগুলি উচ্চ স্তূপ রহিয়াছে। এগুলি অধিকাংশ মাটির হাঁড়ি, কলসীর টুকরা জমিয়া হইয়াছে। মাঝে মাঝে পুরানো ইঁট টালি প্রভৃতি পাওয়া যায়। টিপির কাছে কতকগুলি চৌকোনা উচ্চ বেদীর মত জায়গা দেখা যায়। এগুলি হয়তো কোন ঘরের ভগ্নাবশেষ হইবে।

গুণ্ডিচাবাড়ী—মন্দিরের পূবদিকে পূর্ত্তবিভাগের একটি ছোট বাংলা আছে। সেখান হইতে পূবদিকে (E by 10°N) ৪২৫ কদম দূরে একটি ছোট বালির টিপি আছে। ইহা খোলামকুচি ও ভাঙ্গা হাঁড়ি-কুঁড়ির তৈয়ারি। সেখান হইতে আরও ৮৬০ কদম দূরে ৩টি বালির টিপি। একটির উপর শুকনা কেয়াগাছ দূর হইতে মানুষের মত

দেখায়। নিকটে আর দুই ঢিপির উপরেও কেয়ার ঝোপ আছে। এগুলি পুরাতন ইঁট, টালি, খোলামকুচির তৈয়ারি। প্রবাদ যে এইখানে গুণ্ডিচাবাড়ী অর্থাৎ সূর্য্যদেবের রথ চড়িয়া আসিয়া থাকিবার মন্দির ছিল। একথা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা অল্প; ইহার সমর্থক কোনও প্রমাণ নাই।

বটেশ্বর—মন্দিরের ঠিক দক্ষিণ দিকে ১৷৷০।১ মাইল দূরে সমুদ্রের ধারে প্রায় ৪০′ উচ্চ একটি বালির ঢিপি আছে। তাহার নিকট অন্যান্য ঢিপির বিন্যাস বড়ই এলোমেলো ধরণের। শুধু হাওয়ার স্রোতে খোলা মাঠে বালিতে এ রকম আকারের বালিয়াড়ি হইতে পারে না। এগুলির নীচে ঘর বাড়ির ভগ্নাবশেষ আছে বলিয়া সন্দেহ হয়। এই বালিয়াড়িগুলির পশ্চিমদিক্ দিয়া জলের স্রোত সমুদ্রে বাহিয়া যাইত। কিন্তু এখন সেই গর্ভ শুখাইয়া গিয়াছে। বড় ঢিপির পূর্বদিকে ৪০০।৫০০ গজ এবং পশ্চিমে ১০০ গজ পর্য্যন্ত সমুদ্রের ধারে বিস্তর ভাঙ্গা খোলামকুচি, ইঁট, পাথর পড়িয়া আছে। স্থানে স্থানে পাকা বাড়ির গাঁথনি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। চারি দিকে পরীক্ষা করিয়া হাঁড়ি হাড় হরিণের দাঁত প্রভৃতি পাওয়া গেল।

কোথাও কোথাও চূণবালির পলস্তরা পড়িয়া আছে। ইঁটগুলি আজকালকার ইঁটের চেয়ে আকারে বড়। তাহাদের মধ্যে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ইঁটের মাটিতে খুব ভাল করিয়া তুঁষ মেশানো হইত। ঐরূপ করিলে নাকি ইঁট শক্ত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই অঞ্চলে এখনও এই উপায়ে ইঁট তৈয়ারি হয়।

(ক) ১২″×৭″×৩″

(খ) ১১″×৯″×২¼″

(গ) এক টুকরা মাকড়া পাথর

(ঘ) একখণ্ড বালিপাথর ২০″ (আরও লম্বা ছিল) ×১৯′ ×১১″। জনশ্রুতিতে প্রকাশ, এইস্থানে প্রসিদ্ধ অর্কবট ছিল। অর্জ্জুন বেহেরা কণারকের মন্দিরে কুড়ি বৎসর যাবৎ আছে। সে বলিল, দশ বৎসর আগে পর্য্যন্ত এখানে বটেশ্বর মহাদেব ছিলেন ও ব্রাহ্মণেরা মহাদেবের মাথায় জল দিতে প্রত্যহ সেখানে যাইত। কিন্তু বিশ বৎসরের মধ্যে এখানে কাহারও বাস ছিল না, তবে যাত্রীরা অতি কদাচিৎ সেখানে গিয়া রান্না করিয়া সমুদ্রস্নান ও মহাদেব দর্শনের পর চলিয়া আসিত। দশ বৎসর হইল সমুদ্রে তুফান উঠিয়া এই স্থান ধুইয়া দেয়। সেই সময় হইতে বটেশ্বর অদৃশ্য হন এবং আর কেহ সেখানে যায় না।

এই সকল টিপি খুঁড়িলে হয়তো নূতন তথ্য বাহির হইতে পারে, কেননা কণারকের মন্দিরের কাছে যে পূর্ব্বকালে বড় সহর ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কণারকের চার পাঁচ মাইলের মধ্যে চারিদিকে অনেক জায়গায় পুরানো কুয়া গাঁথনি প্রভৃতি বাহির হইতে শুনা যায়। এইগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

চন্দ্রভাগা—কণারকের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে চন্দ্রভাগা তীর্থ ইহার ধারে একজন বাবাজীর ঘর আছে এবং সেখানে বিষ্ণুর পূজা হয়। চন্দ্রভাগার নদী শুখাইয়া চক্রতীর্থের মত জলায় পরিণত হইয়াছে। জল সুস্বাদু কিন্তু অল্প দুর্গন্ধ। এক কোমরের বেশি জল কোথাও আছে বলিয়া মনে হইল না। তলায় ঘাস এবং ঘাসকে জড়াইয়া শ্যাওলা জমিয়াছে।

জলের ধারে অনেক ভাঙ্গা হাঁড়ি ও পাথর পড়িয়া আছে। মাঘ মাসে শুক্লা সপ্তমীতে বহুলোক এখানে একরাত্রি বাস করিয়া থাকে। যে হাঁড়ি পড়িয়া আছে তাহা প্রায় কাল রঙ্গের, কেবল দু'একটি

জগন্নাথী লালহাঁড়ী দেখিতে পাইলাম। আজকাল প্রতি সংক্রান্তিতে গ্রামের লোকে এখানে সমুদ্র স্নান করিতে আসে।

সমুদ্র ও চন্দ্রভাগার মাঝে মাত্র কয়েক গজ ব্যবধান। বালির উপর মানুষের পায়ের দাগ বিরল। কেবল কাঁকড়ার পায়ের দাগ ও অনেক গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। নানারকম ঝিনুক, সমুদ্রের ফেণা (cuttle-fish bone) প্রভৃতি প্রচুর পড়িয়া আছে। তাহা ছাড়া কাঠের গুঁড়ি গিলে নাটাফল প্রভৃতিও ভাসিয়া আসিয়াছে। কাঠের উপর barnacles, bryozoaর বাসা দেখিলাম। Barnacleগুলি রৌদ্রে শুখাইয়া গিয়াছে। বালি বেশ মোটা ও পুরীর মত মশলায় তৈয়ারী—Quartz grains stained yellow by iron hydrates, garnet, ilmenite. সমুদ্রের চেহারায় পুরী হইতে কোনো প্রভেদ দেখা যায় না। পাড়ের কাছে একটি algaeএর bank ভাসিয়া যাইতেছিল বলিয়া সেখানে জল ঘোলা ও ময়লা দেখাইতে ছিল।

কপিলেশ্বর—নূতন গাঁয়ের নিকট কপিলেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দির। ইহা একটি বালির ঢিপির উপর অবস্থিত খড়ের চালের মন্দির। সম্মুখ পশ্চিমদিকে। দরজার ডানপাশে দুইজন নর্ত্তকীর মূর্ত্তি আছে। বামে দুইজন ঢাল ও সোজা তলোয়ারধারী পুরুষ। ইহাদের ভঙ্গি একেবারেই যোদ্ধার মত নহে।

কপিলেশ্বরের পিছনে পিতলের ত্রিনেত্র হর ও পার্ব্বতীর মূর্ত্তি বিরাজমান। পার্শ্বদেবতার মধ্যে উত্তরদিকে পার্ব্বতীদেবী। তাঁহার অল্প দিনের তৈরারী আসনের গায়ে রাহুমুখ আঁকা আছে। এই রকম রাহুমুখ পুরীর বিশেষত্ব। অবশ্য সাক্ষীগোপালেও ইহা দেখা যায়।

ত্রিবেণীশ্বর—মাধিপুর গ্রামে ত্রিবেণীশ্বর মহাদেব আছেন। মন্দির ছোট এবং কণারকের ভাঙ্গা অলঙ্কারে পূর্ণ পাথরে তৈয়ারি। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের মত ইহা পূর্ব্বমুখী। সম্মুখে বৃষ আছে। তিন পার্শ্বদেবতা ভুবনেশ্বরের মত তিলভাণ্ডেশ্বর গণেশ সুব্রহ্মণ্য ও পার্ব্বতী-দেবী যথাক্রমে দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর পার্শ্বে আছেন। তাহার মধ্যে পার্ব্বতীদেবীর পূজা বিশেষভাবে হইয়া থাকে। তাঁহার শরীর চুয়া-চন্দনে লেপা ও নূতন কাপড় পরানো। এই মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও মদনগোপালের মূর্ত্তি আছে।

রামচণ্ডী—লিআখিয়া হইতে কুশভদ্রার মোহানা প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে। তাহার নিকটে উচ্চ বালির ঢিপির উপর রামচণ্ডী দেবীর মন্দির। চারিদিকে হাওয়ায় বালির স্তূপ জমিয়া মন্দিরকে প্রায় আড়াল করিয়া দিয়াছে। দূর হইতে কেবল মন্দিরের চূড়া ও পতাকা এবং একটি তালগাছ দেখা যায়।

মন্দির একটি ভদ্র-দেউল ও তাহার সামনে লম্বা সাদাসিধা

ধরণের একটি নাটমন্দির আছে। নাটমন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে দক্ষিণ মুখে যাইতে হয়, অর্থাৎ রামচণ্ডী ঠাকরুণ উত্তরমুখ হইয়া আছেন। প্রথমে পথের দুইপাশে তিনটি মূর্ত্তি চোখে। পড়ের ২ কুলুঙ্গিতে বরাহ ও বামন অবতারের (ত্রিবিক্রম) মূর্ত্তি। তাহা ছাড়া বড় আকারের একটি সুব্রহ্মণ্য মূর্ত্তি আছে। ইহা কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত। বামদিকের এক হাত গলাভাঙ্গা মোরগের পিঠে রাখা আছে। এই পাখীকে নীচে হইতে একজন স্ত্রীলোক ধরিয়া রহিয়াছে। অপর হাতে অভয়চিহ্ন। ডানদিকের একহাত সামনে বিন্যস্ত। তাহার পিছনে একটি পদ্মফুল। একটি ময়ূর এই হাতে মুখ দিয়া আছে। অপর হাত ভাঙ্গা। ময়ূরের সম্মুখে ছোট গদাধারী মূর্ত্তি। সুব্রহ্মণ্যের মূর্ত্তির মাথায় চুল তিনটি পৃথক্ বেণীর আকারে বাঁধা আছে। মাথায় মুকুট, কাণে কুণ্ডল, গলায় পৈতা। মাথার পিছনে রাহুমুখ ও তোরণ। উপরে দুই জন স্বর্গবাসী শাঁখ বাজাইতেছে ও আর দুইজন হাতে মালা লইয়া উড়িতেছে।

Archæological Survey of Mayurbhanj.. Vol. I, p. xxii তে প্রকাশিত সুব্রহ্মণ্যের ধ্যান এই সঙ্গে দিলে পরিচয়ের সুবিধা হয়।

সিন্দূরারুণ কান্তিমিন্দুবদনং কেয়ূরহারাদিভি
দ্র্বৈর্য্যোরাভরণৈর্বিভূষিততনুং স্বর্গস্য সৌখ্যপ্রদম্।
অম্ভোজাভয়শক্তিকুক্কুটধরং রক্তাঙ্গরাগাংশুকং
সুব্রহ্মণ্যমুপাস্মহে প্রণমতাং ভীতিপ্রণাশোদ্যতম্॥

"যাঁহার কান্তি সিন্দুরের মত অরুণ, যাঁহার বদন ইন্দুর মত সুন্দর, যাঁহার শরীর কেয়ূর, হার প্রভৃতি আভরণে বিভূষিত, যিনি ভক্তকে স্বর্গের সুখ প্রদান করেন, যাঁহার হস্তে পদ্ম, অভয়, শক্তি ও কুক্কুট আছে, যাঁহার অঙ্গ ও বস্ত্র রক্তবর্ণ, সেই সুব্রহ্মণ্যকে আমরা উপাসনা করি। তিনি প্রণতজনের ভীতিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।"

১২

রামচণ্ডীর তিন পার্শ্বদেবতার মধ্যে কেবল পূবদিকে মারীচী দেবী আছেন। ইনি অষ্টভুজা দুর্গা বলিয়া পরিচিত। মূর্ত্তির তিন মুখের মধ্যে বামদিকের মুখ শূকরের মত। তিন মাথারই সুচাল মুকুট আছে। হাতের সংখ্যা আট, তাহার মধ্যে কয়েকটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মূর্ত্তির বামহাত (উপর হইতে নীচে)

১ বুকের উপর পড়িয়াছে, হাতে পাশ।

২ ধনুক।

৩ ভাঙ্গা, শরীরের বাহিরে পড়িয়াছে।

৪ ঊরুর উপর পড়িয়াছে। হাতে মালা (?)।

মূর্ত্তির ডান হাত (উপর হইতে নীচে)

১ ভাঙ্গা, শরীরের বাহিরে পড়িয়াছে।

২ একটি শূলের মত অস্ত্র, আকারে তীরের চেয়ে বড়।

৩ অঙ্কুশ।

৪ বামদিকের ৪নং হাতের মত বোধ হয় মালার অপর প্রান্ত ধরিয়াছিল। ভঙ্গি—প্রত্যালীঢ়পদ। চিত্র ১৮।

নীচে দুই পাশে কাঁধে ও ডানদিকে কাঁধের উপর একটি করিয়া বরাহমুখী দেবীমূর্ত্তি। নীচে ডানদিকে বরাহীর হাতে দণ্ড বজ্র ধনু পাশ। নীচে বামে বরাহীর হাতে বজ্র, অপর হাতে পাশ ধরিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, না হইলে অভয়মুদ্রায় বিন্যস্ত ছিল। চার হাত ছিল কিনা তাহাও বুঝা যায় না, বড় অস্পষ্ট।

উপরে ডানদিকে বরাহীর (বরাহ ?) হাতে বজ্র ও অঙ্কুশ, বাকি বুঝা যায় না।

মূর্ত্তির চারিদিকে গোল করিয়া এক বিচিত্র বস্তু রহিয়াছে।

বাহন সাতটি জীবের রাশ ধরিয়া এক স্ত্রীমূর্ত্তি মকরের মুখের উপর বসিয়া আছে। তাহারও নীচে রাহুমুখ ও কতকগুলি অজানা

নক্‌সা। ইহার সহিত একটি ধূপদানের চিত্র। এইরূপ একটি ধূপ-দান কলিকাতায় যাদুঘরে আছে।

পরিচয়—(১) শব্দকল্পদ্রুমে প্রকাশ মারীচী দেবতাবিশেষ, তিনিই মায়াদেবী। তাঁহার তিনমুখ, তিনি বজ্র (ধারিনী) বারাহী, বিকট। তাঁহার অপর নাম গৌরী বজ্রকালিকা। তাঁহার রথের বাহন সাতটি শূকর।

(২) Arch. Survey of Mayurbhanj, vol. 1, xciii পৃষ্ঠায় মারীচীর যে ধ্যান আছে নীচে তাহার অনুবাদ দেওয়া হইল।

সূর্য্যকে···ধ্যান করিয়া, তাঁহার (মণ্ডল) হইতে বিনির্গত রশ্মি-জাল আকাশে আকর্ষণ পূর্ব্বক একত্র করিয়া তাহার সম্মুখে ভগ-বতীকে স্থাপন করিবে—তিনি গৌরী, ত্রিমুখী। তাঁহার প্রতি মুখে তিনটি নেত্র। দক্ষিণ মুখ রক্তবর্ণ, বামমুখ নীলবর্ণ ও বরাহমুখের আকৃতিবিশিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণ করে বজ্র, অঙ্কুশ, শর ও সূচী আছে। আর এক কর উন্নততর্জ্জনী হইয়া আছে। দেবীর মাথায় বৈরোচনের আকারবিশিষ্ট মুকুট আছে। তাঁহার দেহে নানা আভরণ আছে তিনি চৈত্যগর্ভের মধ্যে অবস্থিতা। দেবীর পরিধানে রক্তবর্ণ বস্ত্র, কঞ্চুক ও উত্তরীয় আছে। তিনি সপ্তশূকরবাহিত রথে আরূঢ় হইয়া প্রত্যালীঢ়পদে দণ্ডায়মান আছেন। তিনি যে রথে আছেন তাহা চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস করিতে উদ্যত রাহু কর্ত্তৃক বাহিত। তাহা (রথ ?) হং—কার হইতে জাত হইয়া পং—কার হইতে বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করিতেছে।

'দেবীর চারিদিকে অন্য চারি দেবী বেষ্টন করিয়া আছেন। তাহার মধ্যে পূর্ব্বদিকে বত্তালী, রক্তবর্ণা, বরাহমুখী, চতুর্ভুজা। দক্ষিণকরে সূচী, অঙ্কুশ ও বামকরে পাশ ও অশোকপল্লব ধরিয়া আছেন। তাঁহার কঞ্চুক রক্তবর্ণ। দেবীর দক্ষিণে বদালী পীতবর্ণা, তাঁহার বামহস্তে অশোকপল্লব ও পাশ ও দক্ষিণহস্তে সূচী ও বজ্র আছে।

তিনি কুমারীরূপিনী, নবযৌবন ও অলঙ্কারে সমৃদ্ধা। দেবীর পশ্চিমে বরালী শুক্লবর্ণা। তাঁহার দক্ষিণকরে বজ্র ও সূচী এবং বামকরে পাশ ও অশোকপল্লব আছে। তিনি সুরূপিনী ও প্রত্যালীঢ়পদে অবস্থিতা। দেবীর উত্তরদিকে বরাহমুখী আছেন। তিনি রক্তবর্ণা, ত্রিনয়না ও চতুর্ভুজা। দক্ষিণকরে বজ্র, শর এবং বামকরে ধনু ও অশোকপল্লব ধরিয়া আছেন।

'এইরূপ দিব্যরূপিনী দেবীকে ধ্যান করিয়া ইত্যাদি।'

মারীচী হিন্দুদেবতা নহেন, তিনি বৌদ্ধ-তান্ত্রিক দেবতা। এরূপ মূর্ত্তি কি করিয়া কণারকের নিকট আসিল তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। এখানে ইহা পরে আসিয়াছে কিনা অথবা আগে হইতেই ছিল, তাহা জানিবার কোনো উপায় দেখি না। যাহাই হউক বৌদ্ধধর্ম্মের এই নিদর্শন দেখিয়া নিকটে সেইরূপ আরও কিছু পাওয়া যায় কিনা, তাহা সন্ধান করিবার প্রবৃত্তি জন্মে।

নিরঞ্জন মঠ—কণারকের মন্দিরের সংলগ্ন একটি মঠ আছে। ইহাতে যে মঠধারী সন্ন্যাসী আছেন তিনি বৃদ্ধ ও সাধুলোক। মন্দিরের প্রাঙ্গনে অনেকগুলি সমাধি আছে। এগুলি শুনা যায় পূর্ব্বতন মঠধারীদের সমাধি। অতএব এ মঠটি বেশ পুরাতন বলিয়া মনে হয়।

মঠের মধ্যে দেবগৃহে একটি কাল পাথরের উপর শুধু একটি বৃত্ত ও অর্দ্ধচন্দ্র আঁকা আছে ও তাহা দেখিতে কতকটা বাংলা দেশের ধর্ম্মরাজের মূর্ত্তির মত। মঠধারী সাধুর কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে ইহা নিরাকার, নিরঞ্জন, মহাশূন্যের প্রতিমূর্ত্তি। চিত্র ১৭

মঠে জাতিবিচার নাই। যে কেহ প্রসাদের জন্য ভোগ রাঁধিতে পারে। খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই। প্রসাদী মাছের তরকারী আমি অনেকবার খাইয়াছি। অবৈষ্ণব কতকগুলি বিড়ালও মঠে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে। কিন্তু নিরঞ্জনের পূজা জগন্নাথের মত হইয়া

থাকে। সকালে ভোগ, মধ্যাহ্নধূপ, সন্ধ্যার আরতি ও ধূপ, শৃঙ্গারবেশ, শয়ন প্রভৃতির প্রথা পুরীর মত। এখানে রীতিমত ভাগবতপাঠ হয় এবং মঠের বাবাজীকে প্রায়ই হরিনাম করিতে শুনিয়াছি।

এগুলি পরীক্ষা করিলে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে এখানে বৌদ্ধপূজার সহিত বৈষ্ণবপূজা একত্র জড়াইয়া রহিয়াছে। কোনটি আগে, কোনটি পরে তাহা এখন জানিবার কোন উপায় দেখি না।

যাহাই হউক পুরীর এত কাছে বৌদ্ধধর্ম্মের দুইটি নিদর্শন বিশেষ-রূপে মনোযোগের যোগ্য বলিয়া মনে হয়।

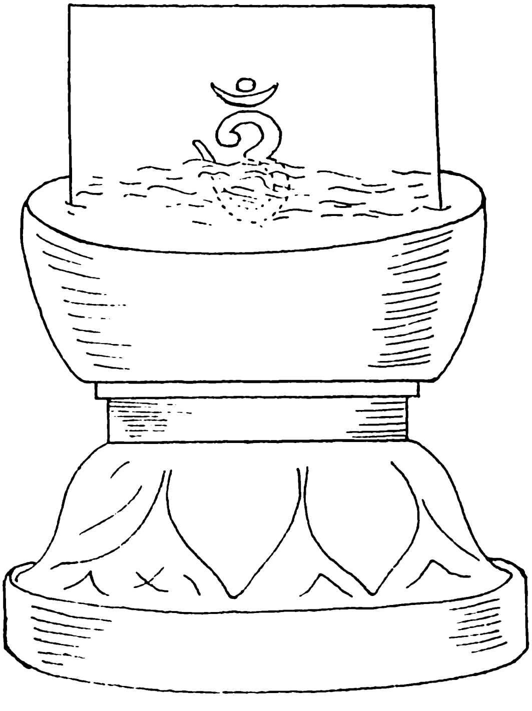

১৭

মহাশূন্য নিরাকার নিরঞ্জনের মূর্ত্তি

পরিশিষ্ট

(ক) রাজা নরসিংহদেবের সময়ে কণারকের পরিমাপ— আগ্যাং প্রমাণে শ্রীপুরুসোত্তম দেউল সুআংসিআ নাথ (১) মহাপাত্র মাপি তলপ করাইলা প্রমাণে এ মহারাযাঙ্ক শ্রীহস্তরে অং ২৮ গুলে শ্রীহস্তকাঠিমাপরে এ বড় দেউলকু এ দেউল উপরে চুম্বকলুহাধারণা (২) পোতাবাহারে উভারে অছি কাঠি হা ১২॥ ত এ কপুরিমাপ কাঠি অংতগুল ৬ (৭) এ গেরিকাঠি হা ১॥ অলা উপর সিংহঠারু (৩) গরুড়তলসরিকী কা ১২ ঠি। সিংহগরুড়তলু পদ্মপৃষ্ঠসরিকী কাঠি ৮৭॥০ গাএ কা ১১৬ঠি। অং ২০ গুল হি লুহাধারণা উভারে অছি কাঠী হা ১॥০ দেউল বর্ত্তমানে অছি কাঠী অং ১০৪ গুল ৬ (৭), গাএ প ২দ কা ১১৬ ঠী আংগুল ২০, এ বাহারে পূর্ব্বরে থিলা ভাগিং (১) অছি কলস এ উপরে পদ্মধ্বয কাঠী গাএ প ২দ কা ৩ ঠি আংঙ্গল ৮ গাএ প ২দ কা ১২০ঠি।

এ দেউলরে মুখসালী সান দেওলকু মাপ কা ৭২ঠি। এ দেউল আকৃতী আগপাঠ অগণা পূব পছিম হোই কা ১৬ ঠি আংঙ্গল ৮, উত্তর দক্ষিণ হোই কা ২৩ ঠি এ পুর্ব্বকু বর্ত্তমানে অছি পাহাচ গো ১২টি লম্ব কা ১৩ ঠি ৮ আংগুল ওসার কা ২ ঠি লেখাএ। এ পুর্ব্ব দুআর তোরণা খম্ব গো ১টী ওসার কা ৪ঠি লেখাএ খম্ব গো ২টী খম্বসিরা দিস্থুঅছি গো ১৭টি এ দুআর পাহাচ গো ৫টী এথিরি লম্ব কা ১০৷৹ ঠী ওসার কা ২ ঠী। দুআর ওসার কা ৪ঠী ২ আংগুল পাখে বড়মুগুনী পাট গো ২ টী গোটীএ ওসার কা ৩।০ ঠি উচ্চ কা ৭৷৹ বহল কা ॥৵০ঠি মুখসালী দেউল দুইখম্ব মঝী ওসার কা ৯॥০ ঠি এ খম্ব ওসার কা ৫ঠি লেখাএ দুইখম্ব ওসার কা ১০ঠি, এ খম্ব উত্তরু দুই পাআভাগ এ পাআভাগ গো ১টি কা ৭॥০ ঠি লেখাএ গো ২টী কা ১৫ঠি গাএ

মুখসালী দেউল ওসার কা ২৮৷৷৵০ ঠী (৪)। এ বাড বহল কা ৮ ঠি লেখাএ দুই বাডকু কা ১৬ঠি। গাএ মুখসালী সানদেউল ওসার বাডমধ্যকরি কা ৪৫৷৷৵০ (৫)।

বড়দেউলর অণসরপিণ্ডী উতর দক্ষিণ কান্থ ওসার কা ৯ ঠি। পূর্ব পছিম হোই লম্ব কা ২০ঠি ৪ আংগুল, দুয়ার ঠান্ন উতর পাহা-চতল এরণ্ডা যাএ কা ৫৭ঠি। ভিতর দুআর ওসার কা ৩ঠি ২৬ আংগুল এ উচ্চ কা ৭৸০ (৬) এ দুই পাট বলে কাঠি ৷৷৵০ লেখাএ এপাট ওসার কা ।৵০ লেখাএ ভিতর গম্ভিরা পূর্ব পছিম হোই লম্ব কা ১৮ঠি। উতর দক্ষিণ হোই কা ১৮ঠি ৮ আংগুল [।] সিংহাসন লম্ব কা ৭ঠি ওসার কা ৫৷৷৵০ ঠি এ উঠ কা ২৸ঠি এ উপর সিংহাসন গো ১টী লম্ব কা ৩ঠী আঠ কা ২ঠী উচ্চ কা ১ঠী [।] অরুণথম্ব মোট কা ৩৸০ ঠী উচ্চ মাপ কা ঠী১। উতর বাড় পাদুকনলা বাড ওসার কা ১৮ ঠী। দখীণ বাড় ওসার কা ১৮ ঠী। ভীতর দুআর ঠান্ন তল পাহাচ সরিকী বহল কা ১২ঠী। এ প্রকারে মাপ হোইলা।

নোট ঃ—

(১) 'সুআংসিআ' ও 'ভাগিং' এই দুই শব্দে যে 'ং' দেখা যায় তাহা যে বর্ণের পরে অবস্থিত তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের পরে উচ্চারিত হইবে। উহাদের শুদ্ধ পাঠ—'সুংআসিআ' বা 'সুঙ্গাসিআ' ও 'ভাংগি' বা 'ভাঙ্গি'।

(২) বিবরণটী পড়িলে পরিষ্কার বুঝা যায়, যে কলসটি সে সময়ে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং এই লোহার কাঠি তাহাকে যথাস্থানে ধরিয়া রাখিত। ইহাকে কেন 'চুম্বকলুহা' বলা হইয়াছে জানি না। মাপে খুব সূক্ষ্মতার পরিচয় পাওয়া যায় না, এরূপ ক্ষেত্রে উপরের লোহাটি যথার্থ চুম্বক ছিল কি না, তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। যাহাই হউক পরবর্ত্তী কালে কণারকের মন্দিরের উপরে

একটি চুম্বক লোহার সম্বন্ধে যে সকল অপ্রাকৃত প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছিল সেগুলি সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া মনে হয় কেননা ইহার আকার মোটেই বড় নয়।

(২) তঁলার উপরে সিংহমূর্ত্তির অস্তিত্ব দেখা যাইতেছে। উড়িষ্যায় আর কোনও দেউলে এরূপ আছে বলিয়া জানি না।

অলা-বেকিতে সিংহ ও গরুড় উভয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। পুরীর মন্দিরেও এইরূপ দেখা যায়।

(৪) (৫) মুখশালার গর্ভগৃহের প্রসার ২৮ কাঠি ১৬ আংগুল বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে যে সকল মাপগুলি দেওয়া আছে, সেগুলি ঠিক কোন্ অংশের সম্বন্ধে প্রযুজ্য তাহা বুঝিতে পারা শক্ত। তবে সেগুলির মধ্যে বিচার করিয়া কয়েকটি এমনভাবে লইয়াছি যাহাতে যোগফল উল্লিখিত মোট যোগফলের কাছাকাছি দাঁড়ায়। তাহা সত্ত্বেও ২ যোগফল ঠিক মিলে না, কয়েক আঙ্গুলের তফাৎ থাকে। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কথা নহে, কেন না এরূপ ভুল আরও দেখা যায়। মুখশালার গর্ভগৃহ ২৮ কা ১৬ আং, ও গৃহের দেওয়াল ৮ কা করিয়া চওড়া বলা হইয়াছে। ২ দিকের দেওয়ালের চওড়াই গর্ভগৃহের ওসারের সহিত যোগ করিলে ৪৪ কা ১৬ আং হয়, কিন্তু পরেই দেখা যায় তাহা ৪৫ কা ৯ আং বলিয়া লেখা হইয়াছে।

এইরূপে পরে গম্ভীরার মাপেও দেখা যায় তাহার আয়তন ১৮ কা × ১৮ কা ৮ আং। কিন্তু মনোমোহন গাঙ্গুলি মহাশয় তাহাকে ঠিক ৩২′ ১০″ দীর্ঘ-প্রস্থ বলিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে কণারকের মাপে খুব সূক্ষ্মতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

(৬) গম্ভীরায় প্রবেশের দরজা ও মুখশালার পূব দরজা উভয়েই দেখা যাইতেছে ৭ কা ২১ আং উচ্চ। মুখশালার দরজা কেবল গম্ভীরার দরজা হইতে কিছু চওড়া। উভয় দরজার পাশে ২টি করিয়া

মুগুনি পাথরের পাট থাকিত, তাহাদের চওড়াই ১৬ আংগুল করিয়া।

(৭) এই দুইটি পরীক্ষা করিলে বুঝা যায়, ইহাদের শুদ্ধ পাঠ ৩ কাঠি ৬ আংগুল এবং ১০৪ কাঠি ৬ আংগুল।

অনুবাদ—রাজ আজ্ঞা অনুসারে শ্রীপুরুষোত্তম দেউলের সুঙ্গাসিয়া নাথ মহাপাত্র (এই মন্দির) মাপিয়া তাহা পুস্তকে নিবদ্ধ করিল। এই প্রমাণ, মহারাজার শ্রীহস্তের ২৮ আংগুলে শ্রীহস্তকাঠি (তৈয়ার হইল। সেই) প্রমাণে এ বড় দেউলটিকে……এই দেউলের উপর চুম্বকলোহা রেখা (স্বরূপ রহিয়াছে। তাহা) যতখানি পোঁতা আছে, তাহার অতিরিক্ত ১২॥০ হাত কাঠি দাঁড়াইয়া আছে। ইহার কপুরীর মাপ ৩ কা ৬ আং। ইহার গেরি (খুব সম্ভবতঃ যাহাকে আমরা মুহণ্টা বলি) ১॥০ কাঠি। তাঁলার উপরের সিংহ হইতে গরুড়ের তলা পর্য্যন্ত ১২ কাঠি। (অলা-বেকির) সিংহ ও গরুড়ের নীচে হইতে পদ্মপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ৮৭॥০ কাঠি, মোট ১১৬ কাঠি। ২০ আংগুল হি (হিসাবে ?) লোহার রেখাটি ১২॥০ কাঠি লম্বা পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া আছে। দেউল ১০৪ কাঠি ৬ আং উচ্চ আছে। এই দুই পদ (যোগ করিলে) ১১৬ কাঠি ২০ আংগুল হয়। ইহার চেয়ে বাহিরে (আরও উচ্চ) ছিল, কলস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার উপরে পদ্মধ্বজ, এই দুই পদ (অর্থাৎ ধ্বজকাঠি ও কলসের অতিরিক্ত উচ্চতা) মিলিয়া ৩ কাঠি ৮ আংগুল। অতএব সমস্ত মিলিয়া ১২০ কাঠি (ছিল)।

এই দেউলের মুখশালা ছোট দেউলের মাপ ৭২ কাঠি। এই দেউলের আকৃতি (দেওয়া যাইতেছে)। সম্মুখে প্রশস্ত অঙ্গন, পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৬ কা ৮ আং, উত্তরদক্ষিণে ২৩ কাঠি। ইহার পূর্ব্বদিকে এখন ১২ টি সিঁড়ি আছে। প্রত্যেক সিঁড়ি ১৩ কা ৮ আং লম্বা ও ২ কাঠি চওড়া। ইহার পূর্ব্বদুআর তোরণের ২ থামের প্রত্যেকটির ওসার ৪ কাঠি করিয়া এই থামের ১৭ টি সিরা দেখা যাইতেছে।

এই দুআর ৫ সিঁড়ি। এগুলি লম্বায় ১০৸০ কাঠিও চওড়ায় ২ কাঠি করিয়া। দুআর ৪ কাঠি ২ আং চওড়া।

পাশে বড় মুগুনি পাট ৩॥০ কাঠি করিয়া চওড়া, ৭৸০ কাঠি উচ্চ ও ।৶০ কা মোটা মুখশালাদেউলের ২ থামের মাঝে ৯॥০ কাঠি ব্যবধান। এই থামের ওসার ৫ কা করিয়া মোট ১০ কা। এই থামের পরে দুই পাআভাগ ৭॥০ কাঠি করিয়া ১৫ কাঠি বিস্তৃত। এই থামগুলির অবস্থান সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, আমি চিত্রে '৪' বলিয়া তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি, কিন্তু তাহা ঠিক না হওয়াই সম্ভব। মুখশালা দেউলের ভিতরের প্রসার মোট ২৮।৶০ কা। ইহার দেওয়াল ৮ কা করিয়া মোটা। দুইদিকে ১৬ কা। অতএব মুখশালা নামক ছোট দেউলের প্রসার বাড় ধরিয়া—৪৫।৶০ কা।

বড় দেউলের নীচু পিণ্ডীর (দাওয়ায়] উত্তর দক্ষিণ দেওয়াল ৯ কাঠি চওড়া। পূর্ব্বপশ্চিমে ২০ কা ৪ আং চওড়া। দরজা হইতে উত্তর পৈঁঠার তলায় এরণ্ডা [?] পর্য্যন্ত ৫৭ কাঠি। এই প্যারার মানে বুঝি নাই। বড় দেউলের নীচে ত' একমাত্র চক্রাঙ্কিত প্রধান পিষ্ট আছে, তাহার সম্বন্ধে ইহা যে বলা হইয়াছে, তাহাও ত মনে হয় না।

ভিতরের দুয়ার (গম্ভীরায় প্রবেশের) চওড়া ৩ কা ২৬ আং, ইহা উচ্চ ৭৸০ কা, ২টি পাট মোটা ।৶০ কা করিয়া। এই পাট ৩।৶০ কা করিয়া চওড়া।

গম্ভীরা পূবপশ্চিমে ১৮ কাঠি, উত্তয় দক্ষিণে ১৮ কা ৮ আং।

সিংহাসন লম্বা ৭ কা, চওড়া ৫।৶০ কা ও উচ্চ ২৸০ কা। ইহার উপর (আর) একটি সিংহাসন লম্বা ৩ কা ৮ আং, চওড়া ২ কা, উচ্চ ১ কা। অরুণস্তম্ভ চওড়া ২৸০ কা। উচ্চতার মাপ—কাঠি।

উত্তর দেওয়ালের ভিতর দিয়া যে পাদুকানালা গিয়াছে, তাহার ওসার ১৮ কা। দক্ষিণদিকে বাড় মোটা ১৮ কা।

ভিতরের দুয়ার হইতে নীচের পৈঁঠা পর্য্যন্ত মোটা ১২ কা (অর্থ বুঝিলাম না)। এইরূপে মাপ হইল।

কয়েকটি মন্তব্য—

যাহারা মাপিয়াছিল তাহারা যে মাপের কাজে অভিজ্ঞ নয় তাহা সহজে বুঝা যায়। প্রথমতঃ তাহাদের মাপে অনেক ভুল আছে। দ্বিতীয়তঃ মাপের কাজ (sistemetically) হিসাব করিয়া করা হয় নাই, তাই একবার মুখশালা, একবার বড় দেউল, ফের মুখশালা, এইভাবে মাপ লওয়া হইয়াছে, তৃতীয়তঃ ঠিক কোন জায়গায় মাপ লওয়া হইতেছে তাহা অনেক সময় বুঝা যায় না। এক একটি পাটের মাপ লওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার অবস্থিতি কোথায় তাহা উল্লিখিত হয় নাই।

এই সকল দোষ থাকা সত্ত্বেও এই মাপের গুণে আমরা কয়েকটি বিষয় জানিতে পারি

(১) মন্দির নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছিল।

(২) লোকজন গম্ভীরায় প্রবেশ করিত।

(৩) উপরের কলস মাপের আগে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

তখন যে মন্দির ১১৬ কা ২০ আং পর্য্যন্ত উচ্চ ছিল, বুঝা যায়; কিন্তু তাহার উপরে যতটুকু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহা যোগ করিলে ঠিক ১১০ কা হইতে তাহা কেমন করিয়া জানা গেল, বুঝি না। খুব সম্ভব কলসের এই উচ্চতা অনুমানমূলক।

বড় দেউলের উচ্চতা

গম্ভীরার মাপ ১৮ কা × ১৮ কা ৮ আং।

গাঙ্গুলী মহাশয়ের মতে তাহা ৩২′ ১০′ দীর্ঘপ্রস্থ।

(ক) যদি ১৮ কা = ৩২′ ১০″

তবে ১১৬ কা ২০ আং = ২১১′ ৩″

(খ) যদি ১৮ কা ৮ আং = ৩২´ ১০´´
তবে ১১৬ কা ২০ আং = ২০৯´৬´´

অতএব বড় দেউলের উচ্চতা সেই সময়ে এই দুই অঙ্কের কাছাকাছি ছিল।

আমরা আজকাল জানি যে কণারকের পদ্মপিষ্টের তলায় আর একটি পিষ্ট রহিয়াছে এবং তাহার মাপ ১৩´ ২´´ (গাঙ্গুলী)। অতএব ভাঙ্গার আগে মাটি হইতে প্রধান মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ২২৩।২২৭ ফিট ছিল। কলস ও ধ্বজা ইহার উপরে আরও কয়েক ফিট নিশ্চয়ই ছিল, তবে তাহা সে সময়ে ৬ কা ৮ আং (প্রায় ৬ ফিট) অনুমিত হইলেও তাহার যথার্থ উচ্চতা আমরা জানিনা।

জগমোহনের উচ্চতা ৭২ কা বলা আছে।

১৮ ঃ ৭২ ঃ ঃ ৩২´ ১০´´ ঃ ক
ক = ১৩১´ ৪´´
১৮ কা ৮ আং ঃ ৭২ ঃ ঃ ৩২´ ১০´´ ঃ ক´
ক´ = ১২৯´

কিন্তু কলস ও পদ্মধ্বজ বাদে এখনই উহা ১২৯´ হইতে ১২৮´ ২´´র মধ্যে (গাঙ্গুলী)।

(খ) **মন্দিরে কি দেবপ্রতিষ্ঠা হয় নাই ?**

মন্দির যে অনেক দিন ধরিয়া লোকজনের যাতায়াতের তীর্থকেন্দ্র ছিল, তাহার নিম্নলিখিত প্রমাণ আছে।

(১) রত্নবেদীর উপর কলস বসানর দাগ।

(২) রত্নবেদীর আলঙ্কারিক নক্সা ভক্তগণের করস্পর্শে মুছিয়া গিয়াছে।

(৩) যাদুঘরে সূর্য্যমূর্ত্তির তলায় বেদীতেও ঐরূপ নক্সা মুছিয়া যাওয়ার প্রমাণ আছে।

(৪) মন্দিরে অনেকবার চূণের ও সময়ে সময়ে লাল রঙ্গের প্রলেপ পড়িয়াছিল।

(৫) প্রাঙ্গণের বাহিরেই এত খোলামকুচির স্তূপ আছে, যে মনে হয় পুরীর মত এখানেও প্রত্যহ নূতন হাঁড়িতে ভোগ হইত এবং পুরাতন হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইত। অনেকদিন ধরিয়া এইরূপ হইলে তবেই এতগুলি খোলামকুচির স্তূপ জমিতে পারে।

(গ) **মায়াদেবী নামের বিচার**

এই মন্দিরটি সাধারণতঃ রামচণ্ডীর মন্দির বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিষণস্বরূপ মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে ইহাকে মায়াদেবীর মন্দির বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উভয় নামের বিচার হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমে মনে রাখিতে হইবে যে উড়িষ্যার প্রতি প্রধান মন্দিরে যে দেবতা থাকেন, সেই মন্দিরের প্রাঙ্গণের মধ্যে তাঁহার শক্তির জন্য এক বা ততোধিক ছোট মন্দির থাকে। পুরীতে জগন্নাথের সহিত লক্ষ্মী বিমলা (তান্ত্রিকগণের মতে "জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ'), সত্যভামা প্রভৃতির মন্দির আছে। ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজের সহিত তেমনি ভুবনেশ্বরী, পার্ব্বতী প্রভৃতি দেবীর মন্দির আছে। এই নিয়মে কণারকেও আমরা সূর্য্যপত্নীর একটি মন্দির থাকিবে এমন আশা ন্যায়ত করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ বিষ্ণু অথবা শিবের মন্দিরে যেমন বিশেষ বিশেষ পার্শ্বদেবতার মূর্ত্তি থাকিতেই হইবে,[২] শক্তিমন্দির সম্বন্ধেও তেমনি নিয়ম দেখা যায়। যথা, পুরীর লক্ষ্মীমন্দিরে তিন পাশেই কমলা মূর্ত্তি; সত্যভামার মন্দিরে উত্তরে সরস্বতী, পশ্চিমে পাশাঙ্কুশধারিণী চতুর্ভুজা কোন দেবী ও দক্ষিণে নাই; বিমলার মন্দিরে উত্তরে নাই, পশ্চিমে চামুণ্ডা ও দক্ষিণে অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। অর্থাৎ শক্তিমন্দিরে পার্শ্বদেবতা শক্তিরই কোন না কোন মূর্ত্তি হইয়া থাকে। এই দুইটি কথা স্মরণ রাখিয়া আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

'মায়াদেবী' নামের সপক্ষে

(১) বিষণস্বরূপ মহাশয় পুরীর মাদলাপাঁজির যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে ক্ষেত্রদেবীর মধ্যে মায়াদেবী প্রধানা বলিয়া জানিতে পারা যায়। এবং ক্ষেত্রে যে অষ্টচণ্ডী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রামচণ্ডীর নাম দেখা যায়।

(২) পুরাণের মতে 'ছায়া' ও 'সংজ্ঞা' সূর্য্যের দুই পত্নী হইলেও পুরীতে সর্ব্বদাই 'ছায়া' ও 'মায়া' সূর্য্যের পত্নী বলিয়া শুনা যায়। 'সংজ্ঞা' নাম পুরোহিতদের মুখে কখনও শুনি নাই।

মায়াদেবীর নামের বিপক্ষে

(১) পার্শ্বদেবতারা শক্তিমূর্ত্তি নহেন। তাঁহারা সূর্য্যের পার্শ্ব দেবতা। হয়ত মন্দির শক্তিরই মন্দির নহে।

(২) সিংহাসনে একটি ছোট সূর্য্যমূর্ত্তি আছে, কিন্তু ইহা ভিন্ন অন্য মূর্ত্তি সিংহাসনে নিশ্চয়ই ছিল।

রামচণ্ডী নামের সপক্ষে

একটি জনশ্রুতি আছে যে কালাপাহাড় যখন কণারক আক্রমণ করেন তখন রামচণ্ডী কণারকের মন্দির ছাড়িয়া কুশভদ্রার মোহানায় চলিয়া যান। কিন্তু এখানে বিপদ হইল যে এই মন্দির বহুকাল পোঁতা থাকার পর ১৯০৬ সালে বালির ভিতর হইতে বাহির হইয়াছে (বিষণ স্বরূপ)। জনশ্রুতির মধ্যে কিছু সত্য নিহিত থাকিলেও, এমন কোনো কথা নাই যে নূতন বাহির করা মন্দিরটিই পূর্ব্বে রামচণ্ডীর মন্দির ছিল। অতএব এ যুক্তি ঠিক সপক্ষে নহে, ইহা বিচারে টিকেনা।

রামচণ্ডী নামের বিপক্ষে

(১) রামচণ্ডী ও মায়াদেবী উভয় নামই মাদলা পাঁজিতে আছে বলিয়া প্রকাশ, তাহার মধ্যে মায়াদেবী প্রধানা এবং রামচণ্ডী ক্ষেত্র দেবীদের মধ্যে একজন মাত্র।

(২) কোনো জনশ্রুতি অনুসারেই রামচণ্ডী সূর্য্যের পত্নী নহেন।

(৩) অন্যত্র রামচণ্ডীর এক মন্দির আছে।

(৪) পার্শ্বদেবতারা শক্তিমূর্ত্তি নহেন; সূর্য্যের পার্শ্বদেবতা।

(৫) মধ্যে একটি সূর্য্যমূর্ত্তি আছে।

এই সব তথ্যের সমালোচনা করিয়া আমরা শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে মাদলা পাঁজি হইতে উদ্ধৃত অংশ সত্য হইলে মায়াদেবী নামের সপক্ষে যুক্তির বল অধিক। যদি তাহা সত্য না হয়, তাহা হইলেও রামচণ্ডী নামের সপক্ষে কোন যুক্তি নাই। যদি শুধু মন্দির পরীক্ষার ফল (field evidence) দেখিয়া বিচার করিতে হয়, তবে ইহাকে সূর্য্যের একটি ছোট মন্দির বলিতেই হইবে। তাহার বিরুদ্ধে শুধু এই যুক্তি আছে, যে তবে কি সূর্য্যপত্নীর মন্দির এতই খারাপ ছিল যে তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে? তাই, যদি ইহাকে সূর্য্য-পত্নীর মন্দির বলিতে হয়, তবে সে দেবী 'ছায়া' বা 'মায়া' হইবেন। তাহার বিরুদ্ধে এক প্রধান যুক্তি হইল পার্শ্বদেবতারা শক্তিমূর্ত্তি নহেন।

অতএব ইহা সূর্য্যমন্দির হওয়ার সম্ভাবনা অধিক; তাহার পর ইহা মায়া দেবীর মন্দির হইলেও হইতে পারে। দ্বন্দ্ব সূর্য্য ও সূর্য্য-পত্নীর মধ্যে, রামচণ্ডী ঠাকুরুণের কোনো কথাই আসে না।

দ্রষ্টব্য

১। এই মাপটি হয়ত লওয়া হয় নাই বলিয়া ফাঁকা রাখা হইয়াছে।

২। উড়িষ্যার বিষ্ণুমন্দিরে দক্ষিণে বরাহ-অবতার, পিছনে নৃসিংহ অবতার ও বামে বামন-অবতারের মূর্ত্তি থাকে। শিব মন্দিরে সেই ভাবে নৃত্যশীল গণেশ, সুব্রহ্মণ্য ও পার্ব্বতী মূর্ত্তি থাকে। সূর্যমন্দিরে পুষা, সূর্য ও হরিদশ্বের মূর্ত্তি থাকে কিন্তু শক্তি মন্দিরে কোন্ কোন্ দেবী থাকিবেন তাহার স্থিরতা নাই।

অঁলা, অলা, অওলা—উড়িয়ায় আমলকী শব্দের অপভ্রংশ। মন্দিরের উপরে যে আমলকীর মত গায়ে দাগ কাটা অংশ থাকে, তাহার নাম। 'ভূমি' দেখ।

অনুরথ—'রথ' দেখ।

অ্যাটলাণ্টিজ—'রক্ষভক্ষ' উপরের ভার যেন ঠেলিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে এইরূপ মূর্ত্তি।

উপান—বেদীর সর্ব্বনিম্নে যে ক্ষুদ্র বেদী থাকে। ইহা উড়িয়া শিল্পশাস্ত্রের শব্দ নহে, শ্রীরামরাজের গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ।

কণি—একরকম moulding এর নাম।।

কণিক—'রথ' দেখ।

কন্যা—স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি, স্ত্রীলোক।

কপুরি—'খুপরি' দেখ।

কলস—মন্দিরের শীর্ষে যে কলস থাকে তাহা।

কাঠী—২ পোটল, অথবা পিঢ়ার মধ্যে খাড়া অংশ। 'কণ্ঠ' শব্দের

কুম্ভ—একরকম moulding যাহা সাধারণত পাভাগে দেখা যায়।

খপুরি—অঁলার উপরে এক অংশ। সং 'খর্পরি' শব্দের অপভ্রংশ।

খাখরা—'মুণ্ডেই' দেখ।

খুরপিষ্ঠ—যে পিষ্টের বিভিন্ন অংশ যোগ করিলে রেখা মাটির উপর খাড়া ভাবে পড়ে।

খুরা, খোরা—একরকম moulding

গজগামিনী—কোনও চিত্রশ্রেণীতে হাতীর সংখ্যা বেশী থাকিলে তাহাকে গজগামিনী বলে।

গজ বিরাল—'বিরাল' দেখ।

গজ সিংহ—গজের উপর সিংহ চাপিয়া আছে এইরূপ মূর্ত্তি।

গণ্ডী—'বাড়' শেষ হইলে তাহার উপর হইতে অঁলা বা শ্রাহির নিম্নে যে বেকি থাকে তাহার মূল পর্য্যন্ত অংশ। রেখদেউলে রেখগণ্ডী, ভদ্রে ভদ্র-গণ্ডী। প্রথমটি কতকগুলি ভূমিতে বিভক্ত হয়, দ্বিতীয় ৯।২।৩ পোটল ও কান্তির সংমিশ্রণে তৈয়ারী হয়। 'গণ্ডী' শব্দের আভিধানিক অর্থ দেহের মধ্যভাগ।

গম্ভীরা—রেখ দেউলের গর্ভগৃহ।

গেরি—সম্ভবতঃ যাহাকে আমরা মুহন্টা বলি। ইহা ৯৬২৭ খ্রীষ্টাব্দের কণারকের পরিমাপে উল্লিখিত হইয়াছে।

গেলবাইডালি, মনুষ্যকৌতুকী—যে চিত্রে লতা পাতা ঘুরাইয়া আঁকা হয় ও তাহার মাঝে শিশু বা মানুষ বাজনা লইয়া অথবা শুধু নৃত্য করিতে থাকে।

ঘড়ি—কলসের উপর conical বিভাগ, যাহাতে ধ্বজা পোতা থাকে।

ঘণ্টা—ভদ্রদেউলে হাণ্ডি ও স্রাহি হইতে কলসের নিম্নে পর্যন্ত অংশ ছোট আকারের ঘটা ভদ্রগণ্ডীর রাহার মেলাণে বসান হয়। তাহাদের সংখ্যা অনুসারে ভদ্র-দেউল পঞ্চঘণ্টা নবঘণ্টা ত্রয়োদশ ঘণ্টা হয়।

ঘাড় চকড়া—'চকড়া' দেখ।

চকড়া—বিস্তৃত ভূমি, চাতাল। গণ্ডী শেষ হইলে মন্দিরের বেকি গলার তলায় যে প্রশস্ত জায়গা থাকে তাহাকে ঘাড়-চকড়া বলে।

চরণী—ঘাড়চকড়ায় অথবা অঁলা-বেকিতে যে সকল অ্যাটলান্টিজের মত স্ত্রীমূর্ত্তি থাকে।

চাঙ্গড়া—'কলস' ও 'কুম্ভের' দেহে যে অংশ উপর দিকে হেলিয়া সরু হইয়াছে।

চাঙ্গুড়ী—কলসের 'বেকি' ও 'ঘড়ির' মধ্যের অংশ।

জগমোহন—যে মন্দিরে যাত্রীরা দাঁড়াইয়া গম্ভীরায় অবস্থিত বিগ্রহকে দেখে। অপর নাম 'মুখশালা' বা 'মুখশালিআ'।

জাংঘ, জঙ্ঘা—বাড়ে যে অংশে মুণ্ডেই গুলি থাকে।

টাঙ্কু—একরকম অলঙ্কার।

ডোরি—কলস, কুম্ভ, স্রাহি প্রভৃতির উপরে সরু দড়ির মত আকারের moulding

ত্রিপাটি—আঁলার বেকিতে moulding। ইহা ঠিক আঁলার তলে থাকে।

দমা—কুম্ভ বা কলসের যে অংশ নীচের দিকে সরু।

দেউল—দেবালয়। রেখ-দেউল ও ভদ্র-দেউল সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া ভুবনেশ্বরে বৈতাল-দেউল ও খাখরা-দেউল (গৌরীর মন্দির) দৃষ্ট হয়। ভুবনেশ্বরে ভাস্করেশ্বরের মন্দির পিঢ়া যুক্ত ভদ্র-দেউলের মত হইলেও তাহার পিঢ়াগুলি রেখগণ্ডীর মত বাঁকিয়া উঠিয়াছে; অতএব ইহা রেখ ভদ্রের মিশ্র।

নাগ—উপরে মানুষ ও নীচে সর্পাকার জীব [কেতুর মত]।

নাগবন্ধী—২ বা ততোধিক নাগ পরস্পরকে জড়াইয়া আছে।

নোলি—একরকম moulding

পঞ্চরথ—'রথ' দেখ।

পঞ্চঘণ্টা—'ঘণ্টা' দেখ।

পটা—এক রকম moulding,

পদ্মপিষ্ঠ—যে পিষ্টের বিভিন্ন অংশগুলি যোগ করিলে রেখা মাটিতে তিরছ হইয়া পড়ে।

পরিকন্যা কোন মূর্ত্তির পাশে আকাশে উড্ডীয়মান্ স্ত্রীমূর্ত্তি।

পাখুড়া—পাপড়ি। স্রাহির উপরে পদ্ম অথবা সিজুপত্রের অনুকৃতি থাকিলে তাহা পদ্মপাখুড়া বা সিজুপত্রপাখুড়া-যুক্ত বলাহয়।

পাদ—কলসের তলার আসনকে কলসপাদ বলে।

পানপাত্রী—কলসের ডোরির সহিত যুক্ত একরকম অলঙ্কার।

পাট—প্রশস্ত ভূমি বা পাথরের ফলক। প্রাসপাট, নবগ্রহপাট।

পাভাগ, পাদভাগ, পাআভাগ পাঅভাগ—মন্দিরের বাড় অংশের সর্ব্বনিম্ন বিভাগ। ইহাতে সাধারণতঃ পাঁচটি moulding [পঞ্চকাম] থাকে।

পিঠ, পিষ্ট, পৃষ্ট—পৃষ্ঠের অপভ্রংশ। ইহার উপর মন্দির অবস্থিত। শিল্প-শাস্ত্রে পিষ্ট আট রকম।

পিঢ়া—পিঁড়ি। ভদ্রগণ্ডীতে এক এক ক্ষুদ্র অংশ।

পোটল—সং 'পটল' শব্দের অপভ্রংশ। কতকগুলি পিঢ়ার সমাবেশে তৈয়ারী একটি বড় অংশ।

প্রাসপাট—যে পাট চতুষ্কোণ ঘরের কোণে আড়াআড়ি বসাইলে সে ঘর অষ্টকোণ হয়।

ফেণি, ফেণা—সাপের ফণা। একরকম moulding. ইহা সাধারণত বরণ্ডির বরণির উপরেই থাকে।

বজ্র—শিল্পীরা এ নাম ব্যবহার করে না। তবে খাখরামুণ্ডেই, পিঢ়ামুণ্ডেই ও বজ্রমুণ্ডেই এই তিন প্রকার ছোট মন্দিরের প্রতিকৃতি দেখিয়া ও তাহাদেরও নামের ব্যুৎপত্তি বিচার করিয়া একরকম অলঙ্কারকে এই নাম দেওয়া হইল। ইহাকেই মনোমোহন গাঙ্গুলী মহাশয় 'ভো' বলিয়াছেন।

বজ্রমুণ্ডেই—'মুণ্ডেই' দেখ।

বড় দেউল—রেখ-দেউলের অপর নাম।

বন্ধকাম—স্ত্রী-পুরুষের অশ্লীল যুগলমূর্ত্তি। ৬৪ প্রকার বন্ধ আছে

বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু কণারকে কোনও বাঁধাবাঁধি ছাঁচ দেখি নাই।

ঝরঝাঞ্ঝি—একরকম ফুল, পুকুরে জন্মে। দরজার লক্ষ্মীপাটে ব্যবহৃত অলঙ্কার।

বরণ্ডি—বাড়ের সর্ব্বোচ্চ অংশ। ইহাতে পাঁচ, সাত, নয়, বা দশকাম থাকে। ইহাকে বরণিও বলা হয়। কিন্তু এরূপ টিলা ব্যবহারে অসুবিধা আছে।

বরণি—'বরণ্ডি' অথবা 'বান্ধনার' নর্ব্বনিম্ন moulding, তাহা আকারে যেরূপই হউক না কেন।

বসন্ত—'বরণ্ডি' ও 'বান্ধনার' সর্ব্বোচ্চ অংশ।

বান্ধণা—বাড়ে দুই জাংঘের মধ্যে অবস্থিত অংশ।

বাড়—'রেখ' ও 'ভদ্র' দেউলের খাড়া দেওয়াল।

বালিপাথর—Sandstone.

বিরাল—হাতী বা রাক্ষসাকার মানুষের উপর দণ্ডায়মান সিংহ, এইরূপ মূর্ত্তি। সিংহদেহে রাক্ষসের বা হাতীর মাথা বসিলে তাহা সিংহ-বিরাল না হইয়া নর-বিরাল ও গজ-বিরাল হয়। নীচে রাক্ষসকার মানুষ অথবা হাতী থাকে, সিংহ থাকে না। বিরাল মূর্ত্তি জাংঘে থাকে।

বেকি—গলা। অঁলা, ব্রাহি প্রভৃতির নিম্নে খাড়া অংশ।

ভদ্রদেউল—পিঢ়ার সমাবেশে নির্ম্মিত ছাতওয়ালা মন্দির।

ভূমি—রেখদেউলের কণিক অংশের এক ভাগ। প্রতি ভূমিতে একটি ভূমি-অঁলা ও কতকগুলি ভূমি-বরণ্ডি থাকে।

মনুষ্যকৌতুকী—'গেলবাইডালি' দেখ।

মনুষ্যলহরী—আলম্বনে মানুষের চিত্র বেশী থাকিলে তাহাকে এই

নাম দেওয়া চলে। শিল্পশাস্ত্রে এ নাম নাই, হংসলহরীর অনুকরণে তৈয়ারী হইল।

মুখশালা—'জগমোহন' দেখ।

মুখশালিআ—'জগমোহন' দেখ।

মুগুনি, মুগুনী—Chlorite পাথর।

মুণ্ডেই—ব্যুৎপত্তিগত অর্থ মুণ্ডযুক্ত। যে ছোট মন্দিরের প্রকৃতিতে খাখরা চাল থাকে তাহাকে খাখরামুণ্ডেই বলে। সেইরূপে পিঢ়ামুণ্ডেই, বজ্রমুণ্ডেই।

মুচুলী—গোলাকার চেপ্টা তাকিয়া। কুম্ভের বা কলসের নীচে খোরার উপর ঐরূপ বালিশের অনুকরণে নির্ম্মিত moulding.

মুহণ্টা, মুহাণ্টি—খোরা বা পিঢ়ার নীচে যৎসামান্য খাড়া বিভাগ। ইহার উপর নক্সা বা চিত্র থাকে।

মেলাণ—Projection.

রঙ্গনী ফুল—এক রকম ফুল। কলসের ডোরির উপরে আঁকা সেই প্রতিকৃতি।

রথ—Pilasters, দেউল একরথ, ত্রিরথ [শূদ্র], পঞ্চরথ [বৈশ্য] সপ্তরথ [ক্ষত্রিয়] ও নবরথ [ব্রাহ্মণ] হয়। শিল্পশাস্ত্রে তাহাদের দুই রকম নাম করণ দেখা যায়।

[১] একরথ—রাহা।
ত্রিরথ—রাহা, কণিক
পঞ্চরথ—রাহা, অনুরথ, কণিক।
সতরথ—রাহা, অনুরাহা, অনুরথ, কণিক।
নবরথ—রাহা, অনুরাহা, অনুরথ, পরিরথ, কণিক।

[২] একরথ—গোরথ বা মধ্যরথ।
ত্রিরথ— ,, + কন্যাস [কন্যস ?]।
পঞ্চরথ—,, + অনুরথ + কন্যাস।

সপ্তরথ—„+উপরথ+অনুরথ+কন্যাস।

নবরথ—„+উপরথ+অনুরথ+পরিরথ+কন্যাস।

রাহা—'রথ' দেখ।

লখা—কলসের উপর একরকম অলঙ্কার।

লক্ষ্মীপাট—দরজার চারিদিকে কারুকার্য্য মণ্ডিত প্রদেশ। ইহার উপরে লক্ষ্মীর মূর্ত্তি থাকে বলিয়া এইরূপ নাম।

শিখর—রেখগণ্ডীতে স্থানে স্থানে ছোট রেখদেউলের যে প্রতিকৃতি থাকে।

শ্রী, শ্রীহি—'স্রাহি' দেখ।

সঢ়ই—নারিকেলের মালা। 'হাণ্ডি' দেখ।

স্রাহি—ভদ্রদেউলে খপুরির মত আকারের বৃহৎ অংশ। ইহা সংস্কৃত শ্রী শব্দের অপভ্রংশ। শিল্পশাস্ত্রে সময়ে সময়ে ইহাকেও কপুরি নাম দেওয়া হইয়াছে।

হংশ লহরী—আলম্বনে সারি সারি হাঁসের চিত্র থাকিলে তাহার এই নাম।

হাণ্ডি—ঘণ্টার একটি বিভাগ, ঠিক স্রাহির নীচে থাকে। ইহাকে সঢ়ই'ও বলে।

INDIAN INSTITUTE OF ADVANCED STUDY

Acc. No.

This book was issued from the library on the date last stamped. It is due back within one month of its date of issue, if not recalled earlier.

INDIAN INSTITUTE OF ADVANCED STUDY

Acc. No. ______

Author : ______

Title : ______

Borrower	Issued	Retur

Library IIAS, Shimla
B 726.1 B 299 K
00009498